সালাতুল হাবীব



আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

জুন, ২০২৫

সূচীপত্রঃ

- নিয়ত উচ্চারণ করে পড়া / ৫
- পুরুষ ও মহিলার সালাত আদায়ের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য / ১০
- সালাতে হাত বাধা / ২৮
- সালাতে বুকের উপর হাত রাখার হাদীসসমূহ / ৩৭
- ইমামের পেছনে কিরাআতের বিধান / ৪৬
- রাফউল ইয়াদাইন / ৬২
- নীরবে আমিন বলা সুন্নাত / ৭০
- দ্বোয়াদ্ব কে জ্বোয়া পড়া / ৮৬
- হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া ও তার জবাব / ১০৮
- দুই ঈদের নামাজে তাকবীর / ১১০
- বিতর সালাত ৩ রাকাত ও পছন্দনীয় পদ্ধতি / ১১৪
- কুনুতের শব্দাবলী / ১১৯
- কুনূতে নাজিলার হুকুম / ১৩০
- সিজদাহ সাহু / ১৪৩
- সালাতে অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ / ১৪৯
- ঘাড় মাসেহ করা / ১৫২
- তাশাহহুদে ইশারাহ / ১৫৯
- সালাতের পর হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া / ১৭৮
- কবর জিয়ারতে দু হাত তুলে দোয়া / ১৮৪
- হাত তুলে দোয়া করা / ১৮৮
- গায়েবানা জানাযা / ১৯৮
- তারাবীহঃ রাসূল ﷺ ২০ রাকাত পড়েছেন / ২১৫
- পেশাব পায়খানা করার সময় সালাম দেয়া / ২২৬

নিয়ত উচ্চারণ করে পড়া

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু তথাকথিত সালাফি যেসব বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিয়তের উচ্চারণ। অথচ প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা উচ্চারণ করেছেন, এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম, ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) তা উচ্চারণ করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই উলামা ও ইমামগণ এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে আসছেন।

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা উচ্চারণ করেছেন

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ " يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ . قَالَ " فَإِنِّي صَائِمٌ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা! তোমাদের কাছে কিছু আছে কি?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কাছে কিছুই নেই।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমি রোযা রাখছি। [1]

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি উমরা ও হজ একসাথে আদায়ের ইহরাম বাঁধার সময় বলছিলেন:

[1] মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদিস ১১৫৪

"লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান, লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান" (অর্থ: আমি হাযির, হে আল্লাহ! উমরা ও হজের জন্য; আমি হাযির, উমরা ও হজের জন্য)।

وَ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ

আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি:

"লাব্বাইকা বি'উমরাতিন ওয়া হাজ্জিন" (অর্থ: আমি হাযির, হে আল্লাহ! একটি উমরা ও একটি হজের জন্য)। [2]

ইমাম শাফী নিয়ত উচ্চারণ করেছেনঃ

فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُقْرِئِ فِيْ مُعْجَمِه: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ " :كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، مُوَجِّهًا لَبَيْتِ اللَّهِ مُؤْدِيًا لِفَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَكْبَرُ

ইবনুল মুকরি তাঁর "মু'জামে" বর্ণনা করেছেন: আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইবনু খুযাইমা, তিনি বলেন: আমাদেরকে রাবীই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) যখন সালাতে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন:

بِسْمِ اللَّهِ، مُوَجِّهًا لَبَيْتِ اللَّهِ مُؤْدِيًا لِفَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَكْبَرُ

'বিসমিল্লাহ, কিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর ফরয আদায়ের নিয়তে, আল্লাহু আকবার।'

[2] মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, হাদিস ১২৫১

وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ فِيْ الطَّبَقَاتِ: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَة ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّدْخُلَ فِيْ الصَّلَاةِ قَالَ بِسْمِ اللهِ مُتَوَجِّهًا لِبَيْتِ اللهِ مُؤَدِّيًا لِعِبَادَةِ اللهِ

সুবকী তাঁর "ত্বাবাকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ইবনু খুযাইমা বলেন, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাবীই; তিনি বলেন: "শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) যখন সালাতে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন:

بِسْمِ اللهِ مُتَوَجِّهًا لِبَيْتِ اللهِ مُؤَدِّيًا لِعِبَادَةِ اللهِ

‘বিসমিল্লাহ, কিবলার দিকে মুখ করে, আল্লাহর ইবাদত আদায়ের উদ্দেশ্যে।[3]

আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ কিতাবে এসেছেঃ

নিয়তের উচ্চারণ:

জমহুর (অধিকাংশ) ফকিহদের মতে, নিয়তের স্থান হলো অন্তর। এই মতের উপর ভিত্তি করে দুটি বিষয় নির্ধারিত হয়:

১. শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ যথেষ্ট নয় যদি অন্তরে নিয়ত না থাকে। যদি মুখের কথা এবং অন্তরের নিয়ত ভিন্ন হয়, তাহলে বিবেচ্য হবে যা অন্তরে রয়েছে।

যেমন: কেউ যদি অন্তরে যুহরের নিয়ত করে অথচ মুখে বলে ‘আসর’, কিংবা অন্তরে হজের নিয়ত করে কিন্তু মুখে বলে ‘উমরা’ অথবা এর উল্টো — তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে যা অন্তরে ছিল।

[3] সুবকী, তাবাক্বাতুশ শাফিয়িয়্যাহ, ২/১৩৯

দারদীর বলেছেন: যদি কেউ ভুলবশত মুখে অন্য কিছু বলে ফেলে, তবে অন্তরের নিয়তই বিবেচ্য হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে অন্য কিছু বললে, সে উপহাসকারী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

২. সব ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়তের সঙ্গে মুখে উচ্চারণ শর্ত নয়।

এরপর ফকিহগণ নিয়তের উচ্চারণের শরঈ হুকুম নিয়ে মতভেদ করেছেন:

- হানাফি মাজহাবের নির্বাচিত মত, শাফেঈ এবং হাম্বলি মাজহাবের মূল মতে, ইবাদতের সময় নিয়তের উচ্চারণ সুন্নাত, যাতে জিহ্বা অন্তরের সঙ্গে মিল রাখে।
- কিছু হানাফি ও কিছু হাম্বলি আলিম বলেছেন যে, নিয়তের উচ্চারণ মাকরূহ (অপছন্দনীয়)।
- মালিকি মাজহাব বলেছে, ইবাদতে নিয়তের উচ্চারণ জায়েয, তবে এটি বর্জন করাই উত্তম, তবে যার মধ্যে الوسوسة (শয়তানের পক্ষ থেকে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি) রয়েছে, তার জন্য মুখে উচ্চারণ করা পছন্দনীয়, যাতে তার সন্দেহ দূর হয়ে যায়।[4]

[4] আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়াইতিয়্যাহ ৪২/৬৬-৬৭।

ইবনু তাইমিয়্যাহ নিয়তের উচ্চারণ সম্পর্কে বলেন:
"নিয়ত উচ্চারণ করা, তা জোরে বলা এবং তা বারবার করা — এটি নিষিদ্ধ।
যে ব্যক্তি এটি করে, সে অপরাধ করছে। আর যদি কেউ এটিকে দ্বীনের অংশ মনে করে, তাহলে সে মুসলমানদের সর্বসম্মত মত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।
তাকে এ বিষয়ে বুঝানো হবে; যদি সে তাতে অটল থাকে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। [5]

আমি বলি: এই ইজমা (সর্বসম্মত মত) কোথায়? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তো নিজেই হজের সময় নিয়ত উচ্চারণ করেছেন এবং তা জোরে বলেছেনঃ (হে আল্লাহ! আমি হজ ও উমরার নিয়তে হাজির)। সুতরাং, সন্দেহ নেই যে, সত্য মতটি হলো — জুমহূরের (অধিকাংশ আলেমদের) পক্ষেই।

কাউকে তাকফীর ও হত্যার হুকুম দেয়া অতি সহজ ব্যাপারে নয়। তাকফীরের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন না করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি নয়।

[5] মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ, পৃঃ ১০

পুরুষ ও মহিলার সালাত আদায়ের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

নিঃসন্দেহে, সালাতের মৌলিক বিষয়গুলোতে নারী পুরুষের মতোই। তবে কিছু বিষয়ে নারীর জন্য ভিন্নতা রয়েছে সে পুরুষের সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়।

অতএব, যাঁরা দাবি করেন যে নারী ও পুরুষের সালাত সম্পূর্ণ এক রকম তাদের এই দাবি ভিত্তিহীন। তারা একটি সহীহ হাদীসের একটি অংশ দিয়ে দলীল দেয়, অথচ পুরো হাদীসটি উল্লেখ করে না। এছাড়া মিথ্যা হাদীস বানিয়ে নেয়, এবং 'সহীহ বুখারী' নামে জাল হাদীসও চালিয়ে দেয়।

পুরুষ ও নারীর সালাতের মধ্যে পার্থক্যসমূহ

বিষয়	পুরুষ	নারী
তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলার পদ্ধতি	কাঁধ পর্যন্ত বা কান বরাবর	কাঁধ বরাবর, সাধারণত বুকের কাছে
হাত বাঁধা (ক্বিয়াম অবস্থায়)	নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর	বুকের উপর হাত বাঁধা
রুকুতে যাওয়া	পিঠ সোজা, কনুই ছড়িয়ে দেয়া	পিঠ সোজা রাখে কিন্তু কনুই গা লাগিয়ে রাখে (সংকুচিতভাবে)
সিজদার সময়	বাহু ও পেট দূরে, হাঁটু ও পায়ের মাঝখানে ফাঁকা	শরীরকে গুটিয়ে রাখে, উরুর সঙ্গে পেট লাগিয়ে
জলসা ও তাশাহহুদের বসা	বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখে	উভয় পা এক পাশে করে বসে (تَوَرُّك)
আওয়াজের ধরন (যে সালাতে জোরে কিরাত)	পুরুষ জোরে পড়ে (যেমন মাগরিব, ঈশা, ফজর)	নারী ধীরে পড়ে, এমনকি জোরে কিরাতের সালাতেও

যে জাল হাদীসটি তারা ‘সহীহ বুখারী’র নামে বানিয়ে নিয়েছেঃ

"أُمُّ الدَّرْدَاءِ صَلَّتْ صَلَاةَ الرَّجُلِ ، وَكَانَتْ فَقِيْهَةً"

“উম্মুদ্-দারদা পুরুষদের মতো সালাত আদায় করতেন, আর তিনি একজন ফকীহা ছিলেন।” [6]

তাদের কেউ কেউ এমন দাবিও করে বসে যে, উম্মুদ্-দারদা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন (নবী ﷺ-এর স্ত্রী)। এটি একটি জঘন্য ভুল।

আর কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবিয়া ছিলেন। এটিও স্পষ্ট অজ্ঞতা, কারণ তিনি ছিলেন তাবেয়িয়া (সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্মের আলেমা)।

তিনি হলেন উম্মুদ্-দারদা সূগরা (ছোট), আর সহীহ বুখারীতে যেটা আছে তা হলো এক ধরনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (تعليق):

باب سنة الجلوس في التشهد،

وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة

অর্থ: “তাশাহহুদের সময় বসার সুন্নাতের অধ্যায়
আর উম্মুদ্-দারদা সালাতে পুরুষের মতো বসতেন, এবং তিনি ছিলেন একজন ফকীহা।”[7]

তিনি তাশাহহুদের সময় পুরুষদের মতো বসতেন, একটি নির্দিষ্ট কারণে, যা বুখারী নিজেই বর্ণনা করেছেন।

---

[6] ড জাকের নায়েক, ড আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির, শায়খ কামালুদ্দিন জাফরি।

[7] সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আজান, বাব সুন্নাতিল জুলূসি ফিত তাশাহহুদ।

উম্মুদ্-দারদা ছিলেন একজন এতিমা, যিনি পুরুষদের কাতারে সালাত আদায় করতেন:

বুখারী (رحمه الله) "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আল-ওলিদ, তিনি বলেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনু আবি আল-আতিকা এবং ইবনু জাবির, তাঁরা বলেন:

كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ تَخْتَلِفُ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي ثَوْبَيْنِ تُصَلِّي فِي صُفُوفِ الرِّجَالِ وَتَجْلِسُ فِي حَلَقِ الْقُرَّاءِ تُعَلِّمُ الْقُرْآنَ حَتَّى قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا الْحَقِيْ بِصُفُوْفِ النِّسَاءِ

"উম্মুদ্-দারদা ছিলেন আবু দারদা (رضي الله عنه)-এর আশ্রয়ে থাকা এক এতিমা। তিনি আবু দারদার সাথে দু'টি পোশাক পরিধান করে বের হতেন, পুরুষদের কাতারে সালাত আদায় করতেন, কারীদের (হাফেজদের) হালকায় বসতেন, কুরআন শিক্ষাদান করতেন এমনকি একদিন আবু দারদা বলেই ফেললেন: 'তুমি এবার নারীদের কাতারে চলে যাও।'[৪]

তবে তিনি (উম্মুদ্-দারদা) তাঁর বাম পার্শ্বের দিকে হেলান দিতেন:

ইবনু রজব আল-হাম্বলি তাঁর "ফাতহুল বারী"-তে উল্লেখ করেছেন: মাকহূল থেকে বর্ণিত,

أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِيْ الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ إِلَّا إِنَّهَا تَمِيْلُ عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَكَانَتْ فَقِيْهَةً

[৪] বুখারী, তারীখুল আওসাত্ব, নং ৯০৫। তাহজীবুল কামাল ৩৫/৩৫৪। সিয়ারু আ'লামিন নুবালাহ ৪/২৭৮। তাহজীবুত তাহজীব ১২/৪৬৬

“উম্মুদ্-দারদা সালাতে পুরুষদের মতো বসতেন, তবে তিনি তাঁর বাম পাশে একটু ঝুঁকে থাকতেন। তিনি একজন ফকীহা ছিলেন।”
এটি ইমাম মালিক, আল-আওযায়ী, ইমাম শাফেয়ী-র মত, এবং এটিই ইবরাহিম আন-নাখঈ থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা।
এছাড়া নাফি‘ থেকে বর্ণিত, ইবনু উমর (رضي الله عنهما) তাঁর স্ত্রীদেরকে সালাতে চতুর্দিকভাবে বসার (تربّع) নির্দেশ দিতেন।
এবং অন্য সূত্রে বর্ণিত, উমর (رضي الله عنه)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে আবি উবাইদ সালাতে চতুর্দিকভাবে বসতেন (تربّع)। [9]

তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ি (তাবেয়িয়া):

হাফিয (ইবনু হাজর) বলেন:
"মাকহূল-এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে,
أَنَّ الْمُرَادَ بِأُمِّ الدَّرْدَاءِ الصُّغْرَى التَّابِعِيَّةُ لَا الْكُبْرَى الصَّحَابِيَّةُ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ الصُّغْرَى وَلَمْ يُدْرِكِ الْكُبْرَى

এখানে 'উম্মুদ্-দারদা' বলতে উদ্দেশ্য হলেন 'উম্মুদ্-দারদা সূগরা, যিনি একজন তাবেয়িয়া, সাহাবিয়া 'উম্মুদ্-দারদা কুবরা' নন। কারণ, মাকহূল উম্মুদ্-দারদা সূগরার যুগ পেয়েছেন, কিন্তু কুবরা-র যুগ পাননি। আর তাবেয়ির একক আমল, যদিও তা অন্যদের বিরোধিতা না করে থাকে, তবুও সেটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।
বিভিন্ন ইমামদের মধ্যে সাহাবিদের কথায় আমল করা নিয়ে মতভেদ আছে।

وَلَمْ يُورِدِ الْبُخَارِيُّ أَثَرَ أُمِّ الدَّرْدَاءِ لِيَحْتَجَّ بِهِ بَلْ لِلتَّقْوِيَةِ

[9] ইবনু রাজাব হাম্বালী, ফাতহুল বারী ৭/২৯৯

আর বুখারী উম্মুদ্-দারদা'র এই বর্ণনাটি দলীল হিসেবে আনেননি, বরং তা এসেছে কেবল একটি অতিরিক্ত সমর্থন (تعزيز و تقوية) এর জন্য। [10]

তাহাবী (رحمه الله) বলেন:

"নারীর বসার পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন:

وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا تَقْعُدُ كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا ، ..... وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا

সে এমনভাবে বসবে, যা তার জন্য সবচেয়ে বেশি পর্দাশীল (ستر) হয়, ...এবং ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন: "নারী বসবে এমনভাবে, যা তার জন্য সবচেয়ে পর্দাশীল হয়।"[11]

আমি বলি:

এইটাই হলো মূলনীতি, সালাতের প্রতিটি অবস্থায় নারীর উচিত এমনভাবে থাকা, যা তার জন্য সবচেয়ে পর্দাশীল (ستر) হয়; হোক তা হাত তোলার সময়, হাত রাখার অবস্থায়, রুকুতে, সিজদায়, বসায় কিংবা ইমামতির অবস্থায়।

আর যে হাদীস দিয়ে তারা দলীল পেশ করে, অথচ পূর্ণাংশ তারা উল্লেখ করে না

[10] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী।

[11] তাহাবী ওফাত ৩২১ হি, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ১/২১২।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ " ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ [12]

আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা কয়জন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকটে আসলাম। তখন আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি তাদের ব্যাপারে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি বললেনঃ

তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ কর এবং যে ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক তেমনভাবে সালাত আদায় কর। সালাতের ওয়াক্ত হলে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামাত করবে। [13]

এটা তো জানা বিষয় যে, নারী আজান, ইকামত ও ইমামতির বিষয়ে পুরুষদের থেকে ভিন্ন হয়; তেমনিভাবে, সালাত আদায়ের কিছু পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে।

আমরা নিম্নে আরো কয়েকটি পার্থক্য দলীল সহ উল্লেখ করছিঃ

[13] সহীহুল বুখারী, হাদিস ৬০০৮।

পুরুষদের জন্য তাসবীহ বলা এবং নারীদের জন্য করতালি দেওয়া (প্রসঙ্গ: ইমামের ভুল সংশোধন):

আবু হুরাইরা (ضى الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন:

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

"তাসবীহ (সুবহানআল্লাহ বলা) পুরুষদের জন্য আর তাসফীক (করতালি) নারীদের জন্য।" [14]

সহল ইবনু সা'দ (رضى الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন:

"তাসবীহ পুরুষদের জন্য, আর তাসফীহ (করতালি) নারীদের জন্য।"[15]

সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, বানূ আমর ইবনু আওফ-এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোষ করে দেয়ার উদ্দেশে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে বললেন, হে আবূ বকর! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গেছে, আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামাত করতে প্রস্তুত আছেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইক্বামাত(ইকামত/একামত) বললেন এবং আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের

[14] বুখারী ১২০৩।

[15] বুখারী ১২০৪।

জন্য তাকবীর বললেন। এদিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তখন হাততালি দিতে লাগলেন। আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভ্যাস ছিল যে, সালাতে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ যখন অধিক পরিমাণে হাততালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি সেদিকে তাকালেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখতে পেলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইঙ্গিত করে সালাত আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দু'হাত তুলে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে মুসল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلاَّ الْتَفَتَ،

হে লোক সকল! তোমাদের কী হয়েছে, সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে থাক কেন? হাততালি তো মেয়েদের জন্য। কারো সালাতের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ্' বলে। কারণ, কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ্' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে।

অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ বকর! তোমাকে আমি ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বাধা

দিল? আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এ সমীচীন নয় যে, সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে সালাত আদায় করবে। [16]

নারী তার হাত দু'টি উঠাবে স্তনের সমান বরাবর

ওয়ায়িল ইবন হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন:

" يَا وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ ، إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا

"হে ওয়ায়িল ইবন হুজর! যখন তুমি সালাত পড়বে, তখন তোমার হাত দু'টি কান বরাবর তুলবে, আর নারী তার হাত দু'টি উঠাবে স্তনের সমান বরাবর।" "[17] বিস্তারিত তাহকীক টিকায় উল্লেখ করা হল।

---

[16] বুখারী ১২৩৪।

[17] **المعجم الكبير**، باب الواو أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن عمها علقمة ، حديث 28 ، ج 22 ص 19

- **التجريد للقدوري** المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ) رقم 2038 ص 476

-**مجمع الزوائد** 16005 وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَمَّتِهَا :أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

- رواة هذا الحديث:

(1) **الإمام الطبراني** : ثقة

(2) **الإمام محمد بن عبد الله الحضرمي ، شيخ الطبراني** : ثقة

(3) **الشيخة ميمونة** بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، شيخة شيخ الإمام الطبراني : ثقة

(4) أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عمةُ شيخِ شيخِ الإمام الطبراني : ثقة ، قَال عنها ابن نقطة: جشة بنت عبد الْجَبَّار بن وَائِل كنيتها ام يحيى رَوَت عَنْهَا مَيْمُونَة بنت حجر بن عبد الْجَبَّار بن وَائِل بن حجر ذكرهَا ابْن مَنْدَه فِي تَارِيخ النِّسَاء (- إكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا) المؤلف: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى: 629هـ) ترجمة 1520 ، ج 2 ص 250)

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: و جشة بجيم مَفْتُوحَة: أم يحيى جشة بنت عبد الْجَبَّار بن وَائِل رَوَت عَنْهَا مَيْمُونَة بنت حجر (- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم المؤلف: محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى: 842هـ) ج 3 ص 243)

وقال ابن حجر: كشة بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر , تكنى أم يحيى , روى عنها ابن أخيها محمد بن حجر بن عبد الجبار(- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) ج 3 ص 185)

قال ابن ماكولا: وأما كشة بكسر الكاف وتشديد الشين المعجمة فأم يحيى كشة بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، يروي عنها ابن أخيها محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل (- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (المتوفى: 475هـ) ج 7 ، باب كُبَيْبَة وكِشَّة وَكَشَّة ، ص 124)

(5) **عبد الجبار** بن وائل بن حجر ، والد أمّ يحيى: تابعي على أحد القولين ، ثقة

(6) **علقمة** بن وائل بن حجر ، أخو عبد الجبار: تابعي ، ثقة ، سمع من أبيه

নারী যেন সিজদার সময় নিজেকে গুটিয়ে নেয়ঃ

ইবনু আবি শাইবাহ বলেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু মুবারাক, তিনি (হিশাম)-এর মাধ্যমে (আল-হাসান) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

الْمَرْأَةُ تَضْطَمُّ فِي السُّجُودِ[18]

---

(7) **وائل بن حجر**: صحابي

[18] **مصنف ابن أبي شيبة** ، كتاب الصلوات المرأة كيف تكون في سجودها؟ ، حديث 2781

- رواة هذا الحديث:

(1) **أبو بكر بن أبي شيبة (235 هـ)**: الحافظ الإمام : ثقة

(2) **ابن مبارك:** عبد الله ابن المبارك (118 – 181 هـ): الإمام الحافظ ثقة حجة ، شيخ ابن أبي شيبة

(3) **هشام: هشام بن حسان (ت 148 هـ) : الإمام العالم ، الحافظ محدث البصرة ، شيخ سفيانين : يأتي الكلام عنه**

(4) **الحسن:** الحسن البصري **(21 -110 هـ)**: من كبار التابعين ، ولد عام 21 هـ في خلافة عمر

هشام بن حسان : (ت 148 هـ)

قال ابن حجر العسقلاني (773-852) في طبقات المدلسين 110/3:

(110 هشام بن حسان البصري وصفه بذلك علي بن المديني وأبو حاتم قال **جرير بن حازم قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت هشاما** عنده قيل له قد حدث عن الحسن بأشياء **فمن تراه أخذها قال من حوشب أراه وقال بن المديني كان أصحابنا يثبتون حديثه ويحيى بن سعيد يضعفه ويرون أنه أرسل حديث الحسن عن حوشب**

“নারী যেন সিজদার সময় নিজেকে গুটিয়ে নেয় (সংকুচিত হয়ে সিজদা করে)।

কারণ এ বিষয়ে নারী, পুরুষের মতো নয়ঃ

ইমাম বাইহাকী আস সুনানুল কুবরা কিতাবে বর্ণনা করেন,
ইয়াজীদ ইবনু আবি হাবীব থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ :إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ[19] مُرْسَلٌ

قال الذهبي (673-748 هـ) في السير: عن علي بن المديني قال : **كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان .وكان يحيى يضعف حديثه عن عطاء ، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث الحسن عن حوشب .**

وقال: عن سفيان بن عيينة قال : كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن . فهذا أصح

وقال: قال سعيد بن عامر الضبعي ، (الإمام الحافظ) سمع هشاما يقول :

جاورت الحسن عشر سنين

قال أحمد في العلل: مبارك وهشام جالسا الحسن جميعا عشر سنين (38/2)

حوشب: حوشب بن عقيل و حوشب بن مسلم كلاهما يرويان عن الحسن البصري

قال ابن سعد: حوشب بن مسلم روى عنه هشام بن حسان (الطبقات الكبرى ، الطبقة الرابعة)

قال الحافظ المِزّي محدث الشام هو: جمال الدين **أبو الحجاج في تهذيب الكمال:** حوشب بن عقيل روى عن الحسن البصري

[19] **السنن الكبرى للبيهقي** 3201 وإسناده: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أنبأ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

নবী ﷺ দুইজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা সালাত আদায় করছিল। তিনি বললেন:
"তোমরা যখন সিজদা করো, তখন তোমাদের শরীরের কিছু অংশ জমিনের সঙ্গে লাগাও, কারণ এ বিষয়ে নারী, পুরুষের মতো নয়।"
(হাদীসটি মুরসাল)

দুইটি 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে (ইবনু আবি শাইবাহ ও আবদুর রাযজাক) হযরত আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে:

-**معرفة السنن والآثار للبيهقي** ، رقم 4054

رواة الحديث:

الإمام البيهقي (384-458 ه) : الحافظ الإمام الشافعي

أبو بكر محمد بن محمد: (ت 416) : مقبول

أبو الحسين الفسوي: ذكره الذهبي ممن حدث عن أبي علي اللؤلؤي

أبو علي اللؤلؤي (333 ه) : ثقة حافظ

أبو داود: أبو داود السجستاني (202-275ه) : ثقة حافظ

سليمان بن داود (133-204): أبو داود الطيالسي البصري : ثقة حافظ ، قال الذهبي: الحافظ الكبير صاحب المسند

ابن وهب (125-197): عبد الله بن وهب القرشي: ثقة حافظ

حيوة بن شريح (ت 224) : ثقة ثبت

سالم بن غيلان: صدوق حسن الحدوث: وثقه الجميع إلا الدار قطني (والمعروف أن الدار قطني لم يسلم من تشدده حتى الإمام البخاري ومسلم)

يزيد بن أبي حبيب: (53-128): ثقة فقيه

قال الذهبي: الإمام الحجة ، مفتي الديار المصرية ، من صغار التابعين ، ومن رواة البخاري ومسلم

قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا إِذَا سَجَدَتِ (الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا)[20] صحيح[21]

তিনি বলেন:
"যখন কোনো নারী সিজদা করে, তখন সে যেন নিজেকে গুটিয়ে রাখে (تحتفز) এবং তার উরু দুটি যেন তার পেটে লাগিয়ে রাখে।" (আরো এসেছে: "فلتحتفز ولتضم فخذيها" — সে যেন নিচু হয় এবং উরু দুটো গা লাগিয়ে রাখে)
হাদীসটি সহীহ (صحيح)

সে তাদের মাঝখানে দাঁড়াবেঃ

📌 ১. ইবন আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন:

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ

"একজন নারী অন্য নারীদের ইমামতি করতে পারে, এবং সে তাদের মাঝখানে দাঁড়াবে।" [22]

---

[20] **مصنف ابن أبي شيبة** 2777

-**مصنف عبد الرزاق** 5072

[21] إسناد ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ

-قُلْتُ: أبو الأحْوَصِ الإمام الحجة ، أبو إسحاق السبيعي الإمام ، الحَارِثُ وَهُوَ الأعْوَرِ صَاحِبُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ

[22] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৫০৮৩ (ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি দাঊদ ইবনে হুসাইন থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে)

📌 ২. সাওরী (الثوري), ইবরাহিম ও শা'বী থেকে বর্ণিত: তারা বলেন:

لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ

"রামাদ্বানে কোনো নারী অন্য নারীদেরকে সালাত পড়াতে পারে — এবং সে তাদের কাতারের মাঝে দাঁড়াবে।" [23]

📌 ৩. সাওরী, আম্মার আদ-দুহনী, হুজাইরাহ বিনতে হুসাইন থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন:

أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا

"উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) আমাদেরকে আসরের সালাত পড়িয়েছিলেন, এবং তিনি আমাদের কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন।" [24]

📌 **ইমাম শাফেয়ী رحمه الله 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থে বলেন:**

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَأَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا فِي السُّجُودِ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ وَأُحِبُّ ذَلِكَ لَهَا فِي الرُّكُوعِ وَفِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ

পুরুষ ও নারীর সালাতের আমলের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, তবে নারীর জন্য মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হচ্ছে, সে যেন নিজ শরীরের কিছু অংশকে একত্র করে (অর্থাৎ গুটিয়ে থাকে), আর সিজদার সময় পেট তার উরুর সাথে লাগিয়ে রাখে, যাতে সে সবচেয়ে বেশি পর্দাশীল

[23] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৫০৮৪

[24] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৫০৮২

থাকতে পারে। আমি এটা রুকুতে ও সালাতের অন্যান্য সব অবস্থাতেও তার জন্য পছন্দ করি।" [25]

ইবন কুদামা'র আলমুগ্নী কিতাবে আছে:

مَسْأَلَة يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَالِ

(783)مَسْأَلَةٌ: قَالَ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْ تَسْدُلُ رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا.

"একটি মাসআলা: নারীর জন্য সালাতের হুকুমে একই বিধান প্রযোজ্য, যা পুরুষের জন্য প্রযোজ্য।"

(৭৮৩ নং মাসআলা): তিনি (ইবন কুদামা) বলেন: "পুরুষ ও নারী উভয়ের সালাতে মৌলিক বিধান সমান, তবে নারী রুকু ও সিজদায় নিজেকে গুটিয়ে রাখবে (নিজ শরীরকে সংযত করবে), এবং বসার সময় চতুর্দিকভাবে বসবে (تربّع), অথবা পা দুটো ঝুলিয়ে ডান দিকে সরিয়ে রাখবে।"

الْأَصْلُ أَنْ يَثْبُتَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُهَا، غَيْرَ أَنَّهَا خَالَفَتْهُ فِي تَرْكِ التَّجَافِي، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، فَاسْتُحِبَّ لَهَا جَمْعُ نَفْسِهَا، لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ حَالَ التَّجَافِي. وَكَذَلِكَ فِي الِافْتِرَاشِ، قَالَ أَحْمَدُ :وَالسَّدْلُ أَعْجَبُ إلَيَّ. وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ.

মূলনীতি হলো:

নারীর জন্য সালাতের হুকুম পুরুষদের মতোই, কারণ শরিয়তের নির্দেশনার আওতায় তারা দুজনই পড়ে। তবে নারী "تجافي" (অঙ্গ

[25] ইমাম নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহাজ্জাব ৩/৫২৬

ছড়িয়ে দেওয়া) থেকে ভিন্ন আচরণ করবে, কারণ সে 'আওরাহ'। তাই তার জন্য নিজেকে গুটিয়ে রাখা মুস্তাহাব — যেন সে অধিক পর্দাশীল থাকে, কারণ অঙ্গ ছড়িয়ে দিলে কিছু উন্মোচিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটিই বসার অবস্থাতেও প্রযোজ্য। ইমাম আহমদ (رحمه الله) বলেন: "সদল (পা ঝুলিয়ে ডান পাশে রাখা) আমাকে বেশি পছন্দ।" এবং এটি খাল্লালও গ্রহণ করেছেন।

قَالَ عَلِيٌّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ :إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ

হযরত আলী (كرم الله وجهه) বলেছেন: "যখন কোনো নারী সালাত পড়ে, সে যেন গুটিয়ে পড়ে এবং উরু দুটো জোড়া রাখে।"
ইবনু উমর (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত আছে: তিনি নারীদেরকে সালাতে 'তরাব্বু' (পা গুটিয়ে বসা) করতে নির্দেশ দিতেন। [26]

وَيُقَالُ: وَمِنْ بَرَكَاتِ التَّسْوِيَةِ الكَامِلَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيْ الصَّلَوَاتِ ظُهُوْرُ أَئِمَّةٍ مِنَ النِّسَاءِ تَؤُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِيْ الجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ المَرْأَةَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ بَلْ لَهَا امْتِيَازَاتٌ.

এবং বলা হয়: "যারা পুরুষ ও নারীর মাঝে সালাতে পুরোপুরি সমতা (تسوية كاملة) স্থাপন করে, তাদের এই 'সমতার বরকত' হলো — নারীরা পুরুষ ও নারীদের জুমা ও জামাআতের ইমামতি করছে! অথচ এটি প্রমাণিত: নারী সব বিষয়ে পুরুষের সমান নয়, বরং তার নিজস্ব বিশেষত্ব (امتيازات) রয়েছে।"

[26] আল-মুগনী ১/৪০৩

সালাতে হাত বাঁধা

সুন্নাহ হলো—ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখা। এর পরবর্তী অবস্থান (যে স্থানে হাত রাখা হবে)—এ বিষয়ে ইমামদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এখানে মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে। তবে প্রামাণ্য দলিলসমূহের ভিত্তিতে 'ইমামুল আইম্মাহ' (ইমামদের ইমাম) বলেছেন— হাত দু'টি নাভির নিচে রাখা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।"

সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

সাহল ইবনু সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। [27]

বুখারী (رحمه الله) একটি মুআল্লাক (সংক্ষিপ্ত ও সানদ ছাড়া) রেওয়ায়েতে আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন:

وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ

"আলী (رضي الله عنه) তাঁর ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রাখতেন।" [28]

---

[27] সহীহুল বুখারী ৭৪০।

[28] সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আমালি ফিস সালাহ, বাবু ইস্তিআ'নাতিল ইয়াদি ফিস সালাহ।

ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রেখে হাত স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিলে নাভির সামান্য নীচে-উপরে যায়। সুতরাং বুখারীর এই দুই হাদিস দিয়েই প্রমাণ হয়ে যায় হাত কোথায় বাঁধতে হবে। নাভির কিছু নীচে বা নাভির কিছু উপরে, যেমন ইমাম তিরমিযী বলেছেন। তবে অন্যান্য সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাভির নীচে।

ইমাম আবূ দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন,

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতটি তার বাম তালু, কব্জি এবং বাহুর পেছনে (পিঠে) রেখেছিলেন। [29]

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি নিশ্চয় লক্ষ্য করব রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সালাতের প্রতি, তিনি কিরূপে সালাত আদায় করেন। আমি তার দিকে তাকালাম। তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তাঁর দু'হাত তুললেন। আর দু'হাত কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল, তারপর তিনি তাঁর ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর অর্থাৎ বাম হাতের কব্জি ও বাহুর ওপর রাখলেন। [30]

---

[29] সুনান আবূ দাউদ ৭২৭

[30] সুনান নাসাঈ ৮৮৯।

আবূ দাঊদ ও নাসাঈ'র বর্ণিত হাদিস দুটি থেকেও একথাটিই প্রমাণিত হয়, উভয় হাত এভাবে রাখার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিলে নাভির নীচেই যায়।

এবার আসুন আরেকটি হাদিস দেখি। ইবনু আবী শাইবাহ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন,
ওকী' (وَكِيع) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মূসা ইবনু উমাইর থেকে, তিনি আলকামা ইবনু ওয়ায়েল ইবন হুজর থেকে, তিনি তাঁর পিতা (ওয়ায়েল ইবন হুজর) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِيْنَه على شِمَالِه فِيْ الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"আমি নবী ﷺ-কে সালাতে ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখতে দেখেছি — নাভির নিচে।"[31]

ইমাম কাসিম ইবন কুতলুবুগা বলেন:

وهذا سند جيد، وكيع أحد الأعلام، وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم وأخرج له النسائي وعلقمة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم في صحيحه والأربعة [32]

"এটি একটি ভালো সনদ (سند جيد)।
ওকী' (وَكِيع) ছিলেন বড় মাপের মুহাদ্দিসদের একজন।

---

[31] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ, তাহকীক শায়খ আউয়ামাহ, ৩/৩২০, হাদিস ৩৯৫৯

[32] الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى 879هـ، **التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار**، تحت حديث 168، ص 314، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة في الكتاب والسنة، الطالب محمد الماس يعقوبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، 1990م

মূসা ইবনু উমাইরকে (موسى بن عمير) আবু হাতিম 'ثقة' (বিশ্বস্ত) বলেছেন, এবং নাসাঈ তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন।
আলকামা (علقمة)-র হাদীস বুখারী 'رفع اليدين'-এ, মুসলিম তাঁর 'সহীহ'-এ, এবং চারজন ইমাম (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"

আল্লামা মুহাম্মাদ আউওয়ামা'র তাহকীক দেখুন। [33]

---

[33] **تعليق الشيخ محمد عوامة على المصنف (٣٩٥٩):** تقدم من وجه آخر عن وائل قبل حديثين وهذا إسناد صحيح، كما تراه في التعليق على ترجمة علقمة في التقريب، 4684، والكاشف 3876.

ومما يذكر في أدلة المسألة: ما تقدم نقله قبل قليل آخر تخريج 3958 عن ابن حزم من حديث أنس أنه زاد "تحت السرة".

تحت السرة: زيادة ثابتة في ت، ع، كما يرى القارئ الكريم صورتهما في مقدمة هذا المجلد، ونسخة ت كان انتهاء نسخ هذا المجلد منها سنة ٧٤١ هـ وعليها خط الإمام العيني في مواضع، كما ذكرته في المقدمة صفحة ٣٠، فلا يبعد أن الإمام القاسم بن قطلوبغا قد وقف عليها ونقل منها هذا الحديث في كتابه "التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار"، وكانت وفاته سنة ٨٧٩ هـ، وكلامه في الورقة ٢٧/ ب من النسخة التي بخطه، وهي محفوظة في مكتبة فيض الله بإصطنبول برقم ٢٩٢، وقال بعدما نقله سندا ومتنا: وهذا إسناد جيد، بل إن سياق كلامه واضح في تقديمه هذه الرواية على رواية ابن خزيمة (٤٧٩) التي فيها زيادة على صدره وإعلاله لها برواية ابن أبي شيبة.

وهذه الزيادة في نسخة العلامة محمد عابد السندي من "التعريف والإخبار" ٢٣/ ب، وهي في طوب قبو سراي، وفي نسخته من "المصنف"، وهي التي أرمز لها بحرف (ع)، ولذلك قال في حاشيته العظيمة طوالع الأنوار على الدر المختار ١: ٦٢٠/ أ من النسخة الأزهرية: "ومما لا يمارى في الاحتجاج به: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع، عن موسى بن

عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. ورجاله كلهم ثقات أثبات".

فلا حاجة إلى هذا الصخب والإزراء والاتهام ممن لا يعرف قدر العلماء، ولا يرضى عمن ليس من أهل مذهبه وخصلته !! حتى في بعض الصحف اليومية! كما تجده في زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، ص٢٠١، وجريدة المدينة المنورة ١٠/ ٥/ ١٤١٠ هـ العدد ٢٨٤٥، وغيرهما.

ومن نقل الحديث عن إحدى النسخ الأربع خ، ظ، ن، ش التي ليس فيها هذه الجملة : معذور في عدم إثبات هذه الزيادة، لكنه ليس معذورا في نفي ورودها، ومن نقله عن إحدى النسختين اللتين فيهما هذه الزيادة : هو معذور في إثباتها، بل واجب عليه ذلك، ولا يجوز له حذفها، فعلى م التنابز والتنابذ؟!.

فإن قيل: يحتمل أن تكون جملة «تحت السرة» هذه ليست من تمام حديث وائل، إنما هي من تمام أثر إبراهيم النخعي التالي: حدثنا وكيع، عن ربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال : «يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة». ويؤيد قِيله هذا بأن أثر النخعي ساقط من نسخة ت، فربما كانت هذه الجملة بقيت من أثر النخعي واتصلت بحديث وائل؟!.

والجواب: أن هذا تظنن وتشكك يفرح به أعداء الله والإسلام، لو فُتح لما بقي لنا ثقة بشيء من مصادر ديننا! ومع ذلك فماذا نفعل بثبوت ذلك كله في نسخة الشيخ محمد عابد السندي، التي فيها الحديث والأثر، وفي آخر كل منهما: تحت السرة؟! ومع من زاد علم وإثبات وحجة، فماذا مع النافي ؟!

فهاتان نسختان ثبت فيهما «تحت السرة»، يضاف إليها ثلاث أخر: نسخة العلامة قاسم، وقد تكون هي هي نسخة ت، ونسخة العلامة عبد القادر بن أبي بكر الصديقي مفتي مكة المكرمة، ونسخة العلامة محمد أكرم السندي، نقل ذلك عنها العلامة محمد هاشم التتوي السندي في رسالته «ترصيع الدرة على درهم الصرة» ص ٨٤.

ইবনু হাজম তাঁর কিতাব *المحلّى* তে (بصيغة الجزم) বর্ণনা করেছেন:

হযরত আয়িশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তিনটি বিষয় নবুয়তের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত:

১. দ্রুত ইফতার করা,

২. দেরিতে সাহরী করা,

৩. এবং সালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।"

وإبراء للذمة أقول: إن الطبعة الهندية ذات الخمسة عشر مجلدة لمصنف ابن أبي شيبة لم يكن فيها أول ما طبعت زيادة «تحت السرة»، ولما قامت إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي سنة ١٤٠٦ هـ بتصويره أراد مؤسسها فضيلة الشيخ نور أحمد رحمه الله سد ثغرة النقص التي فيها، وتنقيح الكتاب من أخطائه المطبعية الكثيرة والكبيرة.

فسد الثغرة بطباعة القسم الأول من المجلد الرابع وأما أخطاؤه: فأخبرني من لسانه إلى أذني، وأنا أماشيه في الحرم النبوي الشريف، أنه قد عهد إلى بعض أهل العلم عنده في كراتشي بتصحيحها، ففعلوا، وبلغت الأخطاء معهم نحو ثمانية آلاف غلطة مطبعية!! ففقدت الدار الثقة بهذه الطبعة تماما.

وقد أخبر الشيخ في حينها – ثم أطلع – على المساجلة العلمية التي دارت بين الشيخ محمد حياة السندي والشيخ محمد هاشم السندي رحمهما الله، في مسألة موضع وضع اليدين في الصلاة، ونتج عنها كتابة خمس رسائل بينهما – طبعتها الدار بعد – ومنها رسالة الشيخ هاشم «ترصيع الدرة»، وفيها نقل الشيخ هاشم زيادة «تحت السرة» عن ثلاث نسخ خطية وقف عليها بنفسه، وهي النسخ التي قدمت ذكرها.

فحصلت القناعة التامة عند صاحب الدار الشيخ نور أحمد بصحة إضافة «تحت السرة» على النص المطبوع بالهند، بناء على فقد الثقة بتلك الطبعة، وبناء على حصول الثقة بما في النسخ الخطية الثلاثة، لا أنه تجرأ على الكذب على رسول الله ﷺ، ولا من باب التلاعب بالنصوص نصرة للمذهب، ولا، ولا، مما قيل ويقال. والله سبحانه هو الحسيب، وهو الرقيب العليم بالنيات.

এবং অনুরূপ বর্ণনা এসেছে হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকেও, তবে তিনি বলেছেন: 'এগুলো নবুয়তের চরিত্রের অংশ,' এবং তিনি এটিও যোগ করেছেন: '(হাত রাখা হবে) নাভির নিচে।' [34]

তিরমিযী বলেন,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ . وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ . وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ

এই হাদিস (ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা) এর উপর আমল বিদ্বান সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাদের পরবর্তী আলেমগণের। যারা সালাতে পুরুষের ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখাকে সঠিক মনে করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন: হাত দুটো রাখা হবে নাভির উপর (فوق السرة), আবার কেউ বলতেন: নাভির নিচে (تحت السرة)। এবং তাদের নিকট এই সমস্ত পদ্ধতি বৈধ (واسع) ও অনুমোদিত ছিল।"[35]

ইবনু আবি শাইবাহ বর্ণনা করেছেন:

ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন: আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবন হাসান, তিনি বলেন: আমি আবা মিজলাযকে [36] শুনেছি বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমি বললাম: "সে (সালাতে) কীভাবে

[34] ইবনু হাজম জাহিরী, ওফাত ৪৫৬ হি, আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩০, দারুল ফিকর, বৈরুত। ১২ খন্ড।

[35] সুনান তিরমিযী, হাদিস ২৫২।

[36] আবূ মিজলাজ তাবেয়ী, ওফাত ১০৬ হি

করবে?”
তিনি বললেন:

يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ

“সে তার ডান হাতের তালুর ভেতরের অংশটি বাম হাতের পৃষ্ঠদেশের (বাইরের অংশ) উপর রাখবে, এবং তা নাভির নিচে রাখবে।” [37]
🖈 এই হাদীসটির সনদ সহীহ (إسناده صحيح)

ইবনু আবী শাইবাহ আরো বর্ণনা করেন,
ইব্রাহীম (আন-নাখাঈ) বলেন:

يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে — নাভির নিচে।"[38] সনদ সহীহ

ইমাম আহমদের মতে, হাত দু’টি বুকের উপর রাখা মাকরূহঃ
ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ :أَسْفَلَ السُّرَّةِ بِقَلِيْلٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَّجْعَلَهُمَا عَلَى الصَّدْرِ؛ وَذلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّه نَهَى عَنِ التَّكْفِيْرِ وَهُوَ وَضْعُ اليَدِ عَلَى الصَّدْرِ

ইমাম আহমদ মুজানীর বর্ণনায় বলেছেন: ‘নাভির নিচে সামান্য নিচে হাত রাখা উচিত, আর হাত দু’টি বুকের উপর রাখা মাকরূহ।’

---

[37] ইবনু আবী শাইবাহ, ওফাত ২৩৫ হি, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৪৩, হাদিস ৩৯৪২, দারুত তাজ, লেবানন। মোট ৭ খন্ড।
[38] মুসান্নাফ ৩৯৩৯।

এবং এর কারণ হলো: নবী ﷺ-এর থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া গেছে যে, তিনি 'তাকফীর' (হাত বুকের উপর রাখাকে) নিষেধ করেছেন, আর 'তাকফীর' অর্থই হলো — হাত বুকের উপর রাখা।" [39]

ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বাল অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। [40]

ত্বাবাকাতুল হানাবিলা (حنابلة) গ্রন্থে এসেছে:

আবদুল্লাহ ইবন আহমদ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের পুত্র) বলেন:
"আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমদকে) ইসমাঈল ইবন উলিয়া-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলামঃ
যেটিতে আয়ূব, আবু মি'শার থেকে বর্ণনা করেন যে, সালাতে 'তাকফীর' করা মাকরূহ।"
আমার পিতা (ইমাম আহমদ) বলেন:

التكفير أن يضع يمينه عند صدره فى الصلاة.

"তাকফীর অর্থ হলো — সালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের কাছে রাখা।" [41]

ইমাম বুখারির শাইখ ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ (رحمه الله) বলেন:

---

[39] ইবনু ক্বাইয়িম আলজাউজিয়্যাহ, ৭৫১ হি, **বাদাইউল ফাওয়াইদ** ৩/৯১, দারুল কিতাব আল-আরাবী, লেবানন। **শারহে সুনান ইবনে মাজাহ**, কিতাব ইকামাতুস সালাহ, পৃ ৩১৪।

[40] আল-জামিউ লি উলূমিল ইমাম আহমাদ, ৬/১০৮, দারুল ফালাহ, মোট খন্ড ২২

[41] আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে আবী ইয়া'লা, তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, ১/৮, হা ১, মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, কায়রো, মোট খন্ড ২।

تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ

"নাভির নিচে (হাত রাখা) হাদীসের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী, এবং তা বিনয় ও খুশু'র (تواضع) অধিক নিকটতর।"[42]

📌 সালাতে বুকের উপর হাত রাখার হাদীসসমূহ:

১. হাদীস: তাউস (طاوس) হতে বর্ণিত — এটি মুরসাল, আর তাতে রয়েছে সুলাইমান ইবনু মূসা, যিনি ইমাম বুখারির দৃষ্টিতে 'মুনকারুল হাদীস':

আবু দাউদ রেওয়ায়াত করেছেন:

সুলাইমান ইবনু মূসা থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি বলেন:

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন, তারপর উভয় হাতকে শক্তভাবে বুকের উপর রাখতেন।"[43]

📝 আলবানী বলেছেন: সহীহ।

📌 কিন্তু আমি (লেখক) বলি: এই হাদীস দুর্বল (ضعيف)। এর কারণ:

- তাউস (رحمه الله) একজন তাবেয়ি — অর্থাৎ, তিনি হাদীসটি মুরসালভাবে (সাহাবির নাম না নিয়ে সরাসরি) বর্ণনা করেছেন। 👉 আর মুরসাল হাদীস আলবানী ও তাঁর মতো যাঁরা হাদীস যাচাই করেন — তাদের নিকট প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[42] ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব ফিস সুনানি ওয়াল ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ ৩/৯৪, নং ১২৯১, দার ত্বাইবাহ।

[43] সুনান আবূ দাঊদ ৭৫৯।

- উপরন্তু, সুলাইমান ইবন মূসা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: ☞ তিনি منكر الحديث —অর্থাৎ তাঁর হাদীসগুলো সাধারণত প্রত্যাখ্যাত হয়।

মুরসাল হাদিসের ব্যাপারে শায়খ আলবানীর টিকায় উল্লেখ করা হল।[44]

---

[44] **قال الألباني عن الحديث المرسل:** كثير من كبار العلماء يذهبون إلى تصحيح الحديث المرسل لوحده، أظن أنكم تعرفون هذا، فالإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد -في رواية عنه-؛ يحتجون بالحديث المرسل لوحده، وليس هناك ما يعضده من متصل.

ونحن لا نتبنى هذا، نحن نقول بما هو الراجح عند علماء الحديث، وبما يشهد الو اقع العلمي: أن الحديث المرسل لا ينبغي أن يحتج به، ما دام أننا لا نعلم الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أهو الصحابي وحده أم صحابي وتابعي؟

..... المرسل :هو قول التابعي قال رسول **الله وهناك فرق كبير جداً بين تعريف البيقوني وبين هذا التعريف الذي تبناه أهل الحديث المحققون منهم**، الحديث المرسل :هو قول الراوي أو التابعي قال رسول الله ﷺ وليس هو ما سقط منه اسم الصحابي، ما هو الفرق؟ قول التابعي :قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط هو الصحابي، وعلى هذا الاحتمال يكون الحديث صحيحاً، ويحتمل أن يكون الساقط صحابي وتابعي، ويحتمل أن يكون زائداً عليه تابع تابعي وهكذا، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله -وهو من أهل التتبع والاستقراء- أنه وجد في بعض المراسيل سقط الصحابي والتابعي وتابع التابعي، أربعة أشخاص أو خمسة على التوالي، فحينئذٍ المرسل لا يصح أن يقال :هو سقوط الصحابي، وإنما قول التابعي قال رسول الله ﷺ، **فلا نفترض حينئذٍ أن الساقط هو الصحابي**، لأنه وإن كان محتملاً، لكن المحتمل أيضاً أن يكون السقط أكثر وأكثر الشاهد من هذا كله :بعض العلماء ممن سمينا آنفاً ذهبوا إلى تصحيح الحديث المرسل **ونحن وإن كنا لسنا معهم في هذا**، وقد قال بعض أهل العلم كلاماً قيماً، قال :لو جاز لنا أن نحتج بقول التابعي قال رسول الله، من باب حسن الظن به، أنه لو كان بينه وبين الرسول غير الصحابي كان

ذكره -من باب حسن الظن -يقول :إذا استرسلنا مع هذا الحسن للظن لوصل إلى زماننا مثلاً لو أن فلاناً في القرن الثالث أو الرابع قال: قال رسول الله، فمن باب حسن الظن -نقول :لو كان هذا العالم لم يثبت الحديث عنده بالطريقة العلمية فلن يقول: قال رسول الله ﷺ، وبذلك نبطل أهم وسيلة عند المسلمين تفردوا بها دون العالمين جميعاً لمعرفة رواية الصحيح، حينئذٍ لا قيمة للإسلام إذا ما اعتمدنا على قول الراوي، سواءً كان تابعياً أو تابع تابعي أو ما دون ذلك من باب حسن الظن بالناس، **فحينما يأتي الحديث المرسل بسند صحيح إلى مرسله، نحن نتوقف في هذا ولا نقبله**؛ لأن هناك احتمالاً ما ذكرناه آنفاً، (محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١٤٢٠هـ)، **دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني**، ج7 ص32، الأسئلة حكم الاستشهاد بالحديث المرسل، مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية)

وقال الألباني عن إرسال الزهري في حديث، فقال في كتابه خطبة الحاجة:

حديث ابن شهاب الزهري (التابعي ت 123 / 124 هـ)

قال ابن وهب ب: أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله ﷺ يوم الجمعة فقال ابن شهاب: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله".

أخرجه أبو داود١ / ١٧٢, والبيهقي٣ / ٢١٥ **وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل فهو لذلك ضعيف لا يحتج به.**

🖈 সুলাইমান ইবন মূসা সম্পর্কে:

তিরমিজির "আল-ইলাল" গ্রন্থে এসেছে:

قَالَ مُحَمَّدٌ (أي بن إسماعيل البخاري) وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , أَنَا لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا , رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَحَادِيثَ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ

মুহাম্মদ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী) বলেন: "সুলাইমান ইবন মূসা — তাঁর হাদীস 'মুনকার'; আমি তাঁর থেকে কিছুই বর্ণনা করি না। তিনি যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, তার অধিকাংশই 'মুনকার' (অস্বীকৃত বা অজানা)।"[45] এছাড়া ইমাম বুখারী বলেন:

كل من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ

"আমি যাকে 'مُنكر الحديث' বলেছি — তার থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়।"[46]

🖉 আমি বলি:

সুতরাং যারা আলবানীর অনুসারী এবং তাঁকে অনুসরণে কঠোর (যাদের বলা হয় "আলবানীয়ুন" বা "আলবানীবাদী"), তাদের জন্য উচিত — এই হাদীসকে কখনও দলীল হিসেবে ব্যবহার না করা, কারণ:

(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠هـ) ، **خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها** أصحابه ، ص 34-35، رقم 8، الناشر: مكتبة المعارف الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٤٥)

[45] তিরমিযী, ২৭৯ হি, আল-ইলাল, পৃ ২৫৬ নাম্বার ৪৬৩, আলামুল কুতুব

[46] ইবনুল ক্বাত্তান, ৬২৮ হি, **বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম** ৩/৯৩, দারু ত্বাইবাহ, মোট খন্ড ৬। ইবনু হাজার আসকালানী, ৮৫২ হি, লিসানুল মীযান ১/২২০, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, মোট খন্ড ১০। আব্দুল হাই লাকনভী, ১৩০৪ হি, আর রাফউ ওয়াত-তাকমীল, পৃ ২০৮। ইবনু হাজার আসকালানী, ৮৫২ হি, তাগ্বলীকুত তা'লীক্ব আলা সাহীহিল বুখারী ৫/৩৯৭।

1. এটি মুরসাল (তাবেয়ি দ্বারা সাহাবি বাদ দিয়ে বর্ণিত),
2. এবং এতে রয়েছে সুলাইমান ইবন মূসা, যার হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী স্পষ্টভাবে বলেছেন: "এর থেকে বর্ণনা বৈধ নয়।"

📌 ২. হাদীস: মুআম্মাল ইবনু ইসমাঈল — ইমাম বুখারির মতে 'মুনকারুল হাদীস'

ইবনু খুযাইমা বর্ণনা করেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু মূসা, তিনি বলেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন মু'আম্মাল,
তিনি সাফওয়ান থেকে, তিনি 'আসিম ইবনু কুলাইব' থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়েল ইবন হুজর থেকে, তিনি বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, আর তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের ওপর রেখেছেন।" [47]

📝 আলবানীর মন্তব্য (صحيح ابن خزيمة-এর হাশিয়া):
"এর সনদ দুর্বল, কারণ মু'আম্মাল ইবন ইসমাঈল দুর্বল স্মৃতির অধিকারী।
তবে একই অর্থে অন্য সনদেও হাদীস এসেছে। আর 'বুকের ওপর' হাত রাখার বিষয়ে আরও হাদীস রয়েছে যেগুলো এটি সমর্থন করে।"

[47] ইবনু খুজাইমাহ, ৩১১ হি, সহীহ ইবনু খুজাইমাহ, ১/২৪৩, হাদিস ৪৭৯, আল-মাকতাবুল ইসলামী, মোট খন্ড ৪।

🖃 ইমাম বায়হাকীর মন্তব্য:

“এই হাদীস সাওরী (الثوري)-এর মাধ্যমে বহুজন বর্ণনা করেছেন, তাদের কেউই বুকের ওপর’ কথাটি বলেননি — শুধু মু'আম্মাল ইবন ইসমাঈল ব্যতীত।” [48]

❗ আমি বলি:

☞ এই হাদীসটি منكر (অস্বীকৃত), কারণ এতে আছে মু'আম্মাল ইবন ইসমাঈল, যাকে নিয়ে:

- ইমাম বুখারী বলেছেন: “منكر الحديث” অর্থাৎ — তাঁর হাদীস সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যাত, এবং তিনি আরও বলেন: “আমি যাকে ‘মুনকারুল হাদীস’ বলি, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়।”

জামালুদ্দীন মিজ্জী তাহজীবুল কামাল কিতাবে মুআম্মাল সম্পর্কে বলেন [49]

---

[48] বাইহাকী, ৪৫৮ হি, আল-খিলাফিয়্যাত, মাসআলা ৭৫, ২/২৫২।

[49] **[من اسمه مؤمل وملازم]**

٦٣١٩ - خت قد ت س ق: مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي ، أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ البَصْرِيّ، نزيل مكة، مولى آل عُمَر بْن الخطاب، وقيل مولى بني بكر بن عَبْد مناة بْن كنانة.

.....

قال أبو بكر بْن أَبي خيثمة ، عَن يحيى بْن مَعِين: ثقة.

وَقَال عثمان بْن سَعِيد الدارمي : قلت ليحيى بْن مَعِين: أي شيء حال مؤمل فِي سفيان؟ فَقَالَ: هو ثقة. قلت: هو أحب إليك أو عُبَيد اللَّهِ؟ فلم يفضل أحدا على الآخر وَقَال أَبُو حاتم : **صدوق، شديد فِي السنة، كثير الخطأ .**

হাফিজ ইবনু হাজার তাহজীবুত তাহজীব কিতাবে বলেন [50]

وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث.

وَقَال أَبُو عُبَيد الأجري : سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشئ.

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات" .

وَقَال غيره: دفن كتبه فَكَانَ يحدث من حفظه، فكثر خطؤه.

.....

استشهد به البخاري.

وروى له أَبُو دَاوُدَ فِي "القَدَر"، والباقون سوى مسلم . (تهذيب الكمال ج29 ص176)

[50] قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة.

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أي شيء حاله؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب إليك أو عبيد الله، يعني ابن موسى؟ فلم يفضل.

وقال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فعظمه ورفع من شأنه، إلا أنه يهم في الشيء.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ست ومائتين.

وفيها أرخه أبو القاسم بن منده، وزاد: في رمضان.

وقال البخاري: مات سنة خمس أو ست. وقال غيره: دفن كتبه، فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه

.....

وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو عبد الرحمن، شيخ جليل سني، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه، كان مشيختنا يوصون به **إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه،**

জাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল কিতাবে বলেন, [51]

হাফিয ইবনু হাযর আল-আসকালানী তাঁর "ফতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন:

"তিনি যে কথাটি বলেছেন: (وقال مؤمل) 'মুআম্মাল' শব্দটি 'মুহাম্মাদ' এর ওজনের উপর, তিনি হলেন মুআম্মাল ইবন ইসমাঈল, কুনিয়াহ আবু আবদুর রহমান, বাসস্থান ছিল বাসরাহ, পরে মক্কায় বসবাস করতেন।

وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه، وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا.

وقال الساجي: صدوق، كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها.

قال ابن سعد: ثقة، كثير الغلط.

وقال ابن قانع: صالح يخطئ.

وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ.

وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمل بن إسماعيل ثقة.

وقال محمد بن نصر المروزي: **المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط.** (تهذيب التهذيب، ج4 ص193-194، مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م عدد الأجزاء: ٤)

[51] [٨٩٤٩ - مؤمل بن إسماعيل [س، ق، ت] ، أبو عبد الرحمن البصري، مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ.]

روى عن شعبة، وعكرمة بن عمار. وعنه أحمد، وبندار، ومؤمل بن يهاب، وطائفة.

وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه.

مات بمكة في رمضان سنة ست ومائتين. (ج4 ص228، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ ١٩٦٣ م عدد الأجزاء: ٤)

ইমাম বুখারী তাঁর যুগের মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তিনি ২০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন — আর তখনো ইমাম বুখারী সফরে বের হননি।
বুখারী তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি, শুধু 'তালীক' (সানদ ছাড়া সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ) করেছেন।

وَهُوَ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ؛ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

তিনি (মুআম্মাল) ছিলেন একজন 'সাদূক' (সত্যবাদী), তবে তাঁর ভুল করার হার ছিল বেশি। এ কথা বলেছেন আবু হাতিম আর-রাযী।"[52]

৩, হাদীস: কাবীসাহ ইবন হুলব (قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ)

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন: কাবীসাহ ইবন হুলব, তাঁর পিতা হুলব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি — তিনি সালাত শেষে কখনো ডান দিকে, কখনো বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম দিতেন।
আর আমি তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি: 'তিনি (রাসূল ﷺ) এই হাতটি বুকের উপর রাখতেন।'"
ইয়াহইয়া (রাবী) ব্যাখ্যা করে বলেন: "ডান হাত বাম হাতের উপর, কব্জির উপরে রাখতেন।"[53]

📝 মুহাক্কিক (তাহকীককারক) মন্তব্য করেছেন,
এই হাদীস "يضع هذه على صدره" (বুকের উপর রাখার অংশ) বাদ দিলে — অন্যান্য অংশসমূহ অন্য সূত্র দ্বারা সহিহ। কিন্তু "বুকের উপর রাখার অংশটির সনদ দুর্বল", কারণ কাবীসাহ ইবন হুলব একজন অজ্ঞাত রাবী (جهالة)।

---

[52] ফাতহুল বারী ১৩/৩৩, মাক্তাবাহ সালাফিয়্যাহ
[53] মুসনাদ আহমাদ, ৩৬/ ২৯৯, হাদিস ২১৯৬৭।

ইমামের পেছনে কিরাআতের বিধান

📌 ফিকহি মাসায়েলগুলোর মধ্যে একটি বিতর্কিত বিষয় হলো — ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠ।

এটি এমন একটি বিষয়, যাতে বিশিষ্ট ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেক ইমামের কাছে রয়েছে নিজস্ব দলিল, হয় কুরআনের আয়াত থেকে (যদি পাওয়া যায়), অথবা সুন্নাহ থেকে।

আমরা তাদের কারও ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করি না, এবং কারও প্রতি অন্যায় করতেও চাই না, কারণ তারা সকলেই শ্রদ্ধার যোগ্য। বরং, আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি, যারা দ্বীনকে খেলা বানিয়ে ফেলেছে ধর্ম নিয়ে উপহাস করে, বিদ্বেষ ছড়ায়।

আমরা এখানে দলিল উপস্থাপন করবো ইমামুল আইম্মাহ (ইমামদের ইমাম) আবু হানিফা (رحمه الله)-এর মতের পক্ষে, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে।

আমাদের দলীল কুরআনে করীম থেকেঃ

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। [54]

হাফিয ইবন তায়মিয়্যাহ বলেন:

أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِنْ هَذَا النَّصِّ

[54] সূরা আরাফ ২০৪।

“উম্মাহ’র সর্বসম্মত (ইজমা) হয়েছে যে, এই আয়াত সালাত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, এবং এই নস (আয়াতে) যে ‘কিরাআত’ উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা সালাতের কিরাআতই বোঝানো হয়েছে।” [55]

হাদীস থেকে আমাদের দলীলঃ

ইমাম বুখারী উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "

যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পড়ল না তার সালাত হলো না। [56]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب فَصَاعِدًا

"যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) এবং তদুর্ধ্ব (অর্থাৎ এরপর আরও কিরাআত) পাঠ করেনি — তার সালাত নেই।"[57]

সুতরাং প্রমাণিত হল, ইমামের পিছনে শুধু ফাতেহা নয় বরং ফাতেহার পর আরো তিলাওয়াত করার বিধান নিয়ে ইখতেলাফ। যারা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ফাতেহা পড়াকে ওয়াজিব বলেন, তাদের উচিৎ বাকী অংশ পড়াকেও ওয়াজিব ফতোয়া দেয়া।

---

[55] মাজমুউল ফাতাওয়া ১৮/২০

[56] সহীহুল বুখারী ৭৫৬।

[57] সহীহ মুসলিম ৩৯৪।

তিরমিযির এক সহীহ রেওয়ায়াতে এসেছে:

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ

"যে ব্যক্তি এমন একটি রাকআত আদায় করল, যাতে সে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়েনি সে আসলে সালাত আদায় করেনি, অবশ্য সে যদি ইমামের পেছনে থাকে, তবে (তবে ব্যতিক্রম)।"
— এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আসছে। ।

আমি বলি:
সুতরাং একথা প্রমাণিত যে, সূরা ফাতিহা বরং কিরাআত পুরোপুরিই শুধুমাত্র ইমাম এবং একাকী সালাত আদায়কারীর জন্যই আবশ্যকীয়। মুকতাদীর (ইমামের পেছনে সালাত আদায়কারীর) উপর কোনো কিরাআত আবশ্যক নয়।

ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তোমরা তখন চুপ থাকো

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তোমরা তখন চুপ থাক। [58]

[58] মুসলিম ৪০৪।

“বাংলাদেশে সালাফি ঘরানার এক আলেম অস্বীকার করেছেন যে, ‘وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا’ (যখন সে [ইমাম] কিরাআত করে, তখন তোমরা চুপ থাকো) — এই বাক্যটি নবী ﷺ-এর কথা।”

তাহকীক দেখুন,

✅ ইমাম মুসলিমের তাহকীক তাঁর সহীহ গ্রন্থে:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ" . فَقِيْلَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا . إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه)-এর হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (যখন ইমাম কিরাআত করে তখন চুপ থাকো) — এই হাদীসটি আমার নিকট সহীহ।”

তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: “তবে আপনি এটি এখানে (সহীহ মুসলিমে) উল্লেখ করেননি কেন?”

তিনি উত্তর দিলেন: “কারণ, আমি যা কিছু আমার নিকট সহীহ মনে করেছি — তার সবই এখানে রাখিনি। আমি এখানে কেবল সেই হাদীসগুলো সংকলন করেছি — যেগুলোর উপর ইজমা (সর্বসম্মত মত) হয়েছে।” [59] (এখানে ইজমা বা ঐক্যমত বলতে ইমাম মুসলিমের ৪ জন উস্তাজের ঐক্যমত।)

[59] মুসলিম ৪০৪।

📌 হাফিয ইবন তায়মিয়্যাহ'র তাহকীক:

فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ صَحَّحَهَا مُسْلِمٌ وَقَبِلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفَهَا الْبُخَارِيُّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ فَلَوْ لَم يَرِدْ بِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِنْ هَذَا النَّصِّ

"এই অতিরিক্ত বাক্যাংশ (وإذا قرأ فأنصتوا) — ইমাম মুসলিম সহীহ বলেছেন, এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও অন্যান্য আলেমরাও তা গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম বুখারী একে দুর্বল বলেছেন। এই অতিরিক্ত বাক্যাংশটি কুরআনের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং যদি এ বিষয়ে সহীহ হাদীস না-ও থাকত—তবুও কুরআনের এই আয়াত অনুসারে তা অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হতো।
আল্লাহ তাআলার বাণীতে এসেছে:
﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
"যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়।"
(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ২০৪)
মানুষ এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াত সালাতের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে,
এবং এই নাস বা আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের কিরাআত।" [60]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ ، فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَىْءٍ

[60] মাজমূউল ফাতাওয়া ১৮/২০

আতা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার যায়দ ইবনু সাবিতকে সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন জবাবে যায়দ ইবনু সাবিত বলেছিলেনঃ সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআতের প্রয়োজন নেই। [61]

ইবনু মাজাহ সহীহ সনদে আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قَالَ ﷺ . " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। যখন তিনি কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো। [62]

ইবনু মাজাহ সহীহ সনদে আবূ মূসা আল-আশআরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . " إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইমামের কিরাআাত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। [63]

---

[61] মুসলিম ৫৭৭

[62] ইবনু মাজাহ ৮৪৬।

[63] ইবনু মাজাহ ৮৪৭।

ইবনু মাজাহ হাসান সনদে জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাদের ইমাম আছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। [64]

শায়খ আলবানী বলেন,

এ বিষয়ে (ইমামের পেছনে কিরাআত না করার বিষয়ে) একদল সাহাবি থেকে রেওয়ায়ত এসেছে, তাদের মধ্যে আছেন:

- জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী,
- আবদুল্লাহ ইবন উমর,
- আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ,
- আবু হুরায়রা,
- ইবন আব্বাস (رضي الله عنهم أجمعين)।

এ বিষয়ে আরও রেওয়ায়ত আছে:

- আবু দারদা,
- আলী ইবন আবি তালিব,
- এবং আল-শা'বী (তাবেয়ি), তবে এগুলো মুরসাল রেওয়ায়াত হিসেবে এসেছে। [65]

---

[64] ইবনু মাজাহ ৮৫০।

[65] ইরওয়াউল গালীল, হাদিস ৫০০। (আলবানী মাজহাবের অন্ধ মুকাল্লিদদের জন্য ইরওয়াউল গালীল থেকে দলীল দেয়া হল।)

📌 ইমাম আল-বূসায়রীর (البوصيري) তাহকীক:
তিনি ইমামের পেছনে কিরাআত না করার বিষয়ক হাদীসের তিনটি সনদ উল্লেখ করার পর বলেন:
إِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرٍ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَالثَّانِي عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ[66]

জাবির (رضي الله عنه)-এর প্রথম সনদটি সহীহ এবং বুখারি-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী, দ্বিতীয়টি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।"

📚 এই হাদীসের বিভিন্ন সনদ:

1. মুহাম্মাদ বলেন:

"আমাদেরকে হাদীস বলেছিলেন ইমাম আবু হানিফা, তিনি বলেন: হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হাসান মূসা ইবনু আবি আয়েশাহ, তিনি আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে, তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ[67]

"যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।"

---

[66] اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، كتاب افتتاح الصلاة ، باب ترك القراءة خلف الإمام ، الجزء 2 ، صفحة 168 ، حديث 1264

[67] محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (ت ١٣٠٤هـ) ، **التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)** ، ج1 ص415، حديث 117، تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي أستاذ الحديث

আমি বলি:

এর সনদ সহীহ — কারণ:

- আবু হানিফা: ইমামুল আইম্মা, তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন 'বিশ্বস্ত' বলেছেন।
- মূসা ইবনু আবি আয়েশাহ ও আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ — উভয়েই বুখারির রাবী।
- জাবির — সাহাবি।

2. ইবনু আবি শাইবা রেওয়ায়াত করেন:

"আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন মালিক ইবন ইসমাঈল, তিনি হাসান ইবন সালেহ থেকে, তিনি আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির থেকে, রাসূল ﷺ বলেছেন:

كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।"[68]

আমি বলি: ইবনুত তুরকুমানী বলেন: "এই সনদ সহীহ।" [69]

الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة الناشر: دار القلم، دمشق الطبعة: الرابعة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الأجزاء: ٣

[68] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ ৩৮০২।

[69] ইবনুত তুরকুমানী, ওফাত ৭৫০ হি, আল-জাওহারুন নাক্বি আলা সুনানিল বাইহাক্বী, ২/১৫৯, দারুল ফিকর।

3. আহমদ ইবনু মানি‘ তার মুসনাদে রেওয়ায়াত করেন:

“আমাদের খবর দেন ইসহাক আল-আযরাক, তিনি বলেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাফওয়ান ও শরীক, তারা মূসা ইবন আবি আয়েশাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবির থেকে — এবং এটি রাসূল ﷺ পর্যন্ত মারফূ‘ হাদীস।” [70]

“যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পড়ল না তার সালাত হলো না” হাদীসের ব্যাখ্যাঃ

সুনান তিরমিযীতে আছে,

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . **إِذَا كَانَ وَحْدَهُ** . وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ **مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ** . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, “যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী একাকি নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সে যদি একাকি নামায আদায় করে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তবে তার নামায হবে না। তিনি তার এ দাবির সমর্থনে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। জাবির

[70] ইরওয়াউল গালীল, হাদিস ৫০০।

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নামায আদায় করল এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে যেন নামাযই আদায় করল না, অবশ্য ইমামের পিছনে হলে অন্য কথা।"

ইমাম আহমাদ বলেন, জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তিনি তার হাদীস "যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হুকুম একাকী নামায পাঠকারীর বেলায় প্রযোজ্য।

(তিরমিযী বলেন) এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নীতি অনুসরণ করেছেন এবং (বলেছেন) লোকেরা যেন ইমামের সাথে নামায আদায় করলেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছেড়ে না দেয়। [71]

📌 আমি বলি:

"(হাদীস) 'إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ' (যদি ইমামের পেছনে হয়, তাহলে ব্যতিক্রম) — এই বাক্যটি জাবির (رضي الله عنه) থেকে মাওকূফ (সাহাবির বক্তব্য) এবং মারফূ' (নবী ﷺ পর্যন্ত বর্ণিত) — উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর আমি মনে করি, মাওকূফ ও মারফূ' — উভয় রেওয়ায়াতই সহীহ।
এছাড়া ইবন আব্বাস (رضي الله عنه) থেকেও এটি মারফূ' রূপে বর্ণিত হয়েছে।"

🔘 মাওকূফ রেওয়ায়াত (জাবির থেকে সাহাবির বক্তব্য):

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ বলেন:

---

[71] তিরমিযী ৩১২ (শেষ দিকে)

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ .

"যে ব্যক্তি এমন একটি রাকআত পড়েছে যাতে সে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি, তার সালাত হয়নি তবে যদি সে ইমামের পেছনে হয়, তাহলে (সালাত শুদ্ধ)।"

📚 ইমাম তিরমিজি বলেন: "هذا حديث حسن صحيح"

👉 অর্থাৎ: "এই হাদীস হাসান সহীহ।" [72]

🟢 মারফূ' রেওয়ায়াত (নবী ﷺ-এর বক্তব্য):

📚 তাহাওয়ী বর্ণনা করেন:

বাহর ইবনু নাসর → ইয়াহইয়া ইবনু সালাম → মালিক → ওয়াহব ইবন কাইসান → জাবির → নবী ﷺ:

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً , فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ , فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ

"যে ব্যক্তি একটি রাকআত পড়ল এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি — তার সালাত হয়নি, তবে যদি সে ইমামের পেছনে হয়, তাহলে (হয়েছে)।"[73]

ইবনু উমার বলেন, "ইমামের কিরাআত তোমার জন্য যথেষ্টঃ

📖 তাহাওয়ী বর্ণনা করেছেন:

আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু মারযূক, তিনি বলেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওহব, তিনি বলেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দিনার

---

[72] সুনান তিরমিযী ৩১৩।

[73] তাহাবী, ওফাত ৩২১ হি, শারহু মাআ'নিল আছার, হাদিস ১৩০০, আলামুল কুতুব। মোট খন্ড ৫।

থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (رضي الله عنهما) থেকে, তিনি বলেন:

يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

“ইমামের কিরাআত তোমার জন্য যথেষ্ট।” [74]

📖 রেওয়ায়াত:

ইমাম তাহাবী বলেন, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন দাউদ, তিনি বলেন: আমাদেরকে হাদীস বলেছেন ইউসুফ ইবনু আদি, তিনি বলেন: আমাদেরকে হাদীস বলেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনু আমর, তিনি আয়ূব থেকে, তিনি আবু কিলাবা থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ , ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : **أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَسَكَتُوا فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلَ , قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا**

“রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন, তারপর কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে (মুসল্লিদের দিকে) তাকিয়ে বললেন: *‘তোমরা কি কিরাআত করছো, অথচ ইমামও কিরাআত করছেন?’* তারা চুপ থাকলো। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারা বললো: ‘হ্যাঁ, আমরা তাই করি।’ তখন তিনি বললেন: *‘তোমরা এমন করো না।’*

📖 ইমাম আবু জাফর (الطحاوي رحمه الله) বলেন:

“আমরা যে হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি, সেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, নবী ﷺ-এর থেকে যা উবাদাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে ভিন্নতা রয়েছে। আর যখন এসব রেওয়ায়াতে মতভেদ দেখা দিল

[74] শারহু মাআ’নিল আছার, হাদিস ১৩১৮

— তখন আমরা ‘তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ (نَظَر) এর মাধ্যমে এর হুকুম নির্ধারণ করতে চাইলাম।

আমরা দেখলাম, সব আলেমই একমত — যদি কেউ ইমামের কাছে আসে এবং ইমাম তখন রুকুতে থাকে, সে তখন তাকবীর বলে রুকুতে চলে যায় — এবং সেই রাকাআতটি তার জন্য গণ্য হয়, যদিও সে ঐ রাকাআতে কিছুই কিরাআত করেনি।

📌 সুতরাং যখন এমন করায় সালাত শুদ্ধ হলো,

👉 হয়তো এটা ‘ضرورت’ (অবস্থার চাপে) কারণে বৈধ হলো,

👉 অথবা, এটা এই কারণে বৈধ হয়েছে যে, ইমামের পেছনে কিরাআত ফরজ নয়।

আমরা পরখ করে দেখলাম — আলেমরা একমত যে, যে ব্যক্তি রুকুতে ইমামের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, কিন্তু তাকবীর না বলে রুকুতে চলে যায় —তার সেই রাকাআত গণ্য হবে না, যদিও তার অজুহাত থাকে — ‘রাকাআত মিস হয়ে যাবে’ এই ভয়।

অতএব, তাকবীর এবং দাঁড়িয়ে যাওয়াটা (قيام) সালাতের ফরজ অংশ, যা ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না — যে অবস্থাই হোক না কেন (দরকার থাকুক বা না থাকুক)।

📌 কিন্তু কিরাআতের বিষয়টি এই রকম নয় — এটা তো রুকু-পূর্ব সময়ে প্রয়োজনে বাদ যায়।

👉 তাই, এটা ফরজ নয় বলে প্রমাণিত হয়। এটি ফরজের গোত্রভুক্ত নয় বলে বোঝা যায়, এমনকি সাধারণ অবস্থাতেও।

✅ এবং এটাই হলো ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (رحمهم الله)-এর মতামত। [75]

📌 **আমি বলি:**

"তাহাওয়ী, একাধিক হাদীস ও আছার (সাহাবিদের বক্তব্য) উল্লেখ করার পর বলেন:

فَهَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ , قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের এই জামাত, তারা সবাই একমত হয়েছেন যে—

👉 ইমামের পেছনে কিরাআত করা যাবে না (এবং তারা তা ত্যাগ করেছেন)।

আর তারা যা বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়েছে সেসব হাদীসও যেগুলোর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এবং এই বিষয়ের পক্ষে আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো (نَظَر) সাক্ষ্য দিয়েছে। তাই, তারা যা বলেছেন — সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য, সে তুলনায় যেসব মত তার বিরোধিতা করেছে।" [76]

📝 আমি বলি:

"এই বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ, তবে আমরা এই সামান্য অংশেই সন্তুষ্ট হচ্ছি। এতে কোনো জাল বা দুর্বল হাদীস উল্লেখ হয়নি। আর ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله)-এর মাযহাব— কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমাণিত। সুতরাং, মুকতাদীর (যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে

[75] শারহু মাআ'নিল আছার, হাদিস ১৩০২

[76] শারহু মাআ'নিল আছার, হাদিস ১৩১৮ এর পর, ১/২২০।

সালাত আদায় করছে) জন্য ইমামের পেছনে কিরাআত করা আবশ্যক নয়।
শুরুতে হোক বা শেষে, সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর জন্য।”

রাফউল ইয়াদাইন

নামাযে হাত উঠানো (رفع اليدين) সুন্নত।" তবে ইমামদের মধ্যে ইফতিতাহ (তাকবীরে তাহরিমা)-র পর অন্যান্য অবস্থায় হাত উঠানো বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেক ইমামেরই রয়েছে সুন্নাহ থেকে দলীল। আমরা তাদের সকলকে পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করি, কারণ তাঁরা শরীয়তের ক্ষেত্রে সম্মানিত ও মর্যাদাবান।
আর ইমামুল আঈম্মাহ (ইমাম আবু হানিফা)-এর মতে,
হাত তোলা হবে কেবল একবার — তাকবীরে তাহরিমার সময়।

রাফউল ইয়াদাইন সাথে প্রকারঃ

(১) ইমাম মুসলিম বলেন, জাবির ইবনু সামুরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺفَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ "

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের হাত উঠাতে দেখি কেন? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করো, (নড়াচড়া করো না)। [77]

📌 আমি বলি:
ইমাম নববী (رحمه الله) তাঁর গ্রন্থ "আল-মাজমু'"–এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله)-এর মতের পক্ষে দলীলস্বরূপ

[77] মুসলিম, হাদিস ৪৩০।

👉 যে, সালাতে হাত তোলা (রাফউল ইয়াদাইন) হবে কেবল একবারই,

👉 অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরিমার সময় — তারপর আর নয়। [78]

(২) সহীহ সুনান আবী দাউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺقَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً

আমি কি তোমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত কিরূপ ছিল তা শিক্ষা দেব না? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং তাতে কেবলমাত্র একবার হাত উত্তোলন করলেন। [79]

ইমাম আইনী উমদাতুল ক্বারী শারহে বুখারীতে বলেন,

وَإِسْنَادُ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ صَحِيْحٌ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ

আসিম ইবনু কুলাইব-এর (উপরুক্ত) হাদীস ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।”[80]

(৩) সহীহ সুনান আবী দাউদ, বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ " وَفِي لَفْظٍ "مَرَّةً وَاحِدَةً "

অতঃপর তিনি শুধুমাত্র প্রথমবারই একবার হাত উঠিয়েছেন। কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন, তিনি শুধুমাত্র একবার হাত উঠান। [81]

---

[78] ইমাম নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহাজ্জাব ৩/৪০০।

[79] সহীহ সুনান আবী দাউদ, হাদিস ৭৪৮।

[80] উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৪।

[81] সহীহ সুনান আবী দাউদ, হাদিস ৭৫১। (হাদিস বিডি ৭৫০)

(৪) সহীহ সুনান আবী দাউদ, বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আরম্ভকালে দুই হাত উপরের দিকে প্রসারিত করে উঠাতেন। [82]

(৫) তিরমিযি শরীফে এসেছে, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন " باب ما جاء أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة" – এই অধ্যায়ে:

আলকামা বলেন:

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ

أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ .

"আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাত দেখিয়ে না পড়াই?" তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং শুধু প্রথমবারেই হাত তুললেন, এরপর আর তোলেননি।

তিরমিযি বলেন: এই باب এ বারা ইবনু 'আযিব থেকেও হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা তিরমিযি বলেন: ইবনু মাসউদের হাদীসটি হাসান (ভালো) হাদীস।

এবং এই মতের ওপর সাহাবি ও তাবেঈনদের অনেকেই একমত। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফার আলিমগণের মত। [83]

(৬) সহীহ সনদে মুসনাদ হুমাইদিতে রয়েছে,

হুমাইদী বলেন: আমাদেরকে যুহরী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে সালিম ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

---

[82] সহীহ সুনান আবী দাউদ, হাদিস ৭৫৩।

[83] সুনান তিরমিযী, হাদিস ২৫৭।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি সালাত শুরু করতেন, তখন তিনি দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকু করতে চাইতেন, তখনও (হাত উঠাতেন)। কিন্তু যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন আর হাত উঠাতেন না, আর না দুই সিজদার মাঝে। [84]

(৭) ইমাম আবু হানিফার মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণিত:

আবু হানিফা বলেন: আমাদেরকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তারা ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَعُودُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

নবী করীম ﷺ কেবলমাত্র সালাত শুরু করার সময় হাত তুলতেন, এবং তার পর আর কখনো তা পুনরায় করতেন না। [85]

---

[84] মুসনাদ আল-হুমাইদি, আহাদিসু আব্দিল্লাহ ইবনে উমার, ১/৫১৫, হাদিস ৬২৬।

[85] আল-খাওয়ারিজমী ৬৬৫ হি, জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আজম, ১/৩৫২-৩৫৩, দারুল মাআরিফ, হিন্দ, ১৩৩২ হি।

মুসনাদ আবী হানীফা, রেওয়ায়েতে হারিসী, পৃ ১৪৪, নাম্বার ৩৭৪। দারুল কুতুব। ২০০৮ ইং।

মুসনাদ আবী হানীফা, রেওয়ায়েতে হাসকাফী, নাম্বার ১৮।

উমদাতুল কারী ৫/২৭৩।

শারহে মাআনিল আছার ১/২২৫, হাঃ ১৩৫৩।

(৮) তাহাবি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন:

মুজাহিদ বলেন:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى مِنَ الصَّلَاة

আমি ইবনু উমর–এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময়ই হাত তুলতেন, সালাতের অন্য কোনো অংশে হাত তোলেননি। [86]

আইনী বলেন, তাহাবী সহীহ সনদে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। [87]

(৯) তাহাবি সহীহ সনদে আরো বর্ণনা করেছেন:

আসিম ইবনে কুলাইব তার পিতার সূত্রে বলেন:

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ , ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সালাতের প্রথম তাকবীর দেওয়ার সময় হাত তুলতেন, এরপর আর হাত তুলতেন না। [88]

আমি বলি:

মুহাম্মাদ আল-খিদর আশ-শানকীতী তাঁর গ্রন্থ *"কাওসারুল মাআনিদ দারারী ফি কাশফি খাবায়া সহীহিল বুখারী"*–তে বলেন:

"এই সনদটি সহীহ, মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী। এবং এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রুকু ও উঠার সময়) হাত তুলতে দেখতেন, তবে তিনি নিজে তা পরিত্যাগ করতেন না, অবশ্যই এটা তখনই সম্ভব, যখন তাঁর নিকট এ বিষয়ে 'নাসখ' (রদ হওয়া) প্রমাণিত হয়েছিল —

---

[86] শারহে মাআনিল আছার ১/২২৫, হাদিস ১৩৫৭।

[87] উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৩।

[88] শারহে মাআনিল আছার ১/২২৫, হাদিস ১৩৫৩।

অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া অন্য সময় হাত তোলার বিধান রহিত হয়ে গিয়েছিল। [89]

(১০) ইমাম আইনী উমদাতুল কারীতে বলেন,

আর প্রতিপক্ষ যে 'হাত উত্তোলনের' হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে, তা আসলে ইসলাম শুরুর দিকে ছিল, পরে তা রহিত হয়েছে। এর প্রমাণ হলো: আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর এক ব্যক্তিকে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় নামাজে হাত তুলতে দেখেন। তখন তিনি বললেন:

"এটা করো না, কেননা এটা এমন একটি কাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সময় করেছেন, পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন।"

'রহিত হওয়ার' বিষয়কে সমর্থন করে ইমাম তাহাবীর সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস। মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ

"আমি ইবনু উমরের পেছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি নামাজে শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময়ই হাত তুলেছেন।"

তাহাবী বলেন:

فَهذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأى النَّبِيَّ ﷺفَعَلَه

"ইবনু উমর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাই করতে দেখেছেন। [90]

---

[89] আশ-শানকীত্বী, ওফাত ১৩৫৪ হি, কাওসারুল মাআনিদ দারারী ফি কাশফি খাবায়া সহীহিল বুখারী, ৯/১০৭, আর-রিসালাহ, বৈরুত। মোট খন্ড ১৪।

[90] উমদাতুল ক্বারী শারহে বুখারী ৫/২৭৩

আমি বলি: রহিত হওয়ার (নাসখ) বিষয়কে সমর্থন করে জাবির ইবনু সামুরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)র হাদীস, যা সহীহ মুসলিম-এ আছে। এছাড়াও আরও অনেক সহীহ হাদীস আছে, যেগুলো আমি ‘‘হাত তোলা শুধু একবার’’ (তাকবীরুত তাহরীমার সময়) – এই মসআলার আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

(১১) আবু ইয়ালার মুসনাদে "হাসান লিগাইরিহি" সনদে এসেছে (অন্য সহায়ক সূত্রের কারণে), আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা.) বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)র সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তারা কেউই হাত উঠাননি, শুধুমাত্র নামাজ শুরুর (তাকবীরাতুল ইহরাম) সময় ছাড়া। আর মুহাম্মদ (বর্ণনাকারী) বলেছেন: তারা প্রথম তাকবীরের পর আর কখনো হাত উঠাননি। [91]

ইমাম আওযায়ি ও ইমাম আবু হানিফার মধ্যে বিতর্ক:

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন: আবু হানিফা ও আওযায়ি মক্কায় দারুল হান্নাতিন নামক স্থানে একত্রিত হলেন।

[91] মুসনাদ আবূ ইয়ালা আল-মাউসিলী, ৭/২১৮, হাদিস ৫০৩৯, দারুল হাদিস, কায়রো।

আওযায়ি বললেন: আপনারা রুকু ও রুকু থেকে ওঠার সময় কেন হাত উঠান না?

আবু হানিফা বললেন: আমরা এটি করি না, কারণ এই বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সহীহ হাদীস সাব্যস্ত হয়নি।

আওযায়ি বললেন: কীভাবে সহীহ নয়? আমি তো যুহরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, আর তিনি তার পিতা ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন — যে রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ শুরু করার সময়, রুকু করার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাতেন।

আবু হানিফা বললেন: আমাদের কাছে হাদীস এসেছে হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, আর তাঁরা ইবনে মাসউদ থেকে — যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময়ই হাত উঠাতেন, এরপর আর তোলেননি।

আওযায়ি বললেন: আমি আপনাকে যুহরী → সালিম → ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করছি, আর আপনি বলছেন হাম্মাদ → ইবরাহীম!

আবু হানিফা বললেন: হাম্মাদ যুহরীর চেয়ে অধিক ফকীহ (জ্ঞানী), ইবরাহীম সালিমের চেয়ে অধিক ফকীহ, আলকামা ইবনে উমরের চেয়ে কম নয়, যদিও ইবনে উমরের সাহাবিয়্যাতের ফজিলত আছে, তবে আসওয়াদেরও অনেক ফজিলত আছে। আর আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) তো নিজেই আব্দুল্লাহ!

এ কথা শুনে আওযায়ি চুপ করে গেলেন। [92]

---

[92] মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা, হারিছীর রেওয়ায়াত, পৃঃ ১৪৪, আছার ৩৭৪। দারুল কুতুব আল-ইল্মিয়্যাহ।

-মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা, হাস্কাফীর রেওয়ায়াত, আছার ১৮।

-জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আজাম লিল খাওয়ারিযমী, পৃঃ ৩৫৩ – ৩৫৩।

নীরবে আমিন বলা সুন্নাত

ফিকহী বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যপূর্ণ মাসআলা হলো: "আমীন" বলা গোপনে বলা সুন্নত, না জোরে (জাহর) বলা সুন্নত?
এই বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ইমামুল আইম্মাহ (হানাফি মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা رحمه الله) তিনি গোপনে "আমীন" বলা (الإِسْرَارُ بِهِ) কে সুন্নত হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও মালাইকাহর 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হয়। [93]

আমি বলি: এই হাদীস থেকে ইমাম বুখারীর ফিকহ হচ্ছে, ইমাম "আমীন" বলবেন জোরে।
কিন্তু এই হাদীস দ্বারা কখনোই এটি স্পষ্ট হয়নি যে, "আমীন" জোরে বলাটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।
আর এই হাদীস এবং এর পরবর্তী হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (ইমামুল মুসলিমীন) এর নিকট "আমীন" গোপনে বলার সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়।

93 বুখারী ৭৮০। মুসলিম ৪১০।

সুতরাং ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) মূলত হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকহ বুঝার ক্ষেত্রে, নবী ﷺ-এর হাদীস নিয়ে নয়।
আর "আমীন" বলার সুন্নত হওয়া নিয়ে তো কোন ফিকহী ইমাম বা আলেমের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। আল্লাহ আমাদের ও তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, আমীন।

বলা হয়: "যদি ইমাম 'আমীন' জোরে না বলেন, তাহলে তো মুকতাদির পক্ষে তার সঙ্গে একসঙ্গে 'আমীন' বলা সম্ভব হতো না?"
উত্তরে আমরা বলি: দ্বিতীয় হাদীসেই [94] এর জবাব আছে , "যখন ইমাম বলেন: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾, তখন তোমরাও বলো: 'আমীন'।"
অর্থাৎ, ইমামের উচ্চারণ শোনা ছাড়াও তার ক্বিরাতের অংশ শেষ হওয়ার পরেই মুকতাদী 'আমীন' বলবে, তাই ইমামের 'আমীন' জোরে বলাই প্রয়োজন—এমন কথা সঠিক নয়।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

"যখন ইমাম বলেন: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾, তখন তোমরাও বলো: 'আমীন'।" কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও মালাইকাহর 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হয়। [95]

[94] বুখারী ৭৮২। মুসলিম ৪১০।
[95] বুখারী ৭৮২। মুসলিম ৪১০।

আমি বলি: বিষয়টি যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এই হাদীসের ভিত্তিতে মুকতাদীর 'আমীন' জোরে বলা ইমাম বুখারীর ফিকহী ব্যাখ্যার অংশ, আর মুকতাদীর 'আমীন' চুপিসারে (ইসরা'র) বলা ইমাম নু'মান আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাব অনুযায়ী সুন্নাত।
প্রিয় নবী ﷺ এর হাদীসসমূহে এই বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ হাদীসের ফিকহ নিয়ে।

সহীহ মুসলিমঃ আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ
إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ آمِينَ . وَالْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ . فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

তোমাদের কেউ সালাতে আ-মীন' বলল এবং আকাশমণ্ডলীর মালায়িকারাও (ফেরেশতারাও) "আ-মীন' বলল। একজনের "আ-মীন' এর সাথে আরেকজনের "আ-মীন মিলে গেল। তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। [96]

তবে কখনোই হাদীসগুলোতে "জাহর" (উচ্চস্বরে বলা) শব্দ বা তার কোনো সমার্থক শব্দ উল্লেখ করা হয়নি। বরং এটি ইমাম বুখারী ও তার সমসাময়িক কিছু ইমামদের ফিকহী বিশ্লেষণ মাত্র।
এগুলোই সেই হাদীসসমূহ, যেগুলোর দ্বারা ইমাম আযম (আবু হানীফা রহ.) গোপনে 'আমীন' বলার (ইসরা'র) উপর দলীল পেশ করেছেন।

[96] সহীহ মুসলিম ৪১০।

আর ইমাম শাফিয়ী রহ. স্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি মুকতাদীরের জোরে ‘আমীন’ বলাকে পছন্দ করেন না।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) "সূরা ফাতিহা" শেষ করার পর আমীন বলার অধ্যায়ে বলেন:

"যখন ইমাম ফাতিহার পাঠ শেষ করবে, তখন সে 'আমীন' বলবে এবং তা উচ্চস্বরে বলবে, যাতে যারা তার পেছনে আছে তারা তার অনুসরণ করতে পারে। যখন সে ‘আমীন’ বলবে, তখন তারাও বলবে, এবং নিজেদের কানে শোনাবে, কিন্তু আমি পছন্দ করি না যে তারা উচ্চস্বরে বলুক।

তবে যদি উচ্চস্বরে বলেও, তাতে কিছু ক্ষতি নেই। আর যদি ইমাম ‘আমীন’ না বলে, তাহলে পেছনের মুসল্লীরা বলবে এবং তাকে শোনাবে, সম্ভবত সে স্মরণ করবে এবং বলবে। তবে তারা ইমামের ছেড়ে দেওয়ার কারণে তা ছেড়ে দেবে না, যেমন ইমাম যদি তাকবীর বা সালাম ছেড়ে দেয়, তবুও মুসল্লিদের তা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। আর যদি না ইমাম বলে, না পেছনের কেউ বলে, তবুও তাদের ওপর পুনরায় পড়া কিংবা সাহু সিজদা জরুরি নয়।

আমি পুরুষ, মহিলা কিংবা শিশু— সবাইকে, তারা জামাতে হোক বা একা হোক— আমীন বলার পক্ষে।" [97]

তাহলে ইমাম শাফিয়ীর কথার দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুছল্লী (যিনি ইমামের পেছনে নামাজ পড়ছেন) তিনি ‘আমীন’ উচ্চস্বরে বলবেন না এটাই তাঁর পছন্দ।

[97] ইমাম শাফী ২০৪ হি, আল-উম্ম, ১/১৩১, দারুল ফিকর

কিছু আছার (সাহাবাদের বর্ণনা) এসেছে 'আমীন' জোরে বলার পক্ষে, এর মধ্যে একটি হলো আতা রাহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনা — যা শায়খ আলবানী তাঁর *"تمام المنة"* গ্রন্থে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। এতে আছে:

أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺفِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ، سَمِعْتُ لَهُمْ رَجَّةً بِآمِينَ

"আমি নবী ﷺ-এর ২০০ সাহাবীকে এই মসজিদে পেয়েছি, যখন ইমাম বলতেন: 'غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ', তখন আমি তাদেরকে 'আমীন' বলায় গম্ভীর গর্জনের মত আওয়াজ করতে শুনতাম।" এটি ইসহাক আল-হানযালি বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল হাসান থেকে এবং বলেছেন: "তারা 'আমীন' উচ্চস্বরে বলতেন।" [98]

আলবানী বলেন: এই বর্ণনাটি এই শব্দে দুর্বল। এটি বাইহাকী ২/৫৯-এ খালিদ ইবনু আবি আনুফ এর সানদে বর্ণনা করেছেন, আর খালিদ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কাতারে পড়েন, কারণ কেবল ইবনু হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন, আর ইবনু হিব্বানের তাউসিকের (বিশ্বস্ততা দেয়ার) মূল্য ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইবনু কাত্তান এমন অনেককে অজ্ঞাত বলেছেন যাদের ইবনু হিব্বান তাউসিক দিয়েছেন।
তবে সংক্ষেপে একটি বর্ণনা ইবনু যুবাইর থেকে সহীহ সনদে এসেছে, যেটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। [99]

আর ইবনু যুবাইরের আছারটি **বুখারী তা'লীক হিসাবে** বুখারীতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি স্পষ্ট করেননি যে তা কুনূতের সময় ছিল নাকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে।

---

[98] বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা, ২/৮৬, হা ২৪৫৫।
[99] আলবানী ১৪২০ হি, তামামুল মিন্নাহ, পৃ ১৭৯, দারুর রায়াহ।

ইমামের জন্য 'আমীন' জোরে বলার দলীল:

নাসাঈ তাঁর *আস-সুনান আল-কুবরা* গ্রন্থে এবং তবারানী তাঁর *আল-মুআ'জাম আল-কবীর* গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন:

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ বলেন: আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আবুল আহওয়াস, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদুল জব্বার ইবনু ওয়াইল থেকে, তিনি তাঁর পিতা (ওয়াইল ইবনু হুজর) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ : آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ

"আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে নামায আদায় করেছি। তিনি যখন নামায শুরু করলেন, তখন তাকবীর বললেন এবং তাঁর দুই হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করলেন, তারপর সূরাহ ফাতিহা পাঠ করলেন। আর যখন তা শেষ করলেন, তখন বললেন: 'آمِينَ' – এবং তিনি তা জোরে ও টেনে উচ্চারণ করলেন।" [100]

আমি বলি: এই হাদীস এবং তার মতো অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ 'আমীন' বলে উচ্চারণ করতেন এবং তাঁর আওয়াজ টানতেন।

এছাড়াও প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো নিম্নস্বরে (নিঃশব্দে) বলতেন।

---

[100] নাসাঈ ৩০৩ হি, আস সুনানুল কুবরা, ১/৪৫৯, হাদিস ৯৫৫, আর-রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন। মোট খন্ড ১২।

তাবারানী ৩৬০ হি, আল-মুজামুল কাবীর ২২/২১ হাদিস ৩৫, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, কায়রো। মোট খন্ড ২৫।

তবে এইটা প্রমাণিত হয়নি যে সাহাবাগণ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين তাঁর পেছনে জোরে 'আমীন' বলতেন। আর যদি এটি প্রমাণিত হয়, তাহলে তা তিনটি জোহরি সালাতে (মাগরিব, ইশা, ফজর) মোট ছয়বার 'আমীন' বলার ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির ভাবে প্রমাণিত হওয়া উচিত ছিল।

◆ সারাংশ: নবী ﷺ কখনো জোরে, কখনো আস্তে 'আমীন' বলতেন এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে সাহাবিরা তাঁর পেছনে জোরে 'আমীন' বলেছেন – এমন কোনো নির্ভরযোগ্য, ব্যাপক এবং স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

ইমামের জন্য গোপনে (নিচুস্বরে) 'আমীন' বলার দলিল:

হাকিম তাঁর *মুস্তাদরাক* গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাকে সহীহ বলেছেন, তিনি বলেন— আলকামা ইবন ওয়াঈল, তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-র পেছনে সালাত আদায় করছিলাম, যখন তিনি বললেন:

"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"

তখন তিনি বললেন: "آمِينَ" — কিন্তু তিনি তা নিচুস্বরে বললেন।

◆ হাদীস সম্পর্কে হাকিম বলেন:

এটি সহীহ হাদীস, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে, কিন্তু তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।

◆ যাহাবী বলেন: এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। [101]

আমরা বলি: 'আমীন' বলা সুন্নত — এতে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ হলো, জোরে বলাটা সুন্নত, না কি আস্তে বলাটা সুন্নত — এই বিষয়ে।

---

[101] হাকিম ৪০৫ হি, আল-মুসতাদরাক, ২/২৫৩ হাদিস ২৯১৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মোট খন্ড ৪।

◆ সারকথা: নবী ﷺ থেকে প্রমাণ আছে যে, তিনি গোপনে 'আমীন' বলেছেন, এবং এটি সহীহ সূত্রে এসেছে। সুতরাং ইমামের জন্য গোপনে বলা — শক্তিশালী মত।

আইনী বলেন:

আমাদের হানাফি মাযহাবের আলিমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন ঐ হাদীস থেকে, যা বর্ণনা করেছেন — ইমাম আহমদ [102], আবু দাউদ আত-তায়ালিসী [103], আবু ইয়ালা আল-মাওসিলী তাদের মুসনাদে,

---

[102] **قال أحمد:** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلٍ، أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ، مِنْ وَائِلٍ قَالَ :صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ " :آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ (**مسند الإمام أحمد**، حديث 18854، الرسالة) صحيح الإسناد

[103] حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ - وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ - أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ، خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود (ت ٢٠٤ هـ) ، **مسند أبي داود الطيالسي** ، وحديث وائل بن حجر عن النبي ﷺ ، ج2 ص360، حديث 1117، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر – مصر الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء: ٤)

তাবরানী তার মু'জাম-এ [104], দারাকুতনী তার সুনানে [105], এবং হাকিম তার মুসতাদরাকে — আলকামা ইবনু ওয়াঈল-এর মাধ্যমে, তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন:

صَلى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّين قَالَ: آمين، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَه . وَلَفْظُ الْحَاكِمِ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ : وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَه . وَقَالَ :حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

---

[104] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّيُوطِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ "صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ" (أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، **المعجم الكبير** ، باب الواو حجر بن العنبس، عن علقمة بن وائل ، ج22 ص 9 حديث 3، مكتبة ابن تيمية – القاهرة، عدد الأجزاء:٢٥)

[105] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ , عَنْ عَلْقَمَةَ , ثنا وَائِلٌ , أَوْ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ: " {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] " , قَالَ: آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ , وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

كَذَا قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ , وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ , وَمُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَغَيْرَهُمَا , رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ , فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَهُوَ الصَّوَابُ (الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، **سنن الدارقطني** ، ج2 ص128، كتاب الصلاة باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ، حديث 1270، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٥)

"তিনি নবী ﷺ–এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। যখন তিনি পৌঁছালেন:

"غَيْرِ المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"

তখন তিনি বললেন: "آمين", কিন্তু তা তাঁর আওয়াজকে গোপন করলেন।

আর হাকিম তার 'কিতাবুল কিরা'আত'-এ এই হাদীসের শব্দ উল্লেখ করেন:

"وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ" — *তিনি এতে (آمين) নিজের আওয়াজ নিচু রাখলেন।*

হাকিম বলেন: এটি সহীহ সনদের হাদীস, যদিও বুখারী ও মুসলিম তা গ্রহণ করেননি। [106]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (মৃত্যু: ১৮৯ হিজরি) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "আল-আছার"-এ বলেন:

"আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবু হানীফা, যিনি (খবর পেয়েছেন) হাম্মাদ থেকে, যিনি (খবর পেয়েছেন) ইবরাহীম (নাখাঈ) থেকে, তিনি বলেনঃ

أَرْبَعٌ يُخَافِتُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وآمِينَ "

চারটি জিনিস ইমামের জন্য গোপনে/আস্তে পড়া সুন্নত:

1. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ –"হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আপনার প্রশংসা সহকারে"

[106] উমদাতুল ক্বারী ৬/৫০

2. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম – শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া
3. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ –বিসমিল্লাহ
4. آمِين –আমীন

ইমাম মুহাম্মদ বলেন:

وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

"আমরাও এইরকমই আমল করি, এবং এটাই ইমাম আবু হানিফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)র মত।" [107]

ইমাম আবদুর্ রজ্জাক (মৃত্যু: ২১১ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "আল-মুসান্নাফ"-এ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন:

মা'মার — তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ — এবং তিনি ইব্রাহীম আন-নাখাই থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ، وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"চারটি জিনিস ইমামকে আস্তে পড়া উচিত:

1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
2. الاستعاذة (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম)
3. آمِين

[107] মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী, আল-আছার, ১/৬২ নাম্বার ৮৩, হায়দারাবাদ।

4. যখন ইমাম বলেন: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ — তখন ইমাম বলেন: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (এটিও আস্তে)" [108]

আবদুর রজ্জাক — বর্ণনা করেন আস-সৌরী থেকে — তিনি মনসুর থেকে — এবং তিনি ইব্রাহীম আন-নাখাই থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

خَمْسٌ يُخْفَيْنَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَآمِينَ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"পাঁচটি জিনিস গোপনে (আস্তে) পড়া উচিত:

1. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ(সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক)
2. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম (التعوذ)
3. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
4. آمِينَ
5. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"[109]

তাবরানী তহযীবুল আছার গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

আবু বকর ইবনু আইয়াশ, আবু সাঈদ এর মাধ্যমে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

---

108 আব্দুর রাজ্জাক, ২১১ হি, আল-মুসান্নাফ, ২/৮৭ নাম্বার ২৫৯৬। ২/৩৭৫ নাম্বার ২৬৭৬, আল-মাজলিসুল ইল্মী

[109] আল-মুসান্নাফ ২/৩৭৫ হা ২৬৭৭

لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بآمين

“উমর ও আলি (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) কখনো بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) এবং آمِينَ(আমীন) জোরে (উচ্চস্বরে) পাঠ করতেন না।” [110]

তাবরানী আল-মু'জাম আল-কবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-হাদরামী, তিনি বলেন: আমাদেরকে আহমাদ ইবনু ইউনুস হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবু বকর ইবনু আঈয়্যাশ হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি আবু সা'দ আল-বাক্কাল এর মাধ্যমে, তিনি আবু ওয়াঈল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِآمِينَ

“আলী (রাঃ) এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম), আউযু (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম) এবং آمِينَ —এ তিনটিই জোরে পাঠ করতেন না।”[111]

[110] উমদাতুল ক্বারী ৬/৫১-৫২।

[111] আল-মুজামুল কাবীর ৯/২৬২, নাম্বার ৯৩০৪।

হাইসামী (الهيثمي) বলেন:

“এটি তাবরানী আল-মু‘জাম আল-কবীর-এ রেওয়ায়েত করেছেন। এতে আবু সা‘দ আল-বাক্কাল রয়েছেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত (ثقة) তবে তদলিসকারী (مدلس)।” [112]

ইবনু তুরকুমানী *জাওহারুন্নকী ফির রাদ্দি আলাল বাইহাকী* গ্রন্থে বলেন:
"সঠিক হল এই যত ‘জোরে আমীন বলা’ ও ‘আস্তে আমীন বলা’—এই দুটি হাদীসই সহীহ, এবং এই উভয় আমল অনুসরণ করেছেন উলামাদের একটি একটি দল।
আর যদিও আপনি স্বাধীন হোন তাইলে আস্তে আমীন বুলন, কারণ সাহাবা ও তাবিঈনদের অধিকাংশই এমনি করেই আমল করেছেন।[113]

সারসংক্ষেপঃ
আমি বলি: সাবধানী ও গভীর গবেষণার পর আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ মাঝে মাঝে ‘আমীন’ জোরে বলতেন, তবে নিচু স্বরে, যাতে তাঁর পেছনের প্রথম কাতারে থাকা সাহাবীরা শুনতে পেতেন, কিন্তু তিনি চিৎকার করতেন না, এবং এটি নিয়মিত করতেন না।
যদি তিনি এটি নিয়মিত করতেন, তাহলে তা রাকাআতের সংখ্যার মত পরিপূর্ণ তাওয়াতুরে (ধারাবাহিকভাবে) আমাদের কাছে পৌঁছত।

[112] মাজমাউজ্জাওয়াইদ, হা ২৬৩২।
[113] জাওহারুন্নকী ফির রাদ্দি আলাল বাইহাকী ২/৫৮, দারুল ফিকর

সম্ভবত তিনি তা শিক্ষার উদ্দেশ্যে করেছেন, যেমনটি বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যাকারী ইঙ্গিত করেছেন।
আর এমন কোনো সহীহ প্রমাণ নেই যে, নবী ﷺ সাহাবীদেরকে 'আমীন' জোরে বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

📌 মূল বক্তব্য: নবী ﷺ মাঝে মাঝে 'আমীন' বলতেন জোরে কিন্তু নিচু স্বরে, শিক্ষা দিতে হতে পারে; তবে তিনি কখনো সাহাবীদের জোরে বলার আদেশ দেননি। অতএব, ইমামের জন্য গোপনে বা নিচুস্বরে 'আমীন' বলাটাই অধিক শক্তিশালী মত।

যদি বলা হয়: নবী ﷺ এর এই বাণী

"إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا"

"যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলো" — এটি জোরে আমীন বলার নির্দেশ দেয়,

আমি বলি: তাহলে আপনারা এ কথার কী অর্থ করবেন — নবী ﷺ বলেছেন:

১. *"যখন ইমাম তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলো।"*
→ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ বলেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، **فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا**، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، **وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ**. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ".

"নিশ্চয়ই ইমামকে অনুসরণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তাই যখন সে তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বলো,

যখন সে রুকু করে, তোমরাও রুকু করো, যখন সে বলে: 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه' — তখন বলো: 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' ..."[114]

২. *"যখন ইমাম বলে: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه, তখন বলো: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"*

৩. *"তোমরা মুয়াযযিন যা বলে, তা-ই বলো"*
→ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"যখন তোমরা আযান শোনো, তখন মুয়াযযিন যা বলছে, তোমরাও তা-ই বলো।" [115]

সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত:
তথ্যগতভাবে والله أعلم ইমামের পেছনে নামাজে গোপনে নীরবে 'আমীন' বলা সুন্নত।
আর কখনো কখনো শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিচুস্বরে 'আমীন' একটু জোরে বলা বৈধ — যেমন "বিসমিল্লাহ" জোরে পড়া কখনো শিক্ষা বা জানানোর উদ্দেশ্যে করা হতো।
☝ অতএব: নবী ﷺ এর "فأمّنوا" বা "তোমরাও আমীন বলো" — এটি জোরে বলার নির্দেশ নয়, ঠিক যেমন তিনি বলেছেন "فكبّروا" বা " فقولوا مثل ما يقول المؤذن"—কেউ এই কথা বলে না যে এসব কথাও সবসময় জোরে বলতে হবে।
☞ তাই আমীন বলা সুন্নত, কিন্তু জোরে বলা সুন্নত নয়, বরং নীরবে নিঃশব্দে বলা সুন্নাত। ওয়াল্লাহু আলামু।

---

[114] বুখারী ৭৩৪।
[115] বুখারী ৬১১, মুসলিম ৩৮৩।

দ্বোয়াদ বে জ্বোয়া পড়া

শাইখ মুতীঈউর রহমান আল-হিন্দি আদ-দামামী বলেন:
"দ্বাদ (ض) ধ্বনি তা (ط) এবং দাল (د) এর চেয়ে ঝা (ظ) এর কাছাকাছি। আশরাফ আলী তাহানভী-এর তাজবীদের ওপর একটি বই রয়েছে—যদিও তাঁর আকীদার ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু ভুল আছে, ইনশাআল্লাহ আমি পরবর্তীতে তা সংশোধনের নিয়তে উল্লেখ করব—এই বইয়ের নাম "জামালুল কুরআন"। এটি একটি ভালো বই। সেখানে তিনি এই কথা উল্লেখ করেছেন যা আমি বলেছি। এমনও হতে পারে যে, এই বিষয়টি অন্য কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না।
তিনি লিখেছেন, ভারত উপমহাদেশে (ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান) অনেকেই দ্বাদ উচ্চারণে ভুল করে থাকেন। তারা এটি জীম, ঝা, তা ও দাল-এর মাঝখানে উচ্চারণ করে, এবং এই উচ্চারণটি ঝা (ظ)-এর কাছাকাছি হয়—এটাই সঠিক উচ্চারণ।
(এই বিষয়ে ভিডিও আমাদের কাছে আছে এবং অনলাইনেও পাওয়া যায়)

আমি বলি: এই "জ্বোয়া-সদৃশ দ্বোয়াদ" এর ফিতনা ভারতবর্ষে মুছে ফেলা হয়েছিল [116], আর এখন আদ-দামামী সেটাকে দামামে পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছেন!! তিনি এই বিষয়ে এক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। এটা কুরআন এবং মুসলিমদের "হিন্দিকরণ"-এর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

[116] মুরশিদুনা আল্লামা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ সিলেট জগন্নাথপুরের সৈয়দপুরে রক্ত দিয়ে এই ফিতনাকে মুকাবেলা করেছিলেন। যারা দ্বোয়াদ মুশাব্বাহা বিজ জ্বোয়া মতের প্রবক্তা ছিলেন তারা তো আজো আছেন কিন্তু কারো কি সাহস আছে দলীল দিয়ে মুকাবেলা করবেন? নাই। বরং তারা নিজেরাই এই মতকে ত্যাগ করেছেন।

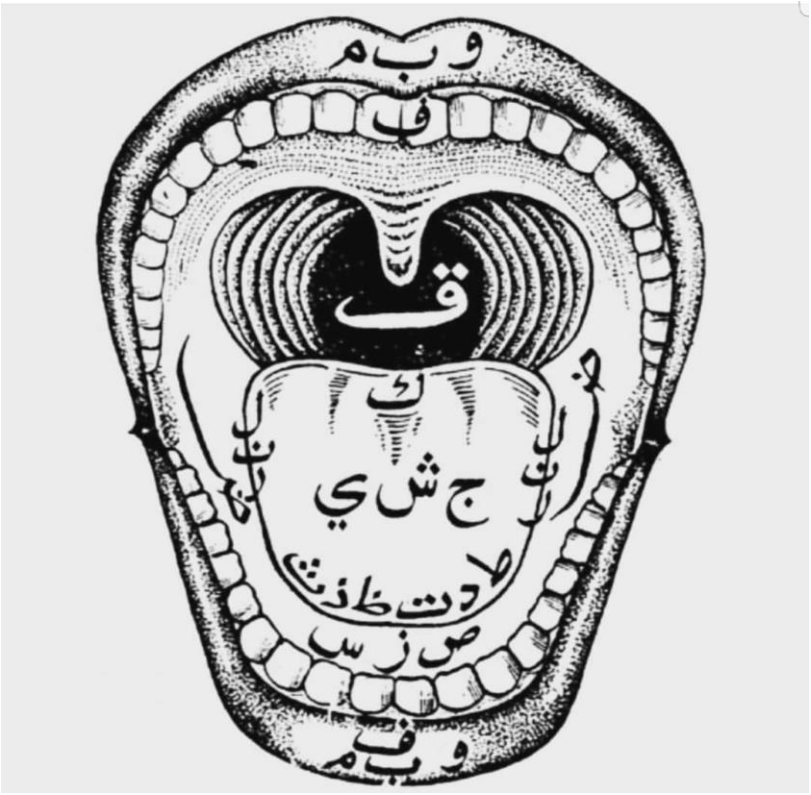
আরও কিছু লোক এ কথা বলে থাকে যে, দ্বোয়াদ ও জ্বোয়া—এই দুটি অক্ষর সব গুণে একই, শুধু একটি গুণ (ইস্তিতালা বা দীর্ঘতা) ছাড়া। **আমি বলি:** যদি এটাই যুক্তি হয়, যে তারা অধিকাংশ গুণে একরকম, তাহলে এমন অনেক হরফ আছে যারা সব গুণেই মিল থাকে, এমনকি মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থানেও একই, তবুও তারা স্বতন্ত্র ও পৃথক হরফ হিসেবে গণ্য হয়, উচ্চারণেও তারা একে অপরের অনুরূপ নয়।

অতএব: নীচের চিত্র দেখুন, কত হরফ সব গুণে মিল আছে, তবুও তারা একে অপরের মতো নয়। তাহলে দ্বোয়াদ—যা সব গুণে মিলেও না—কেন তাকে অনুরূপ করে ধরা হবে?

الحروف المتحدة في الصفات						
الحروف	الصفات					
ج	جهر	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	قلقلة
د	جهر	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	قلقلة
ت	همس	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	
ك	همس	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	
و	جهر	رخوة	استفال	انفتاح	إصمات	لين
ي	جهر	رخوة	استفال	انفتاح	إصمات	لين
م	جهر	توسط	استفال	انفتاح	إذلاق	غنة
ن	جهر	توسط	استفال	انفتاح	إذلاق	غنة
ض	جهر	رخوة	استعلاء	إطباق	إصمات	استطالت
ظ	جهر	رخوة	استعلاء	إطباق	إصمات	XXX

“আর এই চিত্রের দিকে তাকান —কত হরফ আছে যাদের উচ্চারণস্থল (مخرج) এক হলেও তারা একে অপরের মতো নয়।

আর দ্বাদ (ض) ও ঝা (ظ) তো উচ্চারণস্থলেই ভিন্ন, তবুও—যেখানে গুণেও ও উচ্চারণস্থলেও পার্থক্য—তাকে জ্বোয়া'র মতো বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে! এটাই তো 'কুরআনের হিন্দিকরণ' (تهنيد القرآن)। বাংলাদেশে এটি সফল হয়নি, ইনশাআল্লাহ বিশ্বজুড়েও সফল হবে না।"



ইমাম সীবওয়াইহ (মৃত্যু: ১৮০ হিজরি) -এর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-কিতাব" এ বলেনঃ

وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف غير مستحسنةٍ ولا كثيرةٍ في لغة من ترتضي عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر؛ وهي:

الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، **والضاد الضعيفة**، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء.

আরবি ভাষায় (উচ্চারণ ও ধ্বনি হিসেবে) মোট ৪২টি ধ্বনি পাওয়া যায়, যার মধ্যে কিছু ধ্বনি আছে যেগুলো **সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নয়**, যদিও কিছু আরব গোত্রের ভাষা গ্রহণযোগ্য ধরা হয়। কিন্তু এসব ধ্বনি **কুরআন তেলাওয়াত বা কবিতায়** ব্যবহারযোগ্য নয়। সেগুলো হলো:

1. জীম ও কাফের মাঝামাঝি এক ধরনের কাফ,
2. একটি জীম, যা কাফের মতো শোনায়,
3. একটি জীম, যা শীনের মতো শোনায়,
4. **দুর্বল দ্বোয়াদ,**
5. সাদ, যা সীনের মতো উচ্চারিত হয়,
6. তা, যা তায়ের মতো শোনায় (ফারাক নেই),
7. যা, যা সা-এর মতো শোনায়,
8. বা, যা ফা-এর মতো শোনায়। [117]

ما هي الضاد الضعيفة:

"দ্বোয়াদ দুর্বল" বলতে কী বোঝায়?

রুকনুদ্দীন আল-ইসতরাবাযী (মৃত্যু: ৭১৫ হিজরি) ইবনুল হাজিব-এর "শাফিয়া" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন:

---

[117] সীবওয়াইহ (মৃত্যু: ১৮০ হিজরি), "আল-কিতাব" ৪/৪৩২

الضاد الضعيفة: هذه الضاد من لغة قوم ليست في أصل لغتهم الضاد، فإذا أرادوا التكلم بها من لغة غيرهم عصت عليهم، فأخرجوها ظاء

"দ্বোয়াদ দুর্বল" বলতে এমন একটি দ্বোয়াদ বোঝায় যা এমন কোনো সম্প্রদায়ের ভাষার অংশ, যাদের মাতৃভাষায় দ্বোয়াদ মূলত নাই। তারা যখন অন্যদের ভাষা থেকে দ্বোয়াদ উচ্চারণ করতে চায়, তখন এটি তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তারা তা **যা** (ظ) দিয়ে উচ্চারণ করে ফেলে।

কারণ তারা এটি জিহ্বার প্রান্ত ও সামনের দাঁতের কিনারা দিয়ে উচ্চারণ করে।

কখনো কখনো তারা দ্বোয়াদের মূল উচ্চারণস্থল থেকে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সফল হয় না। ফলে এটি দ্বোয়াদ **ও যা (ظ)** এর মাঝামাঝি এক উচ্চারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, তারা **"ضَرَبَ"** (দারাবা – আঘাত করেছে) শব্দটিকে **"ظَرَبَ"** (জারাবা) বলে ফেলে।

সংজ্ঞা অনুযায়ী: "দ্বোয়াদ দুর্বল" হলো এমন দ্বোয়াদ যা এর সঠিক উচ্চারণস্থল থেকে ডান বা বাম দিকে সরে যায়। কেননা দা'দের সঠিক উচ্চারণস্থল হলো জিহ্বার পাশের প্রান্ত এবং যেসব পেছনের দাঁতের সাথে তা মিলে যায়, উভয়ের চাপ দিয়ে উচ্চারণ হয়। যদি এটি সেই স্থান থেকে সরে যায়, তাহলে এর শক্তি ও চাপ কমে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে ভুল স্থানে, ফলে উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যায়।

এই কারণে এই উচ্চারণকে ঘৃণিত বা অপছন্দনীয় ধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। [118]

[118] শারহে শাফিয়া ইবনে হাজিব ২/৯২১-৯২২।

মাক্কী ইবনে আবি তালিব (রহঃ) (মৃ. ৪৩৭ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত কিতাব *"আর-রিআয়াহ"* তে বলেছেন:

والضاد يُشَبَّهُ لَفْظُها بلفظ الظاء لأنهما مِن حروفِ الإطباق ومن الحروفِ المُسْتَعْلِيَةِ ، ومِن الحروف المجهورة، ولولا اختلاف المخرجَيْنِ، وما في الضاد من الاسْتِطَالَة، لكان لفظهما واحدا، ولم يختلفا في السمع

"দ্বাদ (ض)-এর উচ্চারণ الظاء (যা ظ দিয়ে লেখা হয়)-এর মতো মনে হতে পারে, কারণ উভয়ই ইত্ববাক (ধাক্কাসম্পন্ন), ইস্তিআলা (উচ্চতাসম্পন্ন), এবং মজহুর (স্বরযুক্ত) হরফ। কিন্তু উচ্চারণস্থানে (مخرج) এবং ض-এর 'ইস্তিতালাহ' (অর্থাৎ দীর্ঘায়িত হওয়া)-তে পার্থক্যের কারণে—দু'টি হরফের শব্দ শ্রবণে ভিন্ন হয়।"

◈ সতর্কতা: قارئ (কারি/পাঠক) যদি ض এর পর 'আলিফ' আসে, তবে এর পরিষ্কার ফাঁটা/মোটা উচ্চারণ করা আবশ্যক। যেমন: তুমি যখন حروف (হরফ) আলাদাভাবে বলো—"صاد، ضاد"—তেমন করেই।

◈ দ্বাদ হরফটি অত্যন্ত কঠিন উচ্চারণের—বেশিরভাগ ক্বারিই ভুল করেন এতে, কারণ এটি দাঁতের পাশ ঘেঁষা জিহ্বার প্রান্ত দিয়ে বের হয়।

◈ ভুল করলে মানুষ ظ বা ذ বলার মতো করে ফেলে—এটি পরিষ্কার ভুল এবং আসলে বদল ঘটানো হয় (تحريف).

◈ দ্বাদ-এর পর যদি আরেকটি ইত্বাক হরফ (যেমন ظ ,ط) আসে—তাহলে সাবধান থাকা দরকার, যেন ض এর মোটা উচ্চারণ কমে গিয়ে সেটা অন্য হরফে মিশে না যায় (إدغام)। যেমন:

- ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾
- ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾
- ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾

এগুলোতে ض এবং ظ আলাদা করে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে হবে। যদি না করা হয়, তাহলে উচ্চারণের ভুল হয়ে যাবে এবং শ্রোতা বুঝতে পারবে না।

ظ (যা ظ দিয়ে লেখা হয়) সম্পর্কে তিনি বলেন:
"ظ হরফটি জিহ্বার ডগা ও উপরের দাঁতের কিনারা থেকে বের হয়। এটি ইত্বাক ও ইস্তিআলা যুক্ত একটি হরফ, এবং মজহুর। যদি এর ইত্বাক ও ইস্তিআলা না থাকত, তাহলে এটি ذ এ পরিণত হতো।
আর অতিরিক্ত ইত্বাক ও ইস্তিআলা যদি ذ-তে দাও, তাহলে সেটিও ظ হয়ে যাবে।"

◈ ظ এবং ض হরফদ্বয় দেখতে ও শুনতে কাছাকাছি মনে হলেও, উচ্চারণে ভিন্ন।

◈ কারি যদি ظ হরফ ঠিকমতো উচ্চারণ না করেন, তাহলে সেটা ض বা ذ-এর মতো হয়ে যাবে, যা পরিষ্কারভাবে ভুল এবং বিকৃতি।

◈ বিশেষ সতর্কতা: যখন ض এবং ظ একসাথে আসে—যেমন:

- ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾
- ﴿بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾

তখন প্রথমে ض ও পরে ظ—দু'টির উচ্চারণে ফাঁরাক স্পষ্ট করতে হবে। [119]

শেষ কথা:

[119] আর-রিআয়াহ লি তাজবীদিল কিরাআতি ওয়া তাহকীকি লাফজিত তিলাওয়াহ, পৃ ২৬১-২৬১

আমি (অনুবাদক) বলছি: একটি বাক্য বা লাইন পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না। পুরো প্রসঙ্গ বুঝে তারপর বিশ্লেষণ করবেন। দ্বাদ ও যায়ের উচ্চারণে গুলিয়ে ফেলা হলো পরিষ্কার তিলাওয়াতের বিরোধী এবং কুরআন-শিক্ষার মর্যাদার প্রতি অবিচার।

الإمام أبو عمرو الداني (মৃত্যু: 888 হিজরি) তাঁর বিখ্যাত কিতাব *"الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفي المشهور من الكلام"*-এ লিখেছেন:

فإنّ مما يكمل به لطلبة القرآن تجويد التّلاوة، ويحصل لهم به اسم الدّراية :**معرفة الفرق بين الضّاد والظّاء في كتاب الله**، عزّ وجلّ، واستعمال اللفظين بكلّ واحد منهما على هيئته، وإخراجه من موضعه على حقيقته.

ومتى لم يعرف القارئ الفرق بينهما، ولا استعمل ذلك فيهما في قراءته، وسوّى بينهما في لفظه، **صار لاحنا مبدّلا للتلاوة، ومغيّرا لمعنى كلام الله**، عزّ وجلّ، لاختلاف ما بينهما.

وقد قال بعض الفقهاء من أصحابنا :**إنّ الصّلاة غير جائزة خلف من لم يميز الضّاد من الظّاء**، وذلك على ما حكاه لما ذكرناه، مما يؤول إليه ذلك من التّبديل والتّغيير

"তিলাওয়াতের তাজওয়ীদ (শুদ্ধ উচ্চারণ ও পাঠভঙ্গি) অর্জনের জন্য, এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনে পরিপূর্ণতা লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো — ‘ض (দ্বাদ)’ ও ‘ظ (যা/য)-এর পার্থক্য জানা’। এবং প্রত্যেক হরফকে তার সঠিক রূপে এবং সঠিক উচ্চারণস্থল (مخرج)-থেকে উচ্চারণ করা।

◈ যদি কোনো কারি এই পার্থক্য না জানে, কিংবা তা প্রয়োগ না করে,
◈ এবং উভয় হরফকে একইভাবে উচ্চারণ করে, তাহলে:

- সে লাহনকারী (ভুল উচ্চারণকারী) হবে,
- কুরআনের তিলাওয়াত বিকৃত (تحريف) করবে,
- এবং আল্লাহর কালামের অর্থ পরিবর্তন করে ফেলবে — কারণ এই দুই হরফের মাঝে অর্থগত বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

[→] কিছু ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি ض (দ্বাদ) ও ظ (যা) এর মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, তার পেছনে সালাত আদায় করা জায়েয নয়।"
◈ কারণ এই ভুল তিলাওয়াতের বিকৃতি ও বিকলাঙ্গতা সৃষ্টি করে,
◈ যা আল্লাহর কালামের অর্থ পরিবর্তন করে দেয়। [120]

তিনি ذكر الفرق بين الضّاد والظّاء في المخرج، وحال كلّ واحد منهما অধ্যায়ে বলেন:

জানো, আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে উপকার দান করুন, যে—
◈ "(ض) ضاد"–এর উচ্চারণস্থান (مخرج) হলো জিহ্বার এক পার্শ্ব, সেটি সর্বশেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে পেছনের দাঁতের সন্নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত।
◈ কিছু লোক এটি ডান পাশে থেকে উচ্চারণ করে, তবে তা কম সংখ্যক।

[120] পৃ ২৯-৩০

◈ বেশিরভাগ লোক এটি বাম পাশে থেকে উচ্চারণ করে, তবে উভয় পার্শ্বই বৈধ এবং উচ্চারণস্থান একই।

◈ এই মাখরাজ থেকে অন্য কোনো হরফ উচ্চারিত হয় না — তবে "(ل) لام" হরফটি জিহ্বার প্রান্ত থেকে এবং সামনের দাঁতের দিকে যায়, একদম প্রান্তীয় দিকে।

◈ "(ض) ضاد" হরফটি লম্বা প্রসারিত হয় (مستطيل) এবং তার এই প্রসারণ (ل) لام–এর উচ্চারণস্থানে পৌঁছে যায়।
এ কারণেই এটি "وَلَا الضَّالِّينَ" ও "الضَّلالُ" এর মতো স্থানে (ل) لامকে নিজের মধ্যে ইদঘাম করে নেয়।

◈ কিন্তু "ض" নিজে অন্য কোনো হরফে ইদঘাম হয় না, কারণ তার উচ্চারণস্থান একান্ত স্বতন্ত্র — শুধু "(ش) شين" হরফ ছাড়া। শীন-এর মধ্যে ফিসফিস ধ্বনি (تفشي) থাকে, যা তাকে ض-এর মাখরাজের নিকটবর্তী করে তোলে, তাই এতে ইদঘাম বৈধ।

◈ "ض" হরফটি হচ্ছে 'মাজহুরাহ— অর্থাৎ উচ্চারণকালে আওয়াজ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। এর উচ্চারণের স্থান এতটাই শক্তভাবে নির্ধারিত যে, تفشي (বিস্তৃতি) তাতে প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্যই এটি رخوة (মোলায়েম)। এছাড়াও এটি مطبقة (উপরের তালুতে চাপ দেওয়া হয়) এবং مستعلية (জিহ্বা ওপরে উঠে)।

▨ এটাই ضاد-এর অবস্থা।

◈ আর "(ظ) ظاء"–এর উচ্চারণস্থান হলো — জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগের মাঝখানে, জিহ্বার অগ্রভাগ সামান্য বাইরে থাকে।

◈ এ স্থান থেকেই (ذ) ذال এবং (ث) ثاء হরফগুলোও বের হয়।

◈ "ظ" হরফটি–ও মাজহুরাহ (উচ্চারণ স্পষ্টভাবে হয়), এটি رخوة (মোলায়েম), এবং مستعلية (জিহ্বা ওপরে উঠে)।

▲ "ض" ও "ظ"–এর মাঝে পার্থক্য শুধু উচ্চারণস্থান (مخرج) এবং الاستطالة (লম্বা টানা উচ্চারণ)— এই দুটি বিষয়ে। এছাড়া উভয়েই مجهورة, رخوة, مستعلية, مطبقة।

আবু আমর বলেন: আমি এমন কিছু লোককে দেখেছি, যারা নিজেকে ক্বারী ও আরবি ভাষাবিদ দাবী করে, অথচ তারা এই দুই হরফ থেকে দূরে।

তারা বলে: "الظاء হরফটি হচ্ছে مهموسة (নিঃশব্দে উচ্চারিত), غير مجهورة (স্পষ্ট আওয়াজ ছাড়া), এবং غير مطبقة (উপরের তালুর সাথে চাপ পড়ে না) — আর الضاد হচ্ছে مجهورة مطبقة।"

◈ তারপর বলেন:

"যদি الضاد–এর মধ্যে جهر (স্পষ্ট আওয়াজ) এবং إطباق (চাপ প্রয়োগ) না থাকতো, তবে তা ظاء হয়ে যেতো!"

😷 এটি চরম মূর্খতা, এমন বক্তব্য তাজওয়ীদ ও ভাষা শিখতে শুরু করা শিশুদেরও বাইরে, প্রখ্যাত ক্বারী ও ভাষাবিদের তো কথা-ই নেই।

[END] তিনি বলেন: "আমি এটি উল্লেখ করলাম যেন কেউ এই বিভ্রান্তিতে না পড়ে এবং এই ভুল মতবাদ গ্রহণ না করে।"

و بالله التوفيق

(আর সফলতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে) [121]

[121] পৃ ৩২ – ৩৪।

ইমাম নববী (রহঃ) (মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরী) বলেন:

◈ "الأذكار" গ্রন্থে:

وَلَوْ قَالَ: "وَلَا الضَّالِّينَ" بِالظَّاءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الضَّادِ بَعْدَ التَّعَلُّمِ فَيُعْذَرَ.

যদি কেউ "ولا الضّالين" শব্দে 'ض' (দ্বাদ) এর পরিবর্তে 'ظ' (যা) উচ্চারণ করে, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে — দুটি অভিমতের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী, তবে যদি সে শিখার পরও ض (দ্বাদ) উচ্চারণে অক্ষম থাকে, তাহলে সে ক্ষমারযোগ্য। [122]

◈ "المجموع" গ্রন্থে:

تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصلاة بجميع حروفها وتشديد انها وَهُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً فِي الْبَسْمَلَةِ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَعَ صِحَّةِ لِسَانِهِ لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَلَوْ أَبْدَلَ الضَّادَ بِالظَّاءِ فَفِي صِحَّةِ قِرَاءَتِهِ وَصَلَاتِهِ وَجْهَانِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَصَحُّهُمَا لَا تَصِحُّ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ كَمَا لَوْ أَبْدَلَ غَيْرَهُ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ لِعُسْرِ إِدْرَاكِ مَخْرَجِهِمَا عَلَى العوام وشبههم

সালাতে সূরা ফাতিহার সমস্ত হরফ সহকারে সঠিকভাবে পড়া আবশ্যক, যার মধ্যে ১৪টি হরফে শদ্দা (تَشْدِيدٌ) রয়েছে, যার মধ্যে بسم الله الرحمن الرحيم-এ ৩টি শদ্দা রয়েছে।

→ যদি কেউ:

[122] আল-আজকার, পৃ ৪৭, দারুল ফিকর

- সূরা ফাতিহা থেকে কোনো হরফ বাদ দেয়,
- কোনো শদ্দা হালকা করে ফেলে,
- বা কোনো হরফকে অন্য হরফ দিয়ে বদলিয়ে ফেলে — যদিও তার জিহ্বা স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণে সক্ষম,

▨ তাহলে তার কিরআত সহি হবে না।

◈ আর যদি কেউ 'ض' (দ্বাদ)-কে 'ظ' (যা) দিয়ে বদলিয়ে দেয়, তাহলে:

➤ ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-জুয়াইনি দুইটি অভিমত পেশ করেছেন:

1. সহিহ অভিমত হলো: ✗ তার সালাত সহি হবে না,
    - ইমাম হারামাইন,
    - ইমাম গাজালী (বসীত গ্রন্থে),
    - ইমাম রাফেয়ী,
    - এবং অন্যান্য ইমামগণ এ অভিমতকে সঠিক বলেছেন।

🖈 ক্বাযী আবু তয়্যিব এ অভিমতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলেছেন।

🖈 শায়খ আবু হামিদ বলেন:

"যেমন কেউ অন্য কোনো হরফ বদলে দিলেও সালাত সহি হয় না।"

2. দ্বিতীয় অভিমত: ✓ সালাত সহি হবে,
    - কারণ সাধারণ মানুষের জন্য এই দুই হরফের মাখরাজের পার্থক্য বোঝা কঠিন। [123]

◈ "منهاج الطالبين" গ্রন্থে ইমাম নববী বলেন:

وَلَوْ أَبْدَلَ ضَادًا بِظَاءٍ لَمْ تَصِحَّ فِي الأَصَحِّ

[123] আল-মাজমু ৩/৩৯২-৩৯৩

যদি কেউ ‘ض’ (দ্বাদ) এর স্থলে ‘ظ’ (যা) উচ্চারণ করে, তাহলে: ✅ সহিহ অভিমত অনুযায়ী সালাত সহি হবে না। [124]

ইমাম ইবনু আল-জাযরী (রহঃ) (মৃত্যু: ৮৩৩ হিজরী) বলেন:

◈ **المقدمة الجزرية** গ্রন্থে:

"والضاد باستطالةٍ ومخرجٍ، ميِّزْ من الظاءِ"

◈ অর্থাৎ: “ض” (দ্বাদ)-এর মাখরাজ এবং দীর্ঘতার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাকে “ظ” (যা) থেকে পার্থক্য করো।”

আলী আল-কারী (মৃত্যু: ১০১৪ হিজরী) তাঁর *"الشرح على الفقه الأكبر"* গ্রন্থে বলেন:

وَفِي الْمُحِيطِ: سُئِلَ الإِمَامُ الْفَضْلِيُّ عَمَّنْ يَقْرَأُ الظَّاءَ الْمُعْجَمَةَ مَكَانَ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَوْ يَقْرَأُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَكَانَ أَصْحَابِ النَّارِ، أَوْ عَلَى الْعَكْسِ، فَقَالَ: لَا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ، وَلَوْ تَعَمَّدَ يَكْفُرْ. قُلْتُ: أَمَّا كَوْنُ تَعَمُّدِهِ كُفْرًا فَلَا كَلَامَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لُغَتَانِ .

“মুহীত গ্রন্থে এসেছে: ইমাম ফাদলীর (الفضلي) নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি কেউ "الضاد" (দ্বাদ)-এর স্থলে "الظاء" (যা) উচ্চারণ করে, অথবা "أصحاب الجنة" (জান্নাতবাসীগণ) এর পরিবর্তে "أصحاب النار" "

[124] মিনহাজুত তালিবীন পৃ ২৬, দারুল ফিকর

(জাহান্নামবাসীগণ) পড়ে, কিংবা তার বিপরীত পড়ে — তাহলে তার ইমামতি কি বৈধ হবে?"

◈ তিনি উত্তরে বলেন: "না, তার ইমামতি বৈধ নয়। আর যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।"

◈ আলী আল-কারী বলেন: "আমি (يعني القاري) বলি: যদি এর মধ্যে দ্বৈত ভাষা বা উচ্চারণের অবকাশ না থাকে (يعنى – এটি যদি ভুলভাবেই প্রমাণিত হয়), তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করা যে কুফর, সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই।" [125]

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার فِتْنَةُ الضَّادِ المشَبَّهَةُ بِالظَّاءِ আরবী কিতাবটি দেখার অনুরুধ রইল।

এই বিষয়ে আরবী ভাষায় বহু কিতাব লেখা হয়েছে। নিম্নে আমি কয়েকটি উল্লেখ করলামঃ

بعضُ الكتب المؤلفة في الفرق بين الضاد والظاء

1. **الضاد والظاء** لأبي بكر القيرواني، أحمد بن إبراهيم بن أبي عاصم اللؤلؤي النحوي، المتوفَّى سنة (318هـ).
2. **الضاد والظاء والسين والصاد** تأليف أبي الفهد النحوي البصري، تلميذ أبي بكر بن الخياط المتوفَّى سنة (320هـ).
3. **الفرق بين الضاد والظاء** لأبي عمر الزاهد محمد بن عبد الرحيم، المعروف بـ" غلام ثعلب "، المتوفَّى سنة (345هـ).

[125] শারহুল ফিকহিল আকবার, আল-কিরাত ফিস সালাত অধ্যায়, পৃ ২৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

4. **الفرق بين الضاد والظاء** للصاحب ابن عباد أبي القاسم إسماعيل بن عبَّاد، المتوفَّى سنة (385هـ).
5. **الضاد والظاء** تأليف أبي عبد الله محمد بن جعفر القيرواني، المعروف بـ" القزاز "، المتوفى سنة (412هـ).
6. **رسالة في الضاد والظاء** لأبي الفتح المصري، أحمد بن مطرف بن إسحاق القاضي. لا يُعرف تاريخ وفاته، إلا أنه كان معاصِرًا للحاكم بأمر الله الفاطمي، ومات بعده. وقيل: توفِّي سنة (413هـ).
7. **كتاب الضاد والظاء** لأبي الفرج محمد بن عبيد الله بن سهيل النحوي، المتوفى سنة (420هـ). دار البشائر
8. **الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله**، عزّ وجلّ، وفي المشهور من الكلام، وهو لأبي عمرو الدّاني المتوفى سنة 444هـ
9. **الضاد والظاء** لأبي القاسم مرجي بن كوثر، المعروف بـ" المقري "، النحوي. كان حيًّا قبل سنة (449هـ).
10. **كتاب في الظاء والضاد** لأبي محمد علي بن أحمد الأندلسي، المعروف بـ " ابن حزم " الظاهري، المتوفى سنة (456هـ).
11. **معرفة ما يُكتب بالضاد والظاء** لأبي القاسم سعيد بن علي بن محمد الزنجاني، المتوفى بعد سنة (470هـ).
12. **الفرق بين الضاد والظاء** للزنجاني ت د. موسى العليلي
13. **حصر حرف الظاء** :علي بن محمد بن ثابت الخولاني ت 485هـ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع

14. **الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء** تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعود الداني. من علماء القرن الخامس الهجري.
15. **معرفة الضاد والظاء** للشيخ أبي الحسن علي بن أبي الفرج القَيْسِيِّ الصِّقِلِّيِّ المتوفى في آخر القرن الخامس الهجري، كان قاضيا لمكة المكرمة، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع
16. **الفرق بين الضاد والظاء** تأليف أبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري، المتوفى سنة (516هـ).
17. **الفرق بين الأحرف الخمسة: الظاء والضاد الذال والصاد والسين** ": لأبي محمد عبد الله بن محمد ابن السيد البطليوسي، المتوفى سنة (521هـ).
18. **الفرق بين الضاد والظاء** تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد، المعروف بـ" ابن حُميدة النحوي "، المتوفى سنة (550هـ).
19. **ما يُقرأ بالضاد المعجمة** لأبي الفضل يحيى بن سلامة الحصكفي، المتوفى سنة (551هـ).
20. **منظومة في الضاد والظاء** لأبي البيان نبأ بن محمد القرشي الدمشقي، المعروف بـ" ابن الحوراني "، المتوفى سنة (551هـ).
21. **منظومة في الفرق بين الضاد والظاء** تأليف أبي نصر محمد بن أحمد بن الحسين بن محمود الفروخي، المتوفى سنة (557هـ).
22. **الغُنية في الضاد والظاء** تأليف أبي محمد سعيد بن المبارك، المعروف بـ" ابن الدهان النحوي "، المتوفى سنة (569هـ).

23. **زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء** تأليف أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري، المتوفى سنة (577هـ). دار الأمانة و مؤسسة الرسالة، 1971م
24. **ظاءات القرآن** : الشيخ الإمام المقرى أبو الربيع سليمان بن أبي القاسم التميمي السّرقوسي. 591 هـ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، جامعة بغداد
25. **الفرق بين الضاد والظاء** تأليف محمد بن نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري، المتوفى سنة (610هـ).
26. **كتاب الضاد والظاء** لأبي البركات محمد بن محمد الشهرستاني، المتوفى سنة (618هـ).
27. **المصباح في الفرق بين الضاد والظاء** في القرآن العزيز نظما ونثرا – أبو العباس أحمد بن حماد بن أبي القاسم الحراني المتوفى بعد سنة 618هـ
28. **كتاب الضاد والظاء** تأليف أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، المتوفى سنة (624هـ).
29. **المُراد في كيفية النطق بالضاد** لأبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن سليمان اللخمي الاسكندراني، المتوفى سنة (629هـ).
30. **رسالة في الضاد والظاء** لأبي الفتوح نصر بن محمد الموصلي، المتوفى سنة (630هـ).
31. **معرفة الفرق بين الضاد والظاء** تأليف أبي بكر الصدفي محمد بن أحمد الصابوني، المتوفى سنة (634هـ).

32. **الظاء** ليوسف بن إسماعيل بن عبد الجبار بن أبي الحجاج المقدسي المتوفى سنة 637هـ
33. **أرجوزة في الضاد والظاء** تأليف أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي الأندلسي، صاحب الألفية، المتوفى سنة (672هـ).
34. **الاعتماد في نظائر الظاء والضاد** - الإمام محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت ٦٧٢هـ)
35. **كتاب في الفرق بين الضاد والظاء** لابن مالك - أيضًا -.
36. **الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد** لابن مالك - أيضًا -.
37. **قصيدة ميمية في الضاد والظاء** تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن علي، أبي عبد الله الأندلسي الهواري، الشهير بـ" ابن جابر "، المتوفى سنة (780هـ).
38. **الفرق بين الضاد والظاء للموصلي**. تقيّ الدين أبو بكر عبد الله بن علي بن محمد الشَّيْبَاني الموصلي ثم الدمشقي الشافعي (ت ٧٩٧هـ)
39. **ما يُكتَب بالضاد والظاء مع اختلاف المعنى** تأليف يحيى بن عمر بن فهد المكي القرشي، المتوفى سنة (885هـ).
40. **بغية المرتاد لتصحيح الضاد** تأليف نور الدين علي بن محمد بن علي بن غانم المقدسي المصري، المتوفى سنة (1004هـ
41. **فتوى في مسألة الضاد** للصعيدي 1130هـ تحقيق د. ليث الهيتي
42. **الاقتصاد في النطق بالضاد** لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي، المتوفى سنة (1143هـ).

43. **كيفية أداء الضاد** محمد بن أبي بكر المرْعَشِي الملقب بـ ساجقلي زاده ت 1150هـ دار البشائر دمشق
44. **منظومة في الفرق بين الظاء والضاد** تأليف عبد المجيد بن علي بن محمد المناوي، المتوفى سنة (1163هـ).
45. **رسالة الضاد** للعلامة المتولي 1313هـ
46. **فصل القضاء في الفرق بين الضاد والظاء** تأليف أحمد عزت أفندي، المتوفى سنة (1936م).
47. **رسالة في الفرق بين الضاد والظاء** تأليف محمد رضا بن هادي بنعباس، المتوفى سنة (1947م).
48. **الفرصاد في ضابط الظاء والضاد** منظومة من 43 بيتًا، من نظم المسمى محمد الخزرجي.
49. **شرح أبيات الدّاني الأربعة في أصول ظاءات القرآن** لمجهول. دار البشائر
50. السيد بن أحمد بن عبد الرحيم ، **الأقوال الجلية في الضاد الظائية والضاد الطائية**، تقديم الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي
51. **إعلام السادة النجباء أنه لا تشابه بين الضاد والظاء** د. أشرف طلعت / مكتبة السنة القاهرة
52. **الضاد بين الشفاهية والكتابية** د. إبراهيم الشمسان
53. **النطق الفصيح فى مخرج الضاد الصحيح** محمد النقشبندي مخطوطة

54. **جدول ما يكتب بالضاد أو الظاء من الكلمات الدارجة** د. عبد الرحمن السعيد
55. **ظاءات القرآن الكريم** لابن عمار و **الفرق بين الضاد والظاء للزنجاني** تحقيق محمد سعيد المولوي
56. **غاية المراد في معرفة إخراج الضاد** لابن النجار د. طه محسن

হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া ও তার জবাব

وَأَمَّا مَنْ لَا يُقِيمُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ إِلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يُصَلِّي خَلْفَ الْأَلْثَغِ الَّذِي يُبَدِّلُ حَرْفًا بِحَرْفٍ إِلَّا حَرْفَ الضَّادِ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرَفِ الْفَمِ كَمَا هُوَ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ فَهَذَا فِيهِ وَجْهَانِ :مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الضَّادِ الشِّدْقُ وَمَخْرَجَ الظَّاءِ طَرَفُ الْأَسْنَانِ. فَإِذَا قَالَ (وَلَا الظَّالِّينَ) كَانَ مَعْنَاهُ ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا .**وَالْوَجْهُ الثَّانِي** :تَصِحُّ وَهَذَا أَقْرَبُ لِأَنَّ الْحَرْفَيْنِ فِي السَّمْعِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَحِسُّ أَحَدِهِمَا مِنْ جِنْسِ حِسِّ الْآخَرِ لِتَشَابُهِ الْمَخْرَجَيْنِ. وَالْقَارِئُ إِنَّمَا يَقْصِدُ الضَّلَالَ الْمُخَالِفَ لِلْهُدَى وَهُوَ الَّذِي يَفْهَمُهُ الْمُسْتَمِعُ فَأَمَّا الْمَعْنَى الْمَأْخُوذُ مِنْ ظَلَّ فَلَا يَخْطِرُ بِبَالِ أَحَدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَرْفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ صَوْتًا وَمَخْرَجًا وَسَمْعًا كَإِبْدَالِ الرَّاءِ بِالْغَيْنِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ

"আর যে ব্যক্তি ফাতিহা সূরার সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে পারে না, তার পিছনে সালাত আদায় করা যাবে না—তবে যিনি তার মতই (অর্থাৎ একই ভুলে আক্রান্ত), তিনি করতে পারেন। যেমন, যে ব্যক্তি 'الألثغ' (অস্পষ্ট উচ্চারণকারী) এবং একটি অক্ষরকে অন্য অক্ষরের জায়গায় উচ্চারণ করে—তবে 'ض' (দাদ) অক্ষরের ব্যাপারে যদি কেউ এটিকে মুখের পাশ থেকে বের করে, যেমনটি অনেক মানুষের অভ্যাস, তাহলে এর ক্ষেত্রে দুইটি মত রয়েছে:

একটি হলো—এর পিছনে সালাত আদায় করা যাবে না, এমনকি তার নিজের সালাতও সহীহ নয়, কারণ সে একটি অক্ষরকে অন্য একটি অক্ষরে পরিবর্তন করেছে। কেননা দ্বোয়াদের উচ্চারণস্থল হচ্ছে মুখের এক প্রান্ত (শিদক), আর 'ظ' (যা) অক্ষরের উচ্চারণ হয় সামনের দাঁতের

ডগা থেকে। সুতরাং যখন কেউ বলে "وَلَا الظَّالِّينَ", এর মানে দাঁড়ায়—"সে এমন কাজ করতেই থাকল" (ظل يفعل كذا)।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে—এই সালাত সহীহ এবং এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য, কারণ দুইটি অক্ষরের ধ্বনি শ্রবণে খুব কাছাকাছি, এবং তাদের আওয়াজ পরস্পর সমগোত্রীয়, উচ্চারণস্থলও কাছাকাছি। আর পাঠক মূলত "ভ্রান্তি" (ضلال) বোঝাতে চায়, যা শ্রোতা বুঝে নেয়। আর 'ظلّ' শব্দ থেকে যে অর্থ আসে, তা তো কারো মনে আসে না! এটা রা ও গাইন-এর মত নয়, কারণ সেখানে ধ্বনি, উচ্চারণস্থল এবং শ্রুতি—সবই আলাদা, এবং তা পাঠের উদ্দেশ্য পূরণ করে না। [126]

আমি বলি: আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার সম্মান ও তার ইলমী মর্যাদা স্বীকার করি, তবে কিছু বিষয়ে তার সাথে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে। তার প্রমাণ আছে, আমাদেরও আছে। কিন্তু এই ফতোয়াটি হাস্যকর এবং একজন বড় আলিমের কাছ থেকে এ ধরনের বক্তব্য প্রত্যাশিত নয়। এক ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর বদলে ফেলে আর আপনি বলবেন তার নিয়ত! শ্রোতা বুঝে নিবে!!

উনার কথাটি হাস্যকর।

الحكم على ما قَرَأَ، لا على ما قَصَدَ، ولا على ما فَهِمَهُ المستمِعُ! ومنْ أنبأه أنَّ الْمَعْنَى الْمَأْخُوذَ مِنْ ظَلَّ لَا يَخْطِرُ بِبَالِ أَحَدٍ؟

হুকুম হয় সে কী উচ্চারণ করল, এ ভিত্তিতে—সে কী নিয়ত করল, বা শ্রোতা কী বুঝল! সে ভিত্তিতে নয়। আর কে তাকে বলল যে "ظلّ" থেকে যে অর্থ হয় তা কারো মনেই আসে না?!

---

[126] মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/৩৫০, কিং ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স।

দুই ঈদের নামাজে তাকবীর

ঈদের দুই নামাজে তাকবীর বলা ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আজম (আবু হানিফা) ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীরকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং এটি সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

আমরা অন্য মতকে বিদআত বলি না, কারণ তাদের নিকটেও তা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত সে ব্যক্তি, যে মতভেদমূলক দলীলগুলো সঠিকভাবে বোঝেনি, তাই সে একপক্ষকে 'বিদআতী' এবং অন্যপক্ষকে 'গোমরাহ' বলে বসেছে — তার প্রমাণ হলো তার অজ্ঞতা ও মিথ্যা অপবাদের উপর নির্ভর করা।

প্রত্যেক ইমামের কাছে রয়েছে তার নিজ নিজ দলীল — হাদীস ও আয়াত থেকে। এখানে আমরা আমাদের দলীল পেশ করছি, যা অধিকতর সহীহ দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন:

قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَمَا أَخَذْتَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ عِيدٍ تِسْعًا :خَمْسًا وَأَرْبَعًا، فِيهِنَّ تَكْبِيرَةُ الافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، وَيُؤَخِّرُهَا فِي الأُولَى، وَيُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

লোকেরা ঈদের দুই নামাজে তাকবীর নিয়ে মতভেদ করেছে। তুমি যে পদ্ধতি গ্রহণ করো, তা ভালো — তবে আমাদের নিকট সর্বোত্তম হলো সেই পদ্ধতি যা ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

তিনি ঈদের প্রতিটি নামাজে মোট ৯ বার তাকবীর দিতেন — প্রথম রাকাতে ৫ বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৪ বার।

এই ৯টি তাকবীরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত:

- নামাজ শুরুর তাকবীর (তাকবীরাতুল ইহরাম),
- এবং উভয় রাকাতে রুকুর পূর্বের তাকবীরদ্বয়।

তিনি (ইবনু মাসউদ) কিরাআতের মাঝে বিরতিহীনভাবে তাকবীর দিতেন।

প্রথম রাকাতে তাকবীরগুলো দিতেন দেরিতে, আর দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীরগুলো আগেই দিতেন। এটাই হলো ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। [127]

আবু দাউদ এবং ইবনু আবী শাইবা একটি ভালো সানাদে মাকহূল থেকে রেওয়ায়েত করেছেন:

তিনি বলেন, আমাকে আবু আইশা (যিনি আবু হুরাইরার সঙ্গী ছিলেন) জানালেন যে,

সাঈদ ইবনুল আছ ঈদের নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার তাকবীর দিতেন তা জানতে চেয়ে **আবু মূসা আশ'আরী** এবং **হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান**-কে প্রশ্ন করেন।

আবু মূসা বললেন:

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ

"তিনি (নবী ﷺ) জানাজার মতো করে ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরের নামাজে চারবার তাকবীর দিতেন।"

হুযাইফা বললেন: "সত্য বলেছেন।"

আবু মূসা আরো বললেন: "বাস্তবেই আমিও যখন বসরায় লোকদের উপর দায়িত্বে ছিলাম, ঠিক এভাবেই তাকবীর দিতাম।"

---

[127] মুয়াত্ত্বা মালিক, রেওয়ায়াত মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আশ-শাইবানী, পৃ ৮৯, নাম্বার ২৩৭।

আবু আইশা বললেন: "আমি নিজেও তখন সাঈদ ইবনুল আছ-এর উপস্থিতিতে ছিলাম।" [128]

তাহাবী (الإمام الطحاوي) বর্ণনা করেছেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সাহাবি থেকে বর্ণিত

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ , فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , وَأَرْبَعًا , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ , قَالَ : لَا تَنْسَوْا , كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ

"ঈদের দিনে আমাদের ইমামতি করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি প্রথম রাকাতে চারবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে চারবার তাকবীর দিলেন। এরপর সালাম ফিরিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন:

"ভুলে যেয়ো না — এটা জানাজার তাকবীরের মতোই।" তিনি তখন নিজের আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল (আঙুল) মুড়লেন।"

এই হাদীসটি সনদের দিক থেকে "হাসান" (ভালো) হিসেবে গণ্য। [129]

ইবনু আবি শাইবাহ বর্ণনা করেছেন:

হাম্মাদ, ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন—

কুফার কোনো এক শাসক (সুফইয়ান বলেন: তারা দুজন ছিলেন, একজন হলেন সাঈদ ইবনু আল-আস, অন্যজন হলেন: الوليد ابن عقبة) – তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, হুযাইফা ইবনু ইয়ামান, এবং আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস-এর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি বললেন:

"এই ঈদের দিন চলে এসেছে — আপনারা কী মত দেন?"

---

[128] সুনান আবূ দাউদ, হাদিস ১০১৫৩। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস ৫৭৪৪, তাহকীকঃ আউয়ামাহ।

[129] শারহে মাআনিল আছার, হাদিস ৭২৭৩। সিলসিলায়ে সহীহা, হাদিস ২৯৯৭।

তারা বিষয়টি আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ)-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন তিনি বললেন:

يُكَبِّرُ تِسْعًا ، تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ

"সে (ইমাম) নয়বার তাকবীর দিবে: ১টি তাকবীর দ্বারা সালাত শুরু করবে, তারপর তিনবার তাকবীর দিবে, তারপর সূরা পাঠ করবে, তারপর আবার তাকবীর দিবে, তারপর রুকু করবে। এরপর দাঁড়াবে, আবার সূরা পাঠ করবে, তারপর চারবার তাকবীর দিবে, এবং সেগুলোর একটিতে রুকু করবে।" [130]

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ, কিতাবুস সালাত আরবী কিতাবটি দেখা যেতে পারে।

[130] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস ৫৭৪৮।

বিতর সালাত ৩ রাকাত ও পছন্দনীয় পদ্ধতি

নিশ্চয়ই কিছু লোক আছে, যাদের বয়স কম, এবং যাদের বুদ্ধি ও চিন্তা দুর্বল— তারা শেষ যামানায় ফিতনা সৃষ্টি করছে, এমন কিছু বিষয়ে যা পূর্ব থেকেই দলীল ও প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে রয়েছে ঈমাম আবু হানিফা আন-নু'মান (রহঃ)-এর মতে বিতর নামাজের মাসআলাও। তারা এসব বিষয়ে বেদআতী ও বিভ্রান্ত বলে ফতওয়া দিতে থাকবে। তাদের মূল ভিত্তি হল— অজ্ঞতা ও অপবাদ। তাই আমি এখন আপনাদের সামনে কিছু দলীল পেশ করছি, যা আমার স্মরণে রয়েছে।

বিতর সালাত ৩ রাকাতঃ

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ .رضى الله عنها .كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ. فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

আবূ সালামাহ্ ইবনু আবদুর রাহমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমাযান মাসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার

রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, (একদা) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেনঃ আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না। [131]

প্রতি দুই রাকাতে তাহিয়্যাহ (তাশাহহুদ) আছেঃ

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺيَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةِ، بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، **وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ**، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে সালাত শুরু করতেন এবং সূরাহ আল ফা-তিহাহ দিয়ে কিরাআত পাঠ

[131] বুখারী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯।

শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন, ঘাড় থেকে মাথা নীচুও করতেন না, উপরেও উচু করে রাখতেন না বরং একই সমতলে রাখতেন। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদা করতেন না। তিনি (প্রথম) সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (দ্বিতীয়) সাজদায় যেতেন **না। তিনি প্রতি দু রাকাআত অন্তর "আত্তাহিয়াতু" পাঠ করতেন।** তিনি বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি শয়তানের বসা থেকে নিষেধ করতেন। তিনি পুরুষ লোকেদেরকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দু'হাত মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন। তিনি সালামের মাধ্যমে সালাতের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। [132]

তিনি বিতরের দুই রাকাতে সালাম দিতেন নাঃ

১. নাসাঈঃ সা'দ ইবনে হিশাম (রহ.) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বলেছিলেনঃ

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের দুই রাকাতে সালাম দিতেন না।" [133]

২. হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেন: সা'দ ইবনে হিশাম (রহ.) আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের প্রথম দুই রাকাতে সালাম দিতেন না।" হাকিম বলেনঃ এই হাদীসটি সহীহ এবং 'শাইখাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ, যদিও তাঁরা এটি বের করেননি। এর

[132] মুসলিম ৪৯৮।

[133] সুনান নাসাঈ ১৬৯৮।

আরও কিছু সহায়ক বর্ণনা রয়েছে। যাহাবী বলেন: এটি তাদের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। [134]

৩. হাকিম (রহ.) আরও বর্ণনা করেনঃ আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন, কেবল শেষ রাকাতেই সালাম দিতেন।" "এটাই ছিল আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর বিতরের পদ্ধতি। এবং মদীনার মানুষ তাঁর থেকেই এই আমল গ্রহণ করেছেন।" [135]

বিতর ঠিক যেমন হানাফিরা আদায় করে

ইবনু 'আব্দিল-বার (রহ.) বর্ণনা করেনঃ

ইব্রাহীম নাখাঈ (রহ.), আলকামা (রহ.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ

أُرْسِلَتْ أُمِّي لَيْلَةً لِتَبِيتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَنْظُرَ كَيْفَ يُوتِرُ فَبَاتَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ وَأَرَادَ الْوِتْرَ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. ثُمَّ قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِالسَّلَامِ، ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ

[134] আল-মুস্তাদরাক, হাদিস ১১৩৯। দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ।

[135] আল-মুস্তাদরাক, হাদিস ১১৪০। দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ।

يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ حَتَّى إِذَا فَرَغَ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ، فَدَعَا مِمَّا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ

"এক রাতে আমার মা-কে নবী ﷺ-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তিনি রাতে তাঁর কাছে অবস্থান করেন এবং লক্ষ্য করেন—তিনি কীভাবে বিতর আদায় করেন। তখন নবী ﷺ যত ইচ্ছা সালাত আদায় করলেন। যখন রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়ার ইচ্ছা করলেন, তখন প্রথম রাকাতে পড়লেন:

{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (সুরা الأعلى)

দ্বিতীয় রাকাতে পড়লেন:

{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

তারপর তিনি বসে গেলেন, তারপর দাঁড়ালেন—কিন্তু এই দুই রাকাতের মাঝে সালাম দিলেন না।

এরপর তৃতীয় রাকাতে পড়লেন:

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ...} (সুরা الإخلاص)

এরপর তাকবীর বললেন, কুনূত করলেন, যা ইচ্ছা দোয়া করলেন, তারপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন।" [136]

আমি বলিঃ এই হাদীসের সনদ দুর্বল, তবে আগের সহীহ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণযোগ্য।

[136] আল-ইস্তিআব, নাম্বার ৪১৮১।

কুনুতের শব্দাবলীঃ

(১) নাসাঈ সহীহ সনদেঃ

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ [137]

(২) সুনান আবু দাঊদঃ

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ **وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ** تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ[138]

হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছো আমাকেও তাদের সাথে হিদায়াত কর, যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বারকাত দাও। তোমার নির্ধারিত খারাবি হতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দিতে পার, তোমার উপর কারো নির্দেশ চলে না। যাকে তুমি বন্ধু ভেবেছ সে কখনও অপমানিত হয় না। তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ''।

ইমাম তিরমিযীও অনুরুপ উল্লেখ করে বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেনঃ এটি

[137] সুনান নাসাঈ ১৭৪৫। ইবনু মাজাহ ১১৭৮। দারিমী ১৫৬০, ১৫৬১।
[138] সুনান আবু দাউদ ১৪২৫।

হাসান হাদীস। আবুল হাওরার সূত্র ব্যতীত অপর কোন সূত্রে আমরা এ হাদীসটি জানতে পারিনি। আবুল হাওরার নাম বার'আহ ইবনু শাইবান।

বিতরে দু'আ কুনুতের ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসের চেয়ে বেশি ভাল হাদীস আমাদের জানা নেই। বিতরের কুনুতের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, সারা বছর (প্রতি রাতে) বিতরের নামাযে কুনুত পাঠ করতে হবে। তিনি রুকূ করার পূর্বে কুনূত পাঠ করা পছন্দ করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞের এটাই মত। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক এবং কুফাবাসীগণও একইরকম মত দিয়েছেন। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কেবল রামাযান মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই রুকূ করার পর কুনূত পাঠ করতেন, অন্য সময়ে কুনুত পাঠ করতেন না। কিছু বিশেষজ্ঞ এ মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও এ কথাই বলেছেন। [139]

(৩) আব্দুর রাজ্জাকঃ উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কুনুত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ،

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِينَ مُلْحَقٌ،

[139] তিরমিযী ৪৬৪।

اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ،

اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ،

وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوَفُّوا بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনছি এবং যারা আপনাকে অস্বীকার করে তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত ও বিচ্ছিন্ন হচ্ছি।

হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনাকেই আমরা ইবাদত করি, আপনাকেই সালাত আদায় করি ও সিজদা করি, আপনার দিকেই আমরা দ্রুত ছুটে যাই ও যত্নসহকারে উপস্থিত হই। আমরা আপনার রহমতের আশা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফেরদের ঘিরে ধরবে।

হে আল্লাহ! কাফেরদের শাস্তি দিন, তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করুন, তাদের একতা ভেঙে দিন এবং তাদের ওপর আপনার গজব ও শাস্তি বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! সেই কাফের আহলে কিতাবদের শাস্তি দিন যারা আপনার পথে বাধা দেয়, আপনার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে এবং আপনার বন্ধুদের (ওলি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

হে আল্লাহ! মুমিন পুরুষ ও নারী, মুসলিম পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করুন। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ঠিক করে দিন, তাদের অন্তরগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, তাদের অন্তরে ঈমান ও হিকমত (জ্ঞান-বুদ্ধি) ঢুকিয়ে দিন, এবং তাদেরকে আপনার নবীর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করুন যেন তারা সেই অঙ্গীকার পূরণ করে যা আপনার সঙ্গে তারা করেছে, এবং আপনি তাদের সাহায্য করুন আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে। হে সত্যের একমাত্র ইলাহ! আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি ইমাম হলে এটা বলে তার পর বলতাম

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ[140]

হাসান বাসরী থেকে,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ،

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ،

اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ،

اللَّهُمَّ عَذِّبِ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ،

[140] মুসান্নাফ ৩/১১০, হাদিস ৪৯৬৮।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ،

وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُوَفُّوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَوَّفَهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ،

وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ،

হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং যারা আপনার সাথে সীমালঙ্ঘন করে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি ও পরিত্যাগ করি।

হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনাকেই আমরা ইবাদত করি, আপনাকেই সালাত আদায় করি ও সিজদা করি। আপনার দিকেই আমরা আগ্রহভরে ধাবিত হই। আমরা আপনার রহমতের আশা করি, আর আপনার কঠিন শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার কঠিন শাস্তি কাফেরদেরকে অবশ্যম্ভাবীভাবে গ্রাস করবে।

হে আল্লাহ! আপনি কাফের ও মুশরিকদের শাস্তি দিন, তাদের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি করুন, তাদের একতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিন এবং তাদের ওপর আপনার গজব ও শাস্তি বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! সেই কাফের আহলে কিতাবদের শাস্তি দিন, যারা আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং আপনার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে।

হে আল্লাহ! আপনি মুমিন পুরুষ ও নারী, মুসলিম পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করুন, তাদের অন্তরগুলোতে ঐক্য সৃষ্টি করুন, এবং তাদের অন্তরে ঈমান ও হিকমত (প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) দিন।
তাদের এমন তাওফীক দিন যেন তারা আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে যা আপনি তাদের ওপর বর্ষণ করেছেন, এবং যেন তারা আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণভাবে পালন করে। আপনি যেন তাদেরকে আপনার রাসূলের দ্বীনের ওপর মৃত্যুবরণ করান।
আর আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন। হে সত্যের একমাত্র ইলাহ! আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [141]

(৪) ইবনু আবী শাইবাহঃ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কুনুতে বলতেন,

لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ، بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা — সাত আসমান পরিমাণ, সাত জমিন পরিমাণ এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার পরিমাণ। আপনি প্রশংসা ও মহিমার প্রকৃত অধিকারী। বান্দা যা কিছু বলতে পারে, তার মধ্যে আপনি সবচেয়ে অধিক হকদার। আর আমরা সবাই আপনারই বান্দা।

[141] মুসান্নাফ, হাদিস ৪৯৮২।

আপনি যা দেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না; আর আপনি যা রুখে দেন, তা কেউ দিতে পারে না। ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ক্ষমতা দিয়ে আপনার থেকে কিছু লাভ করতে পারে না। [142]

হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কুনুতে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَلَا أَرَى وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعَى، وَإِنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি দেখেন, আমি দেখি না। আপনি সর্বোচ্চ দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। অবশ্যই আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন, আর নিশ্চয়ই আখিরাত ও দুনিয়া — উভয়ই আপনারই অধীন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় চাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া থেকে। [143]

ইব্রাহীম নাখাঈ বলতেন, কুনুতে বলোঃ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ[144]

[142] মুসান্নাফ, ২/৯৫, হাদিস ৬৮৯০

[143] মুসান্নাফ, হাদিস ৬৮৯১

[144] মুসান্নাফ, হাদিস ৬৮৯২

ইবনু মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুনুত শিক্ষা দিয়েছেন,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার প্রশংসা করি উত্তমভাবে।

আমরা আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না। আর আমরা আপনার সঙ্গে অবাধ্যতা করে এমন সকলকে প্রত্যাখ্যান করি ও ত্যাগ করি।

হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনাকেই আমরা ইবাদত করি, আপনাকেই আমরা সালাত আদায় করি ও সিজদা করি, আর আপনার দিকেই আমরা ছুটে যাই এবং তৎপর হই।

আমরা আপনার রহমতের আশা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার কঠিন শাস্তি কাফেরদের ওপর আপতিত হবারই উপযুক্ত। [145]

ইব্রাহীম নাখাঈ বলেছেন,

لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ، إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ

কুনূতে বিতরে (নামাজে) কোনো নির্ধারিত (নির্দিষ্ট) দোয়া নেই; এটা মূলত দোয়া ও ইস্তিগফার। [146]

---

[145] মুসান্নাফ, হাদিস ৬৮৯৩

[146] মুসান্নাফ, হাদিস ৬৮৯৪

(৫) ইবনু খুজাইমাহ সহীহ সনদে, কুনুতের শেষার্ধে

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهَ الْحَقِّ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ، وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ، وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَمَسْأَلَتِهِ :اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ

হে আল্লাহ! আপনি সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, যারা আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে, আপনার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে এবং আপনার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখে না।

আপনি তাদের কথাগুলোতে মতভেদ সৃষ্টি করুন, তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিন, এবং তাদের ওপর আপনার গজব ও শাস্তি বর্ষণ করুন। হে সত্যের একমাত্র উপাস্য!

এরপর সে নবী ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে এবং মুসলিমদের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কল্যাণের দোয়া করে, তারপর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তিনি বলতেন: যখন তিনি কাফেরদের প্রতি অভিশাপ শেষ করতেন, নবী ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠ করতেন, এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তখন তিনি এই দোয়া করতেন:

হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনাকেই আমরা ইবাদত করি, আপনার জন্যই সালাত আদায় করি ও সিজদা করি। আপনারই দিকে আমরা দ্রুত ছুটে যাই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার রহমতের আশা করি,

আর আপনার কঠিন শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি সেই ব্যক্তিকে ঘিরে ফেলবে যাকে আপনি শত্রু মনে করেন। [147]

কুনূত রুকুর আগেঃ

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.) বলেন:
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ "قَالَ مُحَمَّدٌ :وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহিম নাখাঈ থেকে — যে, ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বছরের পুরো সময়ই বিতরের নামাজে কুনূত পড়তেন এবং তা রুকুর আগে পড়তেন।
ইমাম মুহাম্মদ বলেন: আমরা এ মত গ্রহণ করি, এবং এটিই ইমাম আবু হানিফার মত। [148]

ইবনু আবি শাইবা (রহ.) বর্ণনা করেছেন:

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ ইবন হারূন, তিনি হিশাম দাস্তুয়ায়ী থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম (আন-নাখাঈ) থেকে, তিনি আলকামা থেকে, যে

[147] সহীহ ইবনে খুজাইমাহ ২/১৫৫, হাদিস ১১০০।
[148] কিতাবুল আছার ১/৫৬৯, নাম্বার ২১১।

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বিতরের নামাজে রুকুর পূর্বে কুনূতের দোয়া পড়তেন। [149]

ইমাম তিরমিযী বলেন,
বিতরের কুনুতের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, সারা বছর (প্রতি রাতে) বিতরের নামাযে কুনুত পাঠ করতে হবে। তিনি রুকূ করার পূর্বে কুনূত পাঠ করা পছন্দ করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞের এটাই মত। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক এবং কুফাবাসীগণও একইরকম মত দিয়েছেন। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কেবল রামাযান মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই রুকূ করার পর কুনূত পাঠ করতেন, অন্য সময়ে কুনুত পাঠ করতেন না। কিছু বিশেষজ্ঞ এ মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও এ কথাই বলেছেন। [150]

কুনূত ইমাম আবু হানীফার মতে ওয়াজিব, সাহেবাইনের মতে সুন্নাত। (কাসানী)

[149] মুসান্নাফ ২/৯৭, হাদিস ৬৯১১।
[150] তিরমিযী ৪৬৪।

কুনূতে নাজিলার হুকুম

বুখারী,

وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

বানী সুলায়মের গোত্রের উপর বদদু'আ করার জন্য মাসব্যাপী (তিনি (ফজরের সালাতে) কুনূত (নাযিলা) পড়েছিলেন। [151]

মুসলিম,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ **ثُمَّ تَرَكَهُ** .

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবে কিছু গোত্রের জন্য এক সময়ে একমাস যাবৎ বদ-দুআ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। [152]

বুখারী,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .رضى الله عنه .أَنَّ رِعْلاً، وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَدُوٍّ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ، وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ

[151] বুখারী ৭৩৪১।
[152] মুসলিম ৬৭৭।

ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا، أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا. وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ. زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ، مِنَ الأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ، قُرْآنًا كِتَابًا. نَحْوَهُ

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনূ লিহ্ইয়ানের লোকেরা শত্রুর মুকাবালা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাহায্য চাইলে সত্তরজন আনসার সাহাবী পাঠিয়ে তিনি তদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে ক্বারী নামে অভিহিত করতাম। তারা দিনে লাকড়ি জুটাতেন এবং রাতে সালাতে কাটাতেন। যেতে যেতে তাঁরা বি'রে মাউনার নিকট পৌঁছলে তারা (ঐ গোত্রগুলির লোকেরা) তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতে আরবের কতিপয় গোত্র যথা রিল, যাকওয়ান, উসায়্যাহ এবং বনূ লিহ্ইয়ানের প্রতি বদদু'আ করে কুনূত পাঠ করেন। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল) بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا অর্থাৎ আমাদের কাওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

ক্বাতাদাহ (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতে আরবের কতিপয় গোত্র- তথা রি‘ল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহ্ইয়ানের প্রতি বদদু‘আ করে কুনূত পাঠ করেছেন।
[ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ] খলীফা (রহ.) এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু যুরায় (রহ.) ও সা‘ঈদ ও ক্বাতাদাহ (রহ.)-এর মাধ্যমে আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা সত্তরজন সকলেই ছিলেন আনসার। তাঁদেরকে বি‘রে মাউনা নামক স্থানে শাহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, এখানে قُرْاٰنًا শব্দটি কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [153]

আরো বিস্তারিত জানতে আমার আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ কিতাবুস সালাত দেখতে পারেন।

আমি বলি: তিনি (নবী ﷺ) এক মাস পর্যন্ত বিতর ছাড়া অন্য নামাজে কুনূত করেছেন, তারপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। আর এই পরিত্যাগই পরে ঘটেছে, এবং তা উদ্দেশ্যমূলক ছিল। আর এ পরিত্যাগের ওপর ভিত্তি করেই ফতোয়া।

[153] বুখারী ৪০৯০।

কুনুত পড়া বেদাতঃ

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ **قَالَ أَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ** .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ . وَاخْتَارَ أَنْ لاَ يَقْنُتَ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ

আবু মালিক আল-আশজাঈ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর, উমার ও উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন এবং এই কুফা শহরে প্রায় পাঁচ বছর যাবত আলী ইবনু আবু তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। তারা কি কুনুত পাঠ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে বৎস! **এটা তো বিদ’আত।**

আবু ঈসা বলেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। বেশিরভাগ বিদ্বান এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, ফযরের নামাযে কুনুত পাঠ করে নিলে সেটাই উত্তম এবং যদি পাঠ না করে তাও উত্তম। কিন্তু তিনি পাঠ না করাই অবলম্বন করেছেন। ইবনুল মুবারাকের মতেও ফযরে কোন কুনূত নেই। আবু ঈসা বলেনঃ এ হাদীসের রাবী আবু মালিক আল-আশজাঈর নাম সা’দ ইবনু তারিক ইবনু আশইয়াম। [154]

[154] সুনান তিরমিযী ৪০২। সুনান ইবনু মাজাহ ১২৪১।

নাসাঈ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ **قَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ**

আবূ মালিক আল আশজা'ঈ (রহ.)-এর সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি কুনূত পড়েননি। আর আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনেও সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েননি। আর 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েননি। উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনুত পড়েননি। আর 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) -এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েননি। এরপর বললেন, হে বৎস! **এটা বিদ'আত** (নতুন আবিষ্কৃত)। [155]

বায়হাকী একটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজে কুনূত পড়তে নিষেধ করেছেন। [156]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন,

قُلتُ: فَهَلْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قُنُوتٌ؟ قَالَ: لَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، إِلَّا فِي الْوِتْرِ. بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ قَطُّ

---

[155] সুনান নাসাঈ ১০৮০।

[156] আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস ৩১৬০। দারুল কুতুব।

إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ. وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ. وَبَلَغَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَنَتَيْنِ، فَلَمْ أَرَهُ قَنَتَ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ.

আমি (মুহাম্মদ ইবনুল হাসান) বললাম: সালাতগুলোর কোনোটিতে কি কুনূত আছে? তিনি (ইমাম আবু হানিফা) বললেন: না, কোনো নামাজেই কুনূত নেই — সফরে হোক বা অবস্থানকালে — শুধুমাত্র বিতর ব্যতীত।

আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কুনূত করেননি, শুধু একবার করেছিলেন এক মাসের জন্য, যখন তিনি মুশরিকদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন — তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন।

আর আমাদের কাছে এ খবরও এসেছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কখনো কুনূত করেননি।

এবং আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ (রহ.) বলেছেন: আমি দুই বছর পর্যন্ত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গী ছিলাম, কিন্তু তাকে কখনো সফরে বা অবস্থানে কুনূত করতে দেখিনি।[157]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তার আল-আছার কিতাবে বলেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرَ قَانِتًا فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، قَنَتَ فِيهِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لَمْ يُرَ قَانِتًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُرَ قَانِتًا بَعْدَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম (আন-নাখাঈ) থেকেঃ

[157] আল-আসল ১/২৫৬-২৫৭। দার ইবনে হাজম।

নবী করীম ﷺ-কে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত ফজরের নামাজে কুনূত করতে দেখা যায়নি, শুধু এক মাস ব্যতীত।
সেই মাসে তিনি মুশরিকদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন। তাকে তার আগে বা পরে আর কখনো কুনূত করতে দেখা যায়নি।
আর আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত কুনূত করতে দেখা যায়নি। [158]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তার আল-মুয়াত্ত্বা কিতাবে বলেন,
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম মালিক (রহ.), তিনি নাফে' থেকে বর্ণনা করেন: ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ফজরের নামাজে কুনূত করতেন না।
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ.) বলেন: আমরা এই বর্ণনা অনুযায়ী আমল করি, এবং এটিই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। [159]

ক্বাদ্বী আবূ ইউসুফ তাঁর আল-আছার কিতাবে বলেন,
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، لَمْ يُرَ قَانِتًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

[158] আল-আছার, হাদিস ২১৫।
[159] মুয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃ ৯১, হাদিস ২৪২।

ইউসুফ ইবনে আবু ইউসুফ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হানিফা (রহ.) থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম (আন-নাখাঈ) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে —
নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজে কুনূত করেননি, শুধুমাত্র এক মাস ব্যতীত। সে সময় তিনি মুশরিকদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন। তাকে তার আগে বা পরে কখনো ফজরে কুনূত করতে দেখা যায়নি। [160]

ইমাম তাহাবী তাঁর শারহে মাআনিল আছার কিতাবে বলেন,
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ , فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ , قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাজে কুনূত করা উচিত নয় — তা যুদ্ধের সময় হোক বা অন্য কোনো অবস্থায়।
আমাদের বর্ণিত দলিল-প্রমাণ, কিয়াস (তুলনামূলক বিশ্লেষণ) ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এটিই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহিমাহুমুল্লাহ)র মত। [161]

ইমাম সারাখসী বলেন,

[160] আল-আছার, পৃ ৭০, হাদিস ৩৪৯।
[161] শারহে মাআনিল আছার ১/২৫৩, নাম্বার ১৫১২।

قَالَ (وَلَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ سِوَى الْوِتْرِ عِنْدَنَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا

وَقَدْ صَحَّ قُنُوتُهُ فِيهَا فَمَنْ قَالَ إنَّهُ انْتَسَخَ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ بِالدَّلِيلِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي حُرُوبِهِ كَانَ يَقْنُتُ عَلَى مَنْ نَاوَاهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(وَلَنَا) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ،

وَهَكَذَا عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانٍ وَيَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَلَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [آل عمران: ١٢٨] الْآيَةَ تَرَكَ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ سِنِينَ وَخَلْفَ عُمَرُ كَذَلِكَ فَلَمْ أَرَ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

তিনি (হানাফি ইমাম) বলেন: "আমাদের মতে বিতর ছাড়া অন্য কোনো নামাজে কুনূত নেই।"

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: ফজরের নামাজে, দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পর কুনূত করতে হয়। তিনি দলিল হিসেবে আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস পেশ করেন, যেখানে বলা হয়েছে: "নবী ﷺ ফজরের নামাজে কুনূত করতেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।" তিনি বলেন: এই কুনূত সহীহ প্রমাণিত। যদি কেউ বলেন এটি রহিত হয়েছে, তাহলে তার ওপর প্রমাণ আনা আবশ্যক। এছাড়াও প্রমাণ আছে যে,

আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর যুদ্ধসমূহে, ফজরের নামাজে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কুনূত করতেন।

আমাদের (হানাফি) পক্ষ থেকে দলিল: ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ফজরের নামাজে এক মাস কুনূত করেছিলেন, যেখানে তিনি আরবদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন — তারপর তা ত্যাগ করেন।

আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও এসেছে, তিনি বলেন: নবী ﷺ ফজরের নামাজে এক মাস বা চল্লিশ দিন কুনূত করেছিলেন, যেখানে তিনি রা'ল ও যাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন। তিনি তাঁর কুনূতে বলতেন:

"হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের ওপর আপনার কঠিন আঘাত বর্ষণ করুন, এবং তাদেরকে ইউসুফ (আঃ)-এর দুর্ভিক্ষের মতো কষ্ট দিন।"

এরপর যখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন:

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [আলে ইমরান: ১২৮]

তখন নবী ﷺ এই দোয়া ত্যাগ করে দেন।

এছাড়া, আবু উসমান নাহদী (রাঃ) বলেন: আমি বহু বছর আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, এবং একইভাবে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এরও। কিন্তু তাঁদের কাউকেই আমি কখনো ফজরের নামাজে কুনূত করতে দেখিনি। [162]

[162] আল-মাবসূত্ব ১/১৬৫। মোট খন্ড ৩১।

মানসূখ হওয়ার অভিমত,

ইমাম বুখারী ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الأَخِيرَةِ ". ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফজরের সালাতের শেষে রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে শুনেছেন, ربنا ولك الحمد হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আপনারই জন্য। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি অমুক অমুক লোকের উপর অভিশাপ দিন। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেনঃ ''আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন- এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই। কেননা তারা হচ্ছে যালিম''- (সূরাহ আলে 'ইমরান ৩/১২৮)। [163]

ইমাম বুখারী আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ". يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا ". لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ} الآيَةَ

[163] বুখারী ৭৩৪৬।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্যে বদদু'আ অথবা দু'আ করার মনস্থ করতেন, তখন সালাতের রুকূর পরেই কুনূতে নাযিলা (বদ্দু'আ ও হিফাযাতের জন্য অবতারিত দু'আ) পড়তেন। কখনো কখনো سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনু ওয়ালিদ, সালামাহ ইবনু হিশাম এবং আইয়াশ ইবনু আবূ রাবিয়াহকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তিকে ইউসুফ (আঃ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষে পরিণত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাগুলোকে উচ্চস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি গোত্রের ব্যাপারে ফজরের সালাতে বলতেন, হে আল্লাহ! অমুক এবং অমুককে লা'নাত দিন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেনঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ।[164]

ইমাম মুসলিম আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " . ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতে কিরআত শেষ তাকবীর দিয়ে রুকূ'তে গিয়ে রুকূ' থেকে যখন মাথা উঠাতেন তখন বলতেনঃ "সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ, রব্বনা- ওয়ালাকাল

[164] বুখারী ৪৫৬০।

হামদ'' – (অর্থাৎ- যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন। হে আমাদের প্রভু! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট)। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বলতেনঃ হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদ, সালামাহ ইবনু হিশাম ও আইয়্যাশ ইবনু রবী'আহ এবং দুর্বল ও নিপীড়িত মু'মিনদের নাযাত দান করো। হে আল্লাহ! তুমি মুযার গোত্রকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করো। আর ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ দিয়ে তাদের শায়েস্তা করো। হে আল্লাহ! তুমি লিহইয়ান, রি'লান, যাকওয়ান ও উসাইয়্যাহ গোত্রের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করো। কেননা তারা আল্লাহ এবং তার রসূলের অবাধ্য হয়েছে। অতঃপর আমরা জানতে পারলাম যে, আয়াত- "হে নবী! এর ব্যাপারে তোমার কোন করণীয় নেই। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করুন আর তাদেরকে শাস্তি দান করুন এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ ইখতিয়ারের অধিকারী। কেননা তারা তো যালিম" (সূরাহ আ-লি ইমরান ৩/১২৮)। অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে কুনুত পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। [165]

সুতরাং কুরআনে করীমের আয়াতই নাসিখ এবং কুনুতে নাজিলাহ মানসূখ।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ কিতাবুস সালাত দেখুন।

[165] মুসলিম ৬৭৫।

‘সিজদাহ সাহু’

একজন মিথ্যাবাদী শায়খ বলেছেন: হানাফি সমাজে প্রচলিতভাবে যেভাবে ‘সিজদাহ সাহু’ (ভুল সংশোধনের সিজদা) করা হয়, তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ডানদিকে একবার সালাম ফিরানো সম্পর্কেও কিছুই প্রমাণিত নয় — এমনকি একটি জাল হাদীসও নেই। সিজদাহ সাহুর পর তাশাহহুদ (আতাহিয়্যাত) পড়া সম্পর্কেও যে হাদীস এসেছে তা মুনকার (বিরুদ্ধ বা দুর্বল)। যেমনটি সুনান আবু দাউদে, পৃষ্ঠা ১০২–১০৩ এ এসেছে। সুতরাং সিজদাহ সাহুর পর তাশাহহুদ নেই।

আর যা ‘ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)’ থেকে সিজদাহ সাহুর পর তাশাহহুদের বর্ণনায় এসেছে, তা মুনকার; কারণ সহীহ বুখারিতে ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর যে রেওয়ায়েত এসেছে, তাতে এই তাশাহহুদের উল্লেখ নেই।

আমাদের দলীলঃ

সহীহ বুখারী,

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ. فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ قَالَ " وَمَا ذَاكَ ". قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، **فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ**

‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করলেন। রাবী ইব্রাহীম (রহ.) বলেনঃ

আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেনঃ তা কী? তাঁরা বললেনঃ আপনি তো এরূপ এরূপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে ক্বিবলা (কিবলা/কেবলা)হমুখী হলেন। আর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরলেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা দেয়। [166]

সহীহ মুসলিম,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَخَرَجَ مُغْضَبًا **فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ** .

ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আসরের সালাত আদায় করতে তিন রাক'আত আদায় করার পর সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি তার বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। তখন দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট

[166] বুখারী ৪০১।

খিরবাক নামক জনৈক ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এরপর সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছিলেন তা বর্ণনা করল। এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত মনে চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আসলেন এবং লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ লোকটি কি ঠিক কথা বলছে? সবাই জবাব দিলো, হ্যাঁ সে ঠিক বলেছে। তখন তিনি আরো এক রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দুটি সাহু সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। [167]

সুতরাং বুখারী মুসলিমের উভয় হাদিস থেকে প্রমাণিত হল সিজদা সাহু সালামের পরে ও সালামের আগে।

সিজদা সাহুর পরে তাশাহহুদঃ দুজন সাহাবী থেকে

তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও হাকিম ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নামায আদায় করালেন। তিনি ভুল করলেন, তারপর দুটি সিজদা করলেন, তারপর তাশাহহুদ পাঠ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

আবূ ঈসা বলেনঃ হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন অন্যান্য হাদীস আবূ কিলাবার চাচা আবূল মুহাল্লাব হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এ হাদীসটি খালিদ আল-হাযযা হতে, তিনি কিলাবা হতে তিনি আবূল মুহাল্লাব হতে বর্ণনা করেছেন। আবূল মুহাল্লাব-এর নাম আব্দুর রহমান। তাকে মুয়াবিয়া ইবনু আমরও বলা

[167] মুসলিম ৫৭৪।

হয়। আব্দুল ওয়াহহাব আস সাকাফী হুশাইম ও অন্যান্যরা এ হাদীসটি খালিদ আল-হায্যা হতে তিনি আবূ কিলাবা হতে পূর্ণটাই বর্ণনা করেছেন। ইমরান ইবনু হুসাইনের অপর বর্ণনায় আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালেন। এক ব্যাক্তি উঠে দাঁড়াল, তাঁর নাম ছিল খিরবাক।

সিজদা সাহুর পর তাশাহহুদ পাঠের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল আছে। একদল বলেছেন, সিজদা করার পর তাশাহহুদ পাঠ করবে, তারপর সালাম ফিরাবে। অপর দল বলেছেন, সিজদা সাহুর পর তাশাহহুদ নেই, সালামও নেই। সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা করলে তাশাহহুদ পাঠ করবে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। তারা উভয়ে বলেছেন, সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা সাহু করলে তাশাহহুদ পাঠ করবে না। [168]

قلتُ: ورواه أبو داود[169] وقال المحدث شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح، والحاكم[170]، وقال الحافظ في بلوغ المرام[171] : رواه أبوداود والترمذي وحسنه،

[168] তিরমিযী ৩৯৫।

[169] سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ، حديث 1039

[170] المستدرك على الصحيحين، حديث 1208 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[171] الحافظ العسقلاني، بلوغ المرام، حديث 332

والحاكم وصححه، وابن حبان في صحيحه[172] وقال المحقق شعيب الأرنؤوط إسناده قوي، ورواه في صحيحه ابن خزيمة[173] أيضا

ইমাম তাহাবী সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ , فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ , فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে এবং নিশ্চিত না হয় যে সে তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত — তাহলে সে যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি মনে করে, তা অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করুক। তারপর সালাম ফিরাক, এরপর সাহু সিজদা করুক, তাশাহহুদ পড়ুক এবং আবার সালাম ফিরাক।" [174]

আমি বলি: এটি ছিল নবী ﷺ-এর বাণী (قول)। আর যা 'ইমরান (ইবন হুসাইন)' বর্ণনা করেছেন — তা ছিল তাঁর (নবী ﷺ-এর) কাজ (فعل)। আর এটি 'ইমরান'-এর বর্ণনার জন্য একটি সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। এতে করে 'আশআস ইবন আবদুল মালিক'-এর একক বর্ণনার ব্যাপারে যে আপত্তি তোলা হয়েছিল — তা দূর হয়ে যায়।

---

[172] صحيح ابن حبان، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثَانِيًا، حديث 2670 ، 2672 مؤسسة الرسالة

[173] صحيح ابن خزيمة، بَابُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّي بَعْدَ السَّلَامِ، حديث 1062

[174] শারহে মাআনিল আছার ২৫১৮।

ইমাম শাফী তাঁর আল-উম্ম কিতাবে বলেন,

إِذَا كَانَتْ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ لَهُمَا وَإِذَا كَانَتَا قَبْلَ السَّلَامِ أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ

যদি সাহু সিজদা দুটো সালামের পরে হয়, তাহলে আলাদা তাশাহহুদ পড়া উচিত। আর যদি সিজদা দুটো সালামের আগে হয়, তাহলে প্রথম তাশাহহুদই যথেষ্ট হবে। [175]

ডান দিকে এক সালাম,

উল্লেখ্য ডানে-বামে দুটি সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়। প্রথম সালামটি ওয়াজিব, দ্বিতীয়টি মুস্তাহাব।

[175] আল-উম্ম ১/১৫৫।

সালাতে অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ

আবদুর রাজ্জাক (রহ.) বর্ণনা করেছেন:

হিশাম ইবনে হাসান → হাফসা বিনতে সিরীন → আবুল ‘আলিয়া (রহ.) থেকে, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا , فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءٌ , فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ , فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " : مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ , ثُمَّ لِيُعِدْ صَلاتَهُ

একদিন নবী করীম ﷺ সাহাবাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করছিলেন। এমন সময় এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এসে পানিভর্তি একটি কূপে পড়ে গেলেন।

তখন নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবি হাসতে লাগলেন। নবী ﷺ সালাত শেষ করার পর বললেন:

"যে হাসল, সে যেন নতুন করে ওযু করে, তারপর তার নামাজ পুনরায় পড়ে নেয়।" [176]

আমি বলি: এটি মুরসাল হাদীস (সাহাবির নাম উল্লেখ ছাড়া তাবিয়ি নবীর কথা বলছেন), তবে বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত (ثقات)।

আবদুর রাজ্জাক (রহ.) বর্ণনা করেন: মা‘মার → কাতাদা → আবুল ‘আলিয়া রিয়াহী থেকে —

أَنَّ رَجُلا أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ , فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ , " فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ , " قَالَ مَعْمَرٌ :وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ,عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ,عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ,مِثْلَ ذَلِكَ

[176] মুসান্নাফ, হাদিস ৩৭৬০।

এক অন্ধ ব্যক্তি একটি কূপে পড়ে যান, তখন নবী করীম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ হাসলেন।
নবী ﷺ বললেন:
"তোমাদের মধ্যে যারা হাসলে, তারা যেন নামাজ পুনরায় আদায় করে নেয়।"
মা'মার বলেন: আমাকে আয়ূব (সাখতিয়ানি) খবর দিয়েছেন, তিনি হাফসা বিনতে সিরীন থেকে, তিনিও আবুল 'আলিয়া থেকে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন। [177]
আমি বলি: এটি মুরসাল হাদীস (সাহাবির নাম উল্লেখ ছাড়া তাবিয়ি নবীর কথা বলছেন), তবে বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত (ثقات)।

আব্দুর রাজ্জাক আরও বর্ণনা করেছেন: সাওরী → খালিদ → উম্মুল হুছায়ল → আবুল 'আলিয়া (রহ.) থেকে, তিনি বলেন:
بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ , فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ , " فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ , وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ
একবার রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে নামাজ পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি (অন্ধ) এসে মসজিদের পাশে একটি কূপে পড়ে যান। তখন কিছু লোক হাসে। নবী ﷺ আদেশ দেন:
"যে হাসেছে, সে যেন পুনরায় ওযু করে এবং নামাজ আদায় করে নেয়।"
178

আমি বলি: এটি মুরসাল হাদীস (সাহাবির নাম উল্লেখ ছাড়া তাবিয়ি নবীর কথা বলছেন), তবে বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত (ثقات)।

---

177 মুসান্নাফ, হাদিস ৩৭৬১।
178 মুসান্নাফ, হাদিস ৩৭৬৩।

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা কিতাবে বলেন,

وَمِنْ مَرَاسِيْلِ أَبِي العَالِيَةِ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ :الأَمْرُ بِإِعَادَةِ الوُضُوْءِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَبُو حَنِيْفَةَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ

আবুল 'আলিয়া (রহ.)-এর মুরসাল হাদীসগুলোর মধ্যে একটি হলো — যার সনদ তাঁর পর্যন্ত সহীহ হিসেবে প্রমাণিত — নামাজে হাসলে ওযু ও নামাজ উভয় পুনরায় করার নির্দেশ। এবিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং অন্যান্য জ্ঞানী ইমামগণও এই মতই পোষণ করেছেন। [179]

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ কিতাবুস সালাত দেখুন।

[179] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২১২

ঘাড় মাসেহ্ করা

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু আসিম আল আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। রাবী বলেন, তাকে বলা হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযু (কেমন ছিল) আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানির পাত্র আনালেন। তারপর তা থেকে দু'হাতের ওপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুলেন তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে এক আজলা পানি দ্বারা কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরূপ তিনবার করলেন। পুনরায় পানিতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। আবার হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে মাথার সামনে ও পিছনে দু'হাত দিয়ে মাসাহ করলেন- তারপর, উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধুলেন, এরপর বললেনঃ এরূপ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযু।

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا . وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ . وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

'আমর ইবনু ইয়াহইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উক্ত সনদ দ্বারা এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি ঢেলে ঝাড়লেন, এক হাতে পানি নিয়ে করেছেন এ কথাটি তিনি বলেননি। অবশ্য এ বাক্যটির পরে নিম্নের বাক্যগুলো বর্ধিত করেছেন; মাথা মাসাহ করার সময় হাত দু'খানা মাথার সম্মুখভাগে রাখলেন এরং পরে তা টেনে মাথার পেছনভাগে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আবার পূর্বের জায়গায় অর্থাৎ যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সেখানে নিয়ে আসলেন এবং পরে পা দু'খানা ধুলেন। [180]

ওয়াঈল ইবন হুজর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَمَسَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ بِهَا عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَمَسَ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَحَفَنَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا واسْتَنْشَقَ ، واسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَحَمَلَ بِهِمَا مَاءً فَغَسَلَ ، وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، وَمَسَحَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ خِنْصَرَهُ فِي دَاخِلِ أُذُنِهِ ، لِيُبَلِّغَ الْمَاءَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَقَبَتَهُ ، وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءِ الْوَجْهِ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا حَتَّى مَا وَرَاءَ الْمِرْفَقِ ، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ بِالْيُمْنَى حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ ظَاهَرَ أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ رَقَبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى

[180] মুসলিম ২৩৫।

ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهَا وَجَاوَزَ بِالْمَاءِ الْكَعْبَ ، وَرَفَعَ فِي السَّاقِ الْمَاءَ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى تَحَدَّرَ مِنْ جَوَانِبِ رَأْسِهِ وَقَالَ : " هَذَا تَمَامُ الْوُضُوءِ

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র আনা হলো। তিনি তিনবার ডান হাতে পানি ঢাললেন, এরপর তিনি ডান হাতটি পাত্রে ডুবিয়ে বাম হাতে ঢাললেন তিনবার। এরপর ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে কুলকুচি করলেন, নাকে পানি নিলেন এবং তিনবার নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনি দুই হাত পাত্রে ডুবিয়ে পানি নিয়ে মুখ ধুলেন তিনবার এবং দাড়িতে পানি প্রবেশ করালেন। এরপর কানের ভিতরের অংশ মুছলেন এবং কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে ভিতরে পানি পৌঁছালেন। এরপর **ঘাড় মাসাহ** করলেন, এবং মুখ ধোয়ার সময় অবশিষ্ট পানিতে দাড়ির ভিতরের অংশে মাসাহ করলেন। তারপর ডান হাত কনুই ছাড়িয়ে তিনবার ধুলেন, তারপর বাম হাতও একইভাবে। এরপর তিনবার মাথা মাসাহ করলেন, কানদুটোর বাইরের অংশ মাসাহ করলেন, এবং আবার **ঘাড় ও দাড়ির ভিতর** মাসাহ করলেন **মাথা ধোয়ার পানি দিয়ে**। এরপর ডান পা তিনবার ধুলেন, আঙুলের মধ্যে পানি পৌঁছালেন, গোড়ালি ছাড়িয়ে পানি উঠালেন। তারপর বাম পায়ে একই কাজ করলেন। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে মাথার উপরে ঢাললেন, যাতে তা মাথার চারপাশ দিয়ে বেয়ে পড়ে। এরপর বললেন: **"এই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ওযু।"**[181]

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ النَّسَائِيُّ :لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَفِي سَنَدِ

[181] আল-মুজামুল কাবীর ২২/৪৯ হাদিস ১১৮।

الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِي حَدِيثِ الْبَزَّارِ طُولٌ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ يَأْتِي فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [182]

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ "رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةً " قَالَ الْقَذَالُ: السَّالِفَةُ الْعُنقُ

তিনি (হাদীসের রাবি) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি মাথা মাসাহ করতেন এমনভাবে যে, তা গিয়ে পৌঁছত মাথার পেছনের অংশ 'কাযাল' পর্যন্ত এবং ঘাড়ের সামনের অংশ পর্যন্ত, একবারে।" আর "القذال" বলতে বোঝানো হয়েছে ঘাড়ের পেছনের উপরের অংশ।[183]

আবূ উবাইদ (ওফাত ২২৪ হি) আত-তুহুর কিতাবে বলেন,

فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَانَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , قَالَ : مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

মূসা ইবনে তালহা বলেছেন "যে ব্যক্তি ওযুর সময় মাথার সাথে সাথে ঘাড়ের পেছনের অংশ (কফা) মাসাহ করে, কিয়ামতের দিন তাকে শিকল-বাঁধা (গলায় বেড়ি) থেকে রক্ষা করা হবে।" [184]

---

[182] مجمع الزوائد ج1 ص232 حديث 1178

[183] মুসনাদ ইমাম আহমাদ ২৫/৩০১, হাদিস ১৫৯৫১।

[184] أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت ٢٢٤هـ)، **الطهورللقاسم بن سلام**، باب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفا / حديث 368 / صفحة

ইবনু হাজার বলেন,

قُلْتُ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ ، لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ ، فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ

আমি বলি: এ কথা বলা যেতে পারে যে, যদিও এটি মাউকুফ (সাহাবির উক্তি), তবুও এর হুকুম মারফু'র মত (নবী ﷺ-এর হাদীসের মর্যাদাসম্পন্ন),

কারণ — এটি এমন কথা নয় যা নিজস্ব মত থেকে বলা যায়। সুতরাং এর অবস্থান হলো: মুরসাল হাদীস (অর্থাৎ, সনদের এক বা একাধিক ধাপ বাদ দিয়ে নবীর দিকে সম্পৃক্তকরণ)। [185]

وقال: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ ، وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُد ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خِرْزَادَ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ ، وَيَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ ، لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ :لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ مَسْحَ الْعُنُقِ .وَقَالَ أَصْحَابُنَا

373، الناشر: مكتبة الصحابة، جدة - الشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأول – الزيتون الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤١٢

[185] أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، **التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي الكبير** كتاب الطهارة باب سنن الوضوء مسح الرقبة في الوضوء / تحت حديث رقم 97، ج1 ص288، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٨٩م. عدد الأجزاء: ٤

هُوَ سُنَّةٌ ، وَأَنَا قَرَأْتُ جُزْءًا رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ ، وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ : هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قُلْتُ : بَيْنَ ابْنِ فَارِسٍ ، وَفُلَيْحٍ مَفَازَةٌ ، فَيُنْظَرُ فِيهَا

তিনি বলেন: ইবনু উমর (ضى الله عنهما) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"যে ব্যক্তি ওজু করবে এবং তার ঘাড় মাসাহ করবে, কিয়ামতের দিন সে শৃঙ্খল (শাস্তির বেড়ি) থেকে রক্ষা পাবে।"
আবু নুআইম তাঁর 'তারীখ আসবাহান' গ্রন্থে বলেন: আমাদের কাছে এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ → আবদুর রহমান ইবন দাউদ → উসমান ইবন খিরজাদ → উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান → মুহাম্মাদ ইবন আমর আনসারি → আনাস ইবন সিরীন → ইবন উমর (رضي الله عنهما)। তিনি বলেন:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ওজু করে এবং ঘাড়ে হাত বুলায় (মাসাহ করে), কিয়ামতের দিন তাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হবে না।"
আর ‘আল-বাহর’ গ্রন্থে রুয়াইয়ানী বলেছেন: ইমাম শাফেয়ী মাসাহ আলা উনুক (ঘাড়ে মাসাহ)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

আর আমাদের কিছু সহকর্মী (ফকীহ) বলেছেন: এটি (ঘাড় মাসাহ করা) সুন্নত।
আমি (বক্তা) এমন একটি অংশ পড়েছি — যা আবু আল-হুসাইন ইবন ফারিস তাঁর সনদসহ বর্ণনা করেছেন:

- ফুলাইহ ইবন সুলাইমান → নাফি’ → ইবন উমর (رضي الله عنهما) থেক যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি ওজু করে

এবং নিজের দুই হাত দিয়ে ঘাড় মাসাহ করে, সে কিয়ামতের দিনে শৃঙ্খল থেকে রক্ষা পাবে।"

তিনি (ইবন ফারিস) বলেন: "إن شاء الله এটি সহীহ হাদীস।"

আমি বলি (قُلْتُ): ইবন ফারিস ও ফুলাইহ-এর মাঝে একটি বিরাট ব্যবধান (সনদের দুর্বলতা বা ফাঁক) আছে, তাই তা পরীক্ষা করা দরকার। [186]

ইমাম কুদূরী হানাফী বাগদাদী (ওফাত ৪২৮ হিঃ) বলেন,

ويُسْتَحَبُّ للمُتَوَضِّئِ أن يَنْوِيَ الطَّهارَةَ، ويَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بالمَسْحِ، ويُرَتِّبَ الوُضُوءَ، فيَبْدَأَ بِما بَدَأَ اللهُ تَعالى بِذِكْرِهِ، وباليَامِنِ، ومَسْحِ الرَّقَبَةِ.

"ওজু করার সময় মুস্তাহাব হলো যে, ওজুকারী পবিত্রতার নিয়ত করবে, মাথা সম্পূর্ণরূপে মাসাহ করবে, ওজুর ক্রম সঠিকভাবে পালন করবে—এবং শুরু করবে আল্লাহ যেগুলো উল্লেখ করে শুরু করেছেন তা দিয়েই, ডানদিক দিয়ে, এবং ঘাড় মাসাহ করাও মুস্তাহাব হিসেবে বলা হয়েছে।"[187]

---

[186] التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير كتاب الطهارة باب سنن الوضوء مسح الرقبة في الوضوء / تحت حديث رقم 98

[187] মুখতাসারুল কুদূরী

তাশাহহুদে ইশারাহ

জনৈক মিথ্যাবাদি শায়খের বক্তব্যঃ আঙ্গুল দ্বারা একবার ইশারা করার কোন দলীল নেই। এর পক্ষে কোন জাল হাদিসও নেই। ছহীহ হাদিস মুতাবেক সালাম পর্যন্ত আঙ্গুল নড়াতে থাকতে হবে। অনেকে আঙ্গুল উঠিয়ে রাখে, ইশারা করেনা। এটাও ঠিক নয়। "লা য়ুহাররিকুহা" হাদিস জয়ীফ।

আমাদের দলীলঃ একবার ইশারা

(১) সহীহ মুসলিমঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ **وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .**

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে "তাশাহহুদ' পড়তে যখন বসতেন তখন বাঁ হাতটি বা হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মতো করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। [188]

(২) সহীহ মুসলিমঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا **وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ** وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাতে যখন বৈঠক করতেন তখন ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে শুধু

[188] সহীহ মুসলিম ৫৮০।

বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বাঁ হাতের তালু বাঁ উরুর উপর স্থাপন করতেন। [189]

(৩) সহীহ মুসলিমঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ **وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا** وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের সময় যখন বসতেন (বৈঠক করতেন) তখন দু'হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর উপর ছড়িয়ে রাখতেন। [190]

(৪) নাসাঈঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জনি) উপরে উঠাতেন ও তদ্দারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন। [191] সহীহ

(৫) ইবনু মাজাহঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

---

[189] সহীহ মুসলিম ৫৮০।
[190] সহীহ মুসলিম ৫৮০।
[191] সুনান নাসাঈ ১২৬৯।

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের (তাশাহহুদের) বৈঠকে বসে তাঁর দু হাত তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের তর্জনী উঁচু করতেন ও তার দ্বারা দুআ করতেন। বাম হাত তাঁর হাঁটুর উপর বিছানো থাকতো। [192] সহীহ

(৬) তিরমিযীঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُو بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَنُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসতেন তখন ডান হাত (ডান) হাঁটুতে রাখতেন, (ডান হাতের) বৃদ্ধাঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল (তর্জনী) উত্তোলন করতেন এবং তা দিয়ে দুআ করতেন এবং বা হাত বা হাটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন। -

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, নুমাইর আল-খুযাঈ, আবু হুরাইরা, আবু হুমাইদ ও ওয়াইল ইবনু হুজর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, আবু ঈসা বলেনঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান

[192] সুনান ইবনে মাজাহ ৯১৩।

গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদেই এ হাদীসটি জেনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী এবং তাবিঈগণ তাশাহহুদ পাঠের সময় ইশারা করা পছন্দ করেছেন। আমাদের সঙ্গীরা এ কথাই বলেছেন। [193] সহীহ

(৭) আবূ দাঊদঃ ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا . وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى **وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ**

তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাব। তিনি বলেন, (তা হচ্ছে এরূপঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে স্বীয় দু' হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন। তারপর ডান হাত দিয়ে স্বীয় বাম হাত ধরেন এবং রুকু'তে গমনকালে স্বীয় দু' হাত তদ্রুপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাতকে হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখেন। রুকু' হতে মাথা উত্তোলনের সময়ও তিনি উভয় হাত ঐভাবে উত্তোলন করেন। এরপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর আলাদাভাবে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় আবদ্ধ করে রাখেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা

[193] তিরমিযী ২৯৪।

করেন। (বর্ণনাকারী বলেন), আমি তাকে এভাবে বলতে দেখেছি। আর বিশর নিজের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন। [194]

(৮) আবূ দাঊদঃ আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে (তাশাহহুদ) বৈঠকে তাঁর বাম পা ডান উরু ও নলার নীচে রাখতেন এবং ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম হাটুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন ও (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। বর্ণনাকারী 'আফফান বলেন, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ আমাদেরকে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন। [195]

(৯) আবূ দাঊদঃ আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দু'আ পাঠকালে আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, অবশ্য আঙুল নাড়তেন না। [196]

---

[194] আবু দাউদ ৭২৬।

[195] আবু দাউদ ৯৮৮।

[196] আবু দাউদ ৯৮৯।

(১০) বাইহাকীঃ আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ "يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا (إذا دعا أي إذا تشهَّد)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দু'আ পাঠকালে আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, অবশ্য আঙুল নাড়তেন না। [197]

(১১) বাইহাকীঃ ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ:) قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ :ثُمَّ "قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ، وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثَلَاثَةً مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

আমি বললাম: "আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ দেখব।" অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং তাতে বললেন:

"অতঃপর তিনি (নবী ﷺ) বসে গেলেন, নিজের বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং নিজের বাম হাতটি বাম উরু ও হাঁটুতে রাখলেন, আর ডান কনুইয়ের প্রান্ত ডান উরুর উপর রাখলেন। এরপর তিনটি আঙুল মোচড়ালেন এবং একটি বৃত্ত তৈরি করলেন, তারপর নিজের শাহাদাত

[197] আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস ২৭৮৬। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

(তর্জনী) আঙুল উঠালেন — আমি দেখলাম তিনি সেটিকে নাড়া দিচ্ছেন এবং তার মাধ্যমে দোয়া করছিলেন।"

(**বাইহাকী বলেন**) অতএব, এটি সম্ভাব্য যে "নাড়ানো"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো — *সরাসরি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা*, না যে সেটিকে বারবার নাড়ানো (ঘন ঘন নড়াচড়া)। এই ব্যাখ্যা ইবনু যুবাইর (رضي الله عنه)-এর রেওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। আর আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। [198]

ইমাম বাইহাকীর ব্যাখ্যায় বৈপরিত্যের সমাধান হয়ে যায়, নতুবা **১১** নাম্বার হাদিসটি শায হয়ে যায়।

কখন ইশারা করা হবে?

ইমাম নববী শারহে মুসলিমে বলেন

وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَ

"আর 'মুসাব্বিহা' (শাহাদতের আঙুল) দিয়ে ইশারা করা — আমাদের মাজহাবে এটি মুস্তাহাব (পসন্দনীয়) কারণ সহীহ হাদীসসমূহে এর প্রমাণ রয়েছে। আমাদের আসহাব (মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ) বলেছেন: সে যেন শাহাদাতের অংশ 'إِلَّا اللهُ' বলার সময় ইঙ্গিত করে এবং ডান হাতের মুসাব্বিহা (শাহাদতের আঙুল) দ্বারা ইঙ্গিত করে।" [199]

ইমাম নববী মিনহাজুত ত্বালিবীন এ বলেন

وَيُرْسِلُ الْمُسَبِّحَةَ وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ :إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُحَرِّكُهَا

---

[198] আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস ২৭৮৭। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

[199] শারহে মুসলিম ৫/৮১। ইহয়াউত তুরাছ।

"সে মুসাব্বিহা (শাহাদতের আঙুল) ছেড়ে দেবে (স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে) এবং 'إِلَّا اللَّهُ' বলার সময় তা তুলবে, কিন্তু তা নড়াচড়া করবে না।"[200]

ইবনু আবিদীন শামী বলেন,

يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ، وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ،

সে তা (শাহাদতের আঙুল) উত্তোলন করবে নাকচ (لا إله) বলার সময় এবং তা নামিয়ে রাখবে প্রমাণ (إلا الله) বলার সময় — এটি হলো ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মত।" [201]

আরো সবিস্তারে জানার জন্য আমার কিতাব আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ কিতাবুস সালাত দেখা যেতে পারে।

আলবানী মাজহাবের দলীল একটি শাজ হাদিসঃ

وروى النسائي والبيهقي: عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا قَالَ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا - قَالَ - وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ

[200] মিনহাজুত ত্বালিবীন, পৃ ২৮। দারুল ফিকর
[201] রাদ্দুল মুহতার ১/৫০৮।

وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا . [202] **شاذ**

আমি বললাম: "আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ দেখব।" অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং তাতে বললেন:

"অতঃপর তিনি (নবী ﷺ) বসে গেলেন, নিজের বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং নিজের বাম হাতটি বাম উরু ও হাঁটুতে রাখলেন, আর ডান কনুইয়ের প্রান্ত ডান উরুর উপর রাখলেন। এরপর তিনটি আঙুল মোচড়ালেন এবং একটি বৃত্ত তৈরি করলেন, তারপর নিজের শাহাদাত (তর্জনী) আঙুল উঠালেন — আমি দেখলাম তিনি সেটিকে নাড়া দিচ্ছেন এবং তার মাধ্যমে দোয়া করছিলেন।" [203]

(এই হাদীস উল্লেখ করে **বাইহাকী নিজেই বলেন**) অতএব, এটি সম্ভাব্য যে ''নাড়ানো''-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো — *সরাসরি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা*, না যে সেটিকে বারবার নাড়ানো (ঘন ঘন নড়াচড়া)। এই ব্যাখ্যা ইবনু যুবাইর (رضي الله عنه)-এর রেওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। আর আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। [204]

যে কারণে শায

قَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ فِي رِسَالَتِهِ "البِشَارَةُ فِي شُذُوذِ تَحْرِيكِ الإِصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ وَثُبُوتِ الإِشَارَةِ": لَفْظَةُ (يُحَرِّكُهَا) شَاذَّةٌ، وَالَّذِي شَذَّ بِهَا هُوَ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، وَهُمْ: بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَشُعْبَةُ بْنُ

---

[202] **سنن النسائي**، كتاب الافتتاح، باب مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، حديث 889 / البيهقي، **السنن الكبري**، حديث 2787

[203] সুনান নাসাঈ ৮৮৯। বাইহাকী / আস সুনানুল কুবরা ২৭৮৭।

[204] বাইহাকী / আস সুনানুল কুবরা ২৭৮৭।

الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَسَلَامُ بْنُ سَلِيمٍ أَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَغَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ.

فَنَقُولُ: صَحَابِيُّ الحَدِيثِ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَيَرْوِيهِ عَنْهُ كُلَيْبٌ، وَعَنْ كُلَيْبٍ ابْنُهُ عَاصِمٌ، وَعَنْ عَاصِمٍ الجَمَاعَةُ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُمْ وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ. فَالجَمَاعَةُ المَذْكُورَةُ يَرْوُونَ الحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ بِدُونِ ذِكْرِ (يُحَرِّكُهَا)، وَزَائِدَةُ يَرْوِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بِذِكْرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ؛ فَهِيَ إِذًا شَاذَّةٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَيْسَتْ مِنْ بَابِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

আবু মুনজির আহমাদ ইবনে সাঈদ ইবনে আলী তার রিসালাহ "البِشَارَةُ فِي شُذُوذِ تَحْرِيكِ الإِصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ وَثُبُوتِ الإِشَارَةِ"-তে বলেন: "তাশাহহুদের সময় আঙুল নাড়ানোর (يُحَرِّكُهَا - 'য়ুহাররিকুহা') শব্দটি একটি 'শায্' (অপ্রচলিত ও বিরল) রেওয়ায়াত। যিনি এটি বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন জায়েদা ইবনে কুদামা, কারণ তিনি বারোজন (১২ নয় ১৪ জন) ইমামের বিরোধিতা করেছেন। তারা হলেন:

1. বিশর ইবনে আল-মুফাদ্দাল,
2. শু'বাহ ইবনে আল-হজ্জাজ,
3. সুফিয়ান আছ-ছাওরি,
4. ইবনে উয়াইনা,
5. আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস,
6. আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ,
7. জুহাইর ইবনে মুআবিয়া,
8. খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আত-তাহহান,

9. মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইল,
10. সালাম ইবনে সুলাইম আবুল আহওয়াস,
11. আবু আওয়ানা,
12. গাইলান ইবনে জামি
13. কাইস ইবনে আর-রাবি
14. মূসা ইবনে আবী কাসীর।

"আমরা বলি, এই হাদীসটি সাহাবি ওয়াইল ইবনে হুজর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন কুলাইব, কুলাইবের থেকে তার ছেলে আসিম, এবং আসিমের থেকে বর্ণনা করেছেন উপরোক্ত সব ইমামগণ ও জায়েদা ইবনে কুদামা। উল্লেখিত ইমামগণ আসিম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন 'يُحَرِّكُهَا' (আঙুল নাড়ানোর) শব্দটি ছাড়াই। কিন্তু জায়েদা ইবনে কুদামা সেই শব্দটি সহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে একটি 'শায্' (অস্বাভাবিক) শব্দ, এটি 'সিকাহ (বিশ্বস্ত রাবি)' এর অতিরিক্ত বর্ণনা হিসেবে গণ্য হয় না। আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।" [205]

জায়েদা ইবনে কুদামা'র ১টি রেওয়ায়েতকে শায়খ আলবানী নিজেই শায বলেছেন,

وَقَعَ فِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ تَصْرِيحُهُ بِسَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ، فَقَالَ زَائِدَةُ: عَنْ هِشَامٍ قَالَ: زَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ:.. فَذَكَرَ حَدِيثَ تَعْرِيسِهِ ﷺ فِي سَفَرِهِ وَنَوْمِهِ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ صَرِيحَةٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عِمْرَانَ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا تَعَرَّضَ لِذِكْرِهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ، وَلَكِنِّي أَعْتَقِدُ أَنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ، فَإِنَّ زَائِدَةَ وَهُوَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَإِنْ كَانَ

[205] أبو المنذر أحمد بن سعيد بن علي ، **البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة**، ص72، دار الحرمين للطباعة والنشر

ثِقَةٌ فَقَدْ خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَرُوحُ بْنُ عُبَادَةَ، فَرَوَيَاهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بِهِ، فَعَنْعَنَاهُ عَلَى الْجَادَّةِ.

হিশাম থেকে জায়েদা বর্ণিত রেওয়ায়েতে দেখা যায়, তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে হাসান ইবনু বাসরী ইমরান ইবনু হুসাইন থেকে শুনেছেন। জায়েদা বলেন: হিশাম থেকে তিনি বলেছেন: হাসান দাবি করেছেন যে ইমরান ইবনু হুসাইন তাকে বলেছেন... অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সফরে ঘুমিয়ে ফজরের নামাজ ফসকিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করেন। এই রেওয়ায়েত স্পষ্টভাবে ইমরান থেকে সরাসরি শোনা বোঝায়। আমি এ বিষয়ে অন্য কাউকে উল্লেখ করতে দেখিনি, তবে আমার ধারণা এটি একটি "শাযজ" (অপ্রচলিত বা বিরল) রেওয়ায়েত। কারণ, জায়েদা—যিনি ইবনু কুদামাহ, যদিও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন—তাঁর এই রেওয়ায়েতের বিরোধিতা করেছেন একাধিক ইমাম, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াজিদ ইবন হারুন ও রূহ ইবনু উবাদাহ; তাঁরা হিশাম থেকে, হাসান থেকে, ইমরান পর্যন্ত রেওয়ায়েত করেছেন, যেখানে তাঁরা 'আনআনা' (অর্থাৎ 'তিনি বলেছেন') ব্যবহার করেছেন স্বাভাবিক ধারায়। [206]

আবূল মুনযির বলেনঃ

শাইখ আলবানির জবাব ও আলোচনা: আমার রিসালাহ'র উপর শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি (আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করুন) তাঁর "تمام المنة" (তামামুল মিন্নাহ) গ্রন্থে একটি সমালোচনা করেছেন। যেখানে আমি জায়েদা বর্ণিত (يحركها) 'তিনি তা নাড়াতেন' — এই শব্দটি "শাযজ" (অপ্রচলিত/অবিচল রেওয়ায়েত) বলেছি, কারণ এটি এমন চৌদ্দজন

[206] সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বাঈফাহ ৩/১০২-১০৩, হাদিস ১০২৯

বিশুদ্ধ ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবির বিরোধিতা করেছেন — তিনি এই ব্যাপারে আপত্তি করেছেন।

আমি বলি, হে সম্মানিত শাইখ (আল্লাহ আপনাকে হিফাজত করুন): আপনার বইগুলো আমরা যদি ভালো করে দেখি, তাহলে এমন বহু জায়গা পাব যেখানে আপনি নিজেই "বিশ্বস্ত রাবি যদি অন্যদের বিরোধিতা করেন তবে তাঁর অতিরিক্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়" — এই নীতিতে অনেক হাদীস খণ্ডন করেছেন। এমনকি আপনি নিজেই দ্বাঈফা গ্রন্থে (الضعيفة, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০২ ও ১০৬) জায়েদার একটি রেওয়ায়েতকে শাযজ বলেছেন, কারণ এটি ইয়াজিদ ইবন হারুন ও রূহ ইবন উবাদার বিরোধিতা করেছে।

তাহলে আপনি আমার কেন সমালোচনা করেন, যেখানে আমি দেখিয়েছি জায়েদার রেওয়ায়েত ১৪ জন রাবির বিরোধিতা করেছে — যাদের অনেকেই জায়েদার তুলনায় ওজনদার ও নির্ভরযোগ্য? অধিকাংশ হাদীসবিদও এগুলোকে "ইশারাহ"-সম্পর্কিত হাদীসের শিরোনামে এনেছেন, যেমন আপনি নিজেই আপনার "تمام المنة"-তে উল্লেখ করেছেন। আপনি বলেছিলেন, জায়েদার হাদীস থেকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের ফায়দা পাওয়া যায়:

১. কনুইয়ের অবস্থান উরুতে নির্ধারণ।
২. দুই আঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বৃত্ত তৈরি করা।
৩. শাহাদত আঙ্গুল তুলা এবং তা নাড়ানো।
৪. দোয়ার শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল নাড়ানো চালু রাখা।
৫. ঠাণ্ডায় কাপড়ের নিচে হাত উঠানো।

ইজমালী জবাব: আমি জায়েদার হাদীসকে দুর্বল বলিনি। আমি শুধু সেই অতিরিক্ত শব্দ "يحركها" (তিনি তা নাড়াতেন)-কে দুর্বল বলেছি,

যা শাযজ ও বিরল। কারণ এটি বিশুদ্ধ রাবিগণের বিরোধিতা করে। পুরো হাদীসটি — জায়েদা থেকে হোক বা অন্য কাউকে দিয়ে — নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত ও সহীহ। এর মধ্যে সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই, বরং এখানে শুধু "يحركها" শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছে — এর আগে ও পরে বর্ণিত অংশ সহীহ। আমরা পুরো হাদীস দুর্বল বলিনি। আমরা সাহস করিনি যে নবীর বাণীকে দুর্বল বলব — আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। [207]

শায়খ আলবানির জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, শুধুমাত্র এটুকু বলা ছাড়া যে — "এটি উলামায়ে কেরাম সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হিসাবে স্বীকৃত বলে মেনে নিয়েছেন!"

তিনি তাঁর "تمام المنة" (তামামুল মিননাহ) কিতাবে লিখেছেন: "১৪০৮ হিজরির জামাদাল উলার প্রথম দিকে আমার শেষ উমরার সফরে, যখন আমি জেদ্দায় ছিলাম, তখন এক ছাত্র আমাকে "مجلة الاستجابة" (মাজাল্লাতুল ইস্তিজাবাহ) নামক সুদানী পত্রিকার একটি ফটোকপি দিল। এর শিরোনাম ছিল:

'البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة' — এটি একজন ইয়েমেনী ছাত্রের লেখা, এবং মোটের ওপর এটি শায়খ আল-গুমারীর মতের সাথেই মিল রেখেছে, তবে এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো, এতে সাহাবিদের পক্ষ থেকে 'ইশারা'-বিষয়ক হাদীসগুলো বিস্তারিতভাবে তাখরিজ (সূত্র সহ উদ্ধৃতি) করা হয়েছে, বিশেষ করে 'আসিম ইবনু কুলাইব' হতে তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'ওয়াইল ইবন হুজর' থেকে — এসব রেওয়ায়েতের উল্লেখ রয়েছে।

[207] আল-বিশারাহ পৃ ৩৯-৪০।

এর মধ্যে ‘জায়েদা ইবন কুদামা’ কর্তৃক বর্ণিত “تحريك” (নাড়ানো)-সংক্রান্ত বর্ণনাও রয়েছে এবং লেখক এর সবকটি সূত্র, পৃষ্ঠা নম্বর, উৎসসহ বিস্তারিতভাবে সংকলন করেছেন। আশা করা যায়, এ পরিশ্রমের জন্য তিনি আল্লাহর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান ও সওয়াব লাভ করবেন।

তবে আমি মনে করি — এবং আল্লাহই উত্তমভাবে জানেন — এই “تحريك” (আঙ্গুল নাড়ানো)-র ব্যাপারে ‘জায়েদা’-এর একক বর্ণনাকে "শাযজ" বা অস্বীকৃত বলে সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এর কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হবে।

প্রথম কারণ: (تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها) এই রেওয়ায়েতকে বহু আলেম গ্রহণ করেছেন এবং তার সহীহতা মেনে নিয়েছেন, এমনকি যারা তা অনুযায়ী আমল করেননি — যেমন ইমাম বাইহাকি ও ইমাম নববী (রহ.)। তাঁরা সকলেই এর ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার উপায় নির্ধারণ করেছেন। যারা সরাসরি সহীহ বলেছেন এবং যারা মৌনভাবে গ্রহণ করেছেন — উভয়েই একমত হয়েছেন ব্যাখ্যার ব্যাপারে।

কারণ, কারো কোনো হাদীস ব্যাখ্যা করা — এটি তার সহীহতা স্বীকার করারই প্রমাণ। যদি তা সহীহ না হত, তবে বাইহাকি সেটিকে শাযজ বা অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং ব্যাখ্যার রাস্তা ধরেছেন। বিশেষ করে তিনি একে ইঙ্গিতমূলক “ইশারা” হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন — “নাড়ানো” হিসাবে নয়।

এদিকে, ইয়েমেনি লেখক (এই পুস্তিকার লেখক) আবার উল্টোভাবে বলেন: ইবনুয জুবায়েরের হাদীস (যেটি “নাড়ানো নেই” বলে জানায়) — সেটিই শাযজ। এবং সেটিই আসল সত্য — যেটি পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

ফলে ‘জায়েদা’-এর রেওয়ায়েতটি বিরোধী প্রমাণ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। আর ‘ইশারা’ নিয়ে শুধু কিছু রেওয়ায়েত আছে যেগুলোতে ‘تحريك’ নেই — তার উত্তর পরবর্তী অংশে আসবে। [208]

তাহরীক / অনবরত আঙ্গুল নাড়ানোর পক্ষে শায়খ আলবানীর বক্তব্যঃ

وهذا الحديث[209] أخرجه مسلم ، والظاهر من الحديث أن الاشارة والرفع عقب الجلوس ، وما يقال : إن الرفع إنما هو عند قوله : لا إله . وفي المذهب الآخر ، عند قوله : إلا الله . فكله رأي لا دليل عليه من السنة ، وقول ابن حجر الفقيه ، كما نقله في المرقاة : ويسن ... أن يخصص الرفع بكونه مع : إلا الله لما في رواية لمسلم. فوهم محض ، فانه لا أصل لذلك ، لا في مسلم ولا في غيره من كتب السنة ، لا باسناد صحيح، ولاضعيف ، بل ولا موضوع ومثله وضع الإصبع بعد الرفع لا أصل له، بل ظاهر الحديث الآتي[210] (٩٠٧) وغيره استمرار تحريكها إلى السلام ، كما هو مذهب مالك . انظر صفة صلاة النبي ﷺ

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। হাদীস থেকে প্রকাশ পায় যে, ইশারা ও আঙুল উত্তোলন হয় বসার পরপরই।

---

[208] আল বানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃ ২১৮-২১৯। দারুর রায়াহ

[209] أي حديث 906 في المشكاة عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخمسين وَأَشَارَ بالسبابة

[210] أي حديث 907 في المشكاة: وَفِي رِوَايَةٍ :كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تلِي الْإِبْهَام يَدْعُو بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسلم

আর যেটা বলা হয় যে, আঙুল উত্তোলন "لا إله" বলার সময়, কিংবা অন্য মাযহাব অনুযায়ী "لا إله إلا الله" বলার সময় — এগুলো সবই ব্যক্তিগত মতামত, সুন্নাহ থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই।

আর ফকীহ ইবন হজর এর উক্তি যেটা মিরকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "উত্তোলন শুধুমাত্র 'لا إله إلا الله' এর সময় করা সুন্নত, কারণ মুসলিম শরীফে এমন একটি বর্ণনা আছে।"

এটি পুরোপুরি একটি ভুল ধারণা; এমনটি না মুসলিমে আছে, না অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে, না সহীহ সনদে, না দুর্বল সনদে, এমনকি জাল সনদেও নয়।

আর উত্তোলনের পর আঙুল নামিয়ে রাখা — এটারও কোনো ভিত্তি নেই।

বরং হাদীস নং (৯০৭) ও অন্যান্য হাদীসের স্পষ্ট ইঙ্গিত হলো ইশারাটি সালামের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, এটি মালিকী মাযহাবের অভিমত।

"صفة صلاة النبي ﷺ" (নবী ﷺ এর নামাযের বর্ণনা)। দেখুন। [211]

আমি বলিঃ মিশকাতের ৯০৭ নাম্বার হাদিস, যা ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন, ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের সময় যখন বসতেন (বৈঠক করতেন) তখন দু'হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন। আর

[211] মিশকাত, টিকাঃ আলবানী, হাদিস ৯০৬ ও ৯০৭।

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর উপর ছড়িয়ে রাখতেন। [212]

এই হাদিসে শায়খ আলবানীর "হাদীস নং (৯০৭) ও অন্যান্য হাদীসের স্পষ্ট ইঙ্গিত হলো ইশারাটি সালামের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে" এই কথার কোন প্রমাণ নেই। এটা নিছক উনার অনুমান ব্যতীত কিছু নয়। কোনো শায়খের অনুমান শরীয়তের দলীল হতে পারে না।

ইবনু হাজার আল-ফাকীহ'র যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে মিরকাতেঃ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ رَفْعَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ لِحَدِيثٍ فِيهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَنْ يَنْوِيَ بِرَفْعِهَا حِينَئِذٍ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ لِحَدِيثٍ فِيهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ لِلْإِتْبَاعِ الْآتِي، وَأَنْ يُخَصِّصَ الرَّفْعَ بِكَوْنِهِ مَعَ إِلَّا اللَّهُ لِمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ

ইবনু হাজর বলেন:

- ইশারার সময় আঙুল কিবলার দিকে তোলা সুন্নত, এর পক্ষে একটি হাদীস আছে, যা বর্ণনা করেছেন বাইহাকী।
- এবং আঙুল তোলার সময় তাওহীদ ও ইখলাস এর নিয়ত করাও সুন্নত, এর পক্ষে আরেকটি হাদীস আছে, সেটিও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।
- এবং চোখ যেন সেই ইশারা করা আঙুলের দিক থেকে সরে না যায়.....।

[212] সহীহ মুসলিম ৫৮০।

- আর ইশারাটি "إِلَّا اللهُ" বলার সময়ই করা হবে — এর ভিত্তি আছে মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েতে। [213]

[213] মিরকাত, ২/৭২৯, হাদিস ৯০৭

সালাতের পর হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া

ইমাম মুসলিমঃ আমির ইবনু সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তার পিতা থেকে

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ ﷺ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলিয়াহ্ হতে এসে বানু মু'আবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের সন্নিকটে গেলেন। অতঃপর তিনি উক্ত মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে সালাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘ সময় দুআ করলেন এবং দু'আ শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। তন্মধ্যে তিনি আমাকে দুটি প্রদান করেছেন এবং একটি প্রদান করেননি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তিনি আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দুআ কবুল করেছেন। তাঁর নিকট এ-ও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু'আও কবুল করেছেন। আমি তার নিকট এ মর্মেও দুআ করেছিলাম যে, যেন মুসলিমরা পরস্পর একে অপরের বিপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমার এ দুআ কবুল করেননি। [214]

[214] মুসলিম ২৮৯০।

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম সাথে।
- রাসূল সালাত আদায় করলেন, সাহাবায়ে কেরামও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন।
- রাসূল সালাত শেষে দোয়া করলেন, সাহাবায়ে কেরাম সাথে (যেহেতু তাঁরা চলে যাননি)
- তবে দোয়াতে হাত তুলেছেন এই কথা এই দোয়াতে নেই।
- এই সালাত ফরজ কোনো সালাত হবে, যেহেতু সাহাবায়ে কেরামও সাথে পড়েছেন, মানে জামাতে। (ফরজ ছাড়া যে সব সালাত জামাতে হতে পারে এখানে উল্লেখ নেই)

রাসূল সালাত শেষ করে দোয়াতে হাত তুলতেনঃ

ইমাম তাবারানী উত্তম সনদে আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন,

وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ بِدَعَوَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ

"একজন লোককে তিনি দেখলেন তার নামাজ শেষ হওয়ার আগেই দোয়ার জন্য হাত তুলে রেখেছেন। যখন লোকটি নামাজ শেষ করলো, তখন তিনি তাঁকে বললেন: 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত হাত তুলতেন না।"[215]

হাফিজ নুরুদ্দীন হাইছামী এই হাদিস সম্পর্কে বলেন,

[215] আল-মুজামুল কাবীর ১৩/১২৯ হাদিস ৩২৪

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَتَرْجَمَ لَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এতে তিনি (এই রাবিকে) উল্লেখ করে বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়াআ আল-আসলামী, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর থেকে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন, এবং এর বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য।[216]

ইবনুল মুবারক আলকামাহ ইবনু মারছাদ এবং ইসমাইল ইবনু উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَضَمَّهُمَا، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সালাত শেষ করতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং একত্র করতেন, তারপর বলতেনঃ

‘হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও — আমার অতীতের, ভবিষ্যতের, গোপনের, প্রকাশ্যের, সীমালঙ্ঘনের, এবং যেটা তুমি আমার থেকে অধিক জানো। তুমি অগ্রগামী, এবং তুমি পশ্চাদবর্তী। তোমার ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। সার্বভৌমত্ব তোমারই, এবং প্রশংসাও তোমারই।’[217]

---

[216] মাজমাউজ্জাওয়াইদ, হাদিস ১৭৩৪৫।

[217] আয-যুহদ, হাদিস ১১৫৪।

সাহাবী আলা আল-হাদ্বরামির দোয়া

ইবনু কাছীর বলেন,

وَبَعَثَ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَمَا قَدَّمْنَا إِلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ، جَاءَ إِلَيْهِ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فِي جَحْفَلٍ كَثِيرٍ، وَجَاءَ كُلُّ أُمَرَاءِ تِلْكَ النَّوَاحِي، فَانْضَافُوا إِلَى جَيْشِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَأَكْرَمَهُمُ الْعَلَاءُ وَتَرَحَّبَ بِهِمْ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ. وَقَدْ كَانَ الْعَلَاءُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ مُجَابِي الدَّعْوَةِ، اتَّفَقَ لَهُ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ النَّاسُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى نَفَرَتِ الْإِبِلُ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ زَادِ الْجَيْشِ وَخِيَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ، وَبَقُوا عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ سِوَى ثِيَابِهِمْ، وَذَلِكَ لَيْلًا، وَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهَا عَلَى بَعِيرٍ وَاحِدٍ، فَرَكِبَ النَّاسُ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُوصِي إِلَى بَعْضٍ، فَنَادَى مُنَادِي الْعَلَاءِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَسْتُمُ الْمُسْلِمِينَ؟ أَلَسْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْصَارَ اللَّهِ؟ قَالُوا :بَلَى .قَالَ :فَأَبْشِرُوا، فَوَاللَّهِ لَا يَخْذِلُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكُمْ. وَنُودِيَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَثَا النَّاسُ، **وَنَصِبَ فِي الدُّعَاءِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ**، وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى سَرَابِ الشَّمْسِ يَلْمَعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَهُوَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، فَلَمَّا لَمَعَ الثَّالِثَةَ إِذَا قَدْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَى جَانِبِهِمْ غَدِيرًا عَظِيمًا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ، فَمَشَى وَمَشَى النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبُوا وَاغْتَسَلُوا فَمَا تَعَالَى النَّهَارُ حَتَّى أَقْبَلَتِ الْإِبِلُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ بِمَا عَلَيْهَا، لَمْ يَفْقِدِ النَّاسُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ سِلْكًا، فَسَقَوُا الْإِبِلَ عَلَلًا بَعْدَ نَهَلٍ، فَكَانَ هَذَا مِمَّا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ بِهَذِهِ السَّرِيَّةِ

আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সিদ্দিক (আবু বকর রা.) আলাআ বিন হাদরামীকে তাঁদের (বাসিন্দাদের) কাছে পাঠান। যখন তিনি

বাহরাইনের নিকটে পৌঁছালেন, তখন থুমামা বিন উথাল একটি বড় দল নিয়ে তাঁর কাছে এলেন, এবং ঐ অঞ্চলের সকল শাসকরাও এলেন এবং তাঁরা আলাআ বিন হাদরামীর বাহিনীতে যোগ দিলেন। আলাআ তাদেরকে সম্মান দিলেন, অভ্যর্থনা জানালেন এবং উত্তম ব্যবহার করলেন।

আলাআ ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, জ্ঞানী, এবাদতগুজার এবং দোয়া কবুল হওয়া ব্যক্তিদের একজন। এই অভিযানে তাঁর সাথে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে: তিনি একটি স্থানে থামেন, কিন্তু লোকেরা তখনও স্থির হয়নি, এমন সময় উটগুলো তাদের উপর থাকা রসদ, তাঁবু ও পানি নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা মাটিতে পড়ে রইল, তাদের সাথে কেবল নিজেদের কাপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। তখন রাত ছিল এবং তারা একটি উটও ধরতে পারল না। সবাই চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কেউ কেউ মৃত্যুর আশঙ্কায় একে অপরকে ওসিয়ত করতে লাগল।

তখন আলাআর একজন ঘোষণা দিলেন, সবাই তাঁর কাছে জড়ো হল। তিনি বললেন: "হে লোকেরা! তোমরা কি মুসলমান নও? তোমরা কি আল্লাহর রাস্তায় নয়? তোমরা কি আল্লাহর সাহায্যকারী নও?" তারা বলল: "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন: "তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ এমন অবস্থায় থাকা মানুষকে কখনো সাহায্যহীন রাখেন না।"

ফজরের নামাজের জন্য ঘোষণা দেওয়া হল, তারা নামাজ আদায় করল। তারপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন, লোকেরাও একইভাবে বসল। তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন, লোকেরাও একইভাবে করল। সূর্য উঠা পর্যন্ত তারা সবাই দোয়া করল। লোকেরা দেখতে লাগল, সূর্যের কিরণ ঝলমল করছে একবার করে। তিনি তখনও দোয়ায় রত। যখন তৃতীয়বার সূর্যের আলো ঝলমল করল, তখন আল্লাহ তাঁদের

পাশে পরিষ্কার পানির বিশাল ঝরনা সৃষ্টি করে দিলেন। সবাই গিয়ে পান করল, গোসল করল।

দিনের আলো আরও ছড়িয়ে পড়তেই উটগুলো চারদিক থেকে ফিরে এল তাদের মালসহ — কিছুই হারায়নি, এমনকি একটি সুতা পর্যন্ত না। তারা উটদের পানি খাওয়াল পর্যায়ক্রমে। এ ঘটনা ছিল এমন এক নিদর্শন, যা এই অভিযানে লোকেরা আল্লাহর কুদরতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছিল। [218]

[218] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৯/৪৭৭।

কবর জিয়ারতে দু হাত তুলে দোয়া

ইমাম মুসলিম আম্মাজান আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قُلْنَا بَلَى . قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ **حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ** ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ " مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً " . قَالَتْ قُلْتُ لاَ شَىْءَ . قَالَ " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ " فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي " . قُلْتُ نَعَمْ . فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ . قَالَ " فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ **إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ** " . قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قُولِي السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ

আমি কি তোমাদেরকে আমার ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করে শুনাব? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন, যখন ঐ রাত আসল যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে থাকতেন। তিনি এসে তার চাদর রেখে দিলেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখলেন। পরে নিজ তহবন্দের (লুঙ্গি) একদিক বিছানায় বিছিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

অতঃপর মাত্র কিছু সময় যতক্ষণে তিনি ধারণা করলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তিনি উঠে ধীরে ধীরে নিজ চাদর নিলেন এবং জুতা পরিধান করলেন, পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর কিছু সময় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখলেন। আমি আমার জামা মাথার উপর স্থাপন করে তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে ইজার পরিধান করে, তার পেছনে রওয়ানা হলাম। **যেতে যেতে তিনি বাকী'তে" (কবরস্থানে) পৌছলেন। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন।** এবার গৃহের দিকে ফিরে রওয়ানা করলে আমিও রওয়ানা হলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্রুত রওয়ানা করলে আমিও দ্রুত চলতে লাগলাম। তাকে আরও দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আরও দ্রুত চলতে লাগলাম। এরপর দৌড়াতে আরম্ভ করলে আমি দৌড়ে তার আগেই ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং বিলম্ব না করে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে তিনি গৃহে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়িশাহ! তোমার কি হল? কেন হাপিয়ে পড়েছ? আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি জবাব দিলাম, তেমন কিছু না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হয় তুমি নিজে আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলবে নতুবা মহান আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে

দিবেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। এরপর তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তুমিই সে কালো ছায়াটি যা আমি আমার সামনে দেখছিলাম। আমি বললামঃ জী হ্যাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার বুকে একটা থাপ্পড় মারলেন যাতে আমি ব্যথা পেলাম। অতঃপর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহ ও তার রসূল তোমার ওপর অবিচার করবেন? আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখনই মানুষ কোন কিছু গোপন করে, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। হ্যাঁ অবশ্যই জানেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি আমাকে দেখেছ এ সময় আমার কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসেছিলেন এবং আমাকে ডাকছিলেন। অবশ্য তা তোমার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। আর আমিও তা গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করে তোমার নিকট গোপন রেখেছি। যেহেতু তুমি তোমার কাপড় রেখে দিয়েছ, তাই তিনি তোমার কাছে আসেননি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ তাই তোমাকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। আর আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, তুমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে।

এরপর জিবরীল (আঃ) বললেন, আপনার প্রভু আপনার প্রতি আদেশ করছেন, বাকী'র কবরবাসীদের নিকট গিয়ে তাদের জন্য দু'আ ইসতিগফার করতে। আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের জন্য কীভাবে দু'আ করব? তিনি বললেনঃ তুমি বল, "এ বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পিছনে বিদায় নিয়েছে সবার প্রতি

আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। [219]

[219] মুসলিম ৯৭৪।

হাত তুলে দোয়া করা

বুখারীঃ আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,
أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا **فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ** ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ". قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلاَ قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ. قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ **فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ** ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ". قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي

এক ব্যক্তি জুমু'আহ'র দিন দারুল কাযা (বিচার করার স্থান)-এর দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন।তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **দু' হাত তুলে দু'আ করলেন**, হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি

দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন।
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরা ও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ হতে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। অতঃপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন **দু' হাত তুলে দু'আ করলেন**, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ্! টিলা, মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ করুন। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (রাবী) শরীক (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না। [220]

বুখারীঃ আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

[220] বুখারী ১০১৪।

أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ. **فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ**، قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ

এক বেদুঈন জুমু'আহ'র দিন রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (অনাবৃষ্টিতে) পশুগুলো মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। **তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর জন্য দু'হাত উঠালেন। লোকজনও দু'আর জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন।** বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মাসজিদ হতে বের হবার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি হতে থাকল। তখন লোকটি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুসাফির ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে।[221]

বুখারীঃ আবূ হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ " فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[221] বুখারী ১০২৯।

يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. **ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا**

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযদ গোত্রের ইবনু উতবিয়া নামের এক লোককে সাদাকা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না। তখন সে দেখত পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয় না? যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সাদাকার মাল হতে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, আর গাভী হলে হাম্বা হাম্বা রব করবে আর বকরী হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **তাঁর দু'হাত এই পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?** [222]

বুখারীঃ আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

[222] বুখারী ২৫৯৭।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কা ছাড়া অন্য কোথাও দু'আর মধ্যে হাত উঠাতেন না। তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। [223]

قُلْتُ: نَفْيُ الرُّؤْيَةِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ، فَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ ثَبَتَ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي. أَوْ يُحْمَلُ حَدِيثُ أَنَسٍ عَلَى الرَّفْعِ الْبَلِيغِ الَّذِي يُرَى فِيهِ بَيَاضُ الْإِبْطَيْنِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الرَّفْعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، كَمُجَرَّدِ مَدِّ الْيَدَيْنِ وَبَسْطِهِمَا عِنْدَ الدُّعَاءِ.

আমি বলি: আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ থেকে দেখা না যাওয়ার কথা আসা মানে এই নয় যে, অন্য কেউও তা দেখেনি। কারণ, ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য দোয়া) ব্যতীত দোয়ার সময় হাত উঠানো সম্পর্কে সহীহ হাদীসগুলোতে প্রমাণ আছে। আর প্রমাণকারী বর্ণনা অপ্রমাণকারীর ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

অথবা বলা যায়, আনাস (رضى الله عنه) এর হাদীসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এতে উদ্দেশ্য হলো সেই উচ্চমাত্রার হাত তোলা যাতে বগলের সাদা অংশ দৃশ্যমান হয়। আর এটি এমন নয় যে, অন্যান্য সাধারণভাবে হাত তোলা বা প্রসারিত করার মতো দোয়ার অবস্থাকে অস্বীকার করে।

ইমাম নববী শারহে মুসলিমে এই সম্পর্কে বলেন,

يُوهِمُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يرفع ص إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قد ثبت رفع يديه ﷺ فِي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنَ غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ **وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ وَقَدْ**

[223] বুখারী ১০৩১।

جَمَعْتُ مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا مِنَ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أحدهما وذكرتها فِي أَوَاخِرِ بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعِ الرَّفْعَ الْبَلِيغَ بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ أَرَهُ رَفَعَ وَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ رَفَعَ فَيُقَدَّمُ الْمُثْبِتُونَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَهُمْ جَمَاعَاتٌ عَلَى وَاحِدٍ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

এই হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্যে মনে হতে পারে যে, নবী ﷺ কেবলমাত্র ইস্তিসকার (বৃষ্টির জন্য দোয়া) সময়ই হাত তুলতেন; কিন্তু আসল অবস্থা এমন নয়। বরং প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ দোয়ার সময় ইস্তিসকা ছাড়া অন্যান্য বহু স্থানে হাত তুলেছেন — এমন স্থান এত বেশি যে গণনা করা কঠিন। আমি সহীহ বুখারী ও মুসলিম অথবা এদের কোনো একটির ভিত্তিতে প্রায় ত্রিশটি হাদীস একত্র করেছি এবং তা "শরহুল-মুহায্যাব" বইয়ের "সিফাতুস্ সালাত" অধ্যায়ের শেষ দিকে উল্লেখ করেছি।

এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করা হবে এভাবে যে, রাসূল ﷺ ইস্তিসকার সময় ব্যতিক্রমীভাবে হাত তুলেছেন — এতটাই যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছিল। অথবা বলা যায়, "আমি তাঁকে হাত তুলতে দেখিনি" — এটি কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তবে অন্যরা হয়তো তাঁকে হাত তুলতে দেখেছে। সুতরাং, যাঁরা হাত তোলার কথা প্রমাণ করেছেন তাঁদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, বিশেষ করে যখন তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং তাঁদের বক্তব্য একজনের না-দেখার চেয়ে শক্তিশালী হয়। অতএব, এই হাদীসকে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক — যেমনটি আমরা বলেছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। [224]

---

[224] শারহে মুসলিম ৬/১৯০

আল-মাজমূ কিতাবে ইমাম নববী বলেন,

وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ كِفَايَةٌ وَالْمَقْصُودُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنْ ادَّعَى حَصْرَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ بِالرَّفْعِ فِيهَا فَهُوَ غَالِطٌ غَلَطًا فَاحِشًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

এই বিষয়ে আমি যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি, তার বাইরেও আরও অনেক হাদীস রয়েছে। তবে আমি যে পরিমাণ উল্লেখ করেছি, তা-ই যথেষ্ট। মূল উদ্দেশ্য হলো এটা জানা যে, কেউ যদি এই দাবি করে যে, রাসূল ﷺ কেবল নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতেই হাত উঠিয়েছেন — অর্থাৎ হাত তোলার হাদীসগুলো কেবল কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার জন্যই প্রমাণিত — **তাহলে সে মারাত্মক ভুল করছে।** আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। [225]

আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বর্ণনা করেছেনঃ

বুখারীঃ আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. وَأَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، **فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ** وَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সকালে খায়বারে পৌঁছলেন। তখন খায়বারবাসী কোদাল নিয়ে ঘর হতে বের হচ্ছিল। তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা সেনা বাহিনী নিয়ে এসে

[225] আল-মাজমু ৩/৫১১

পড়েছে। (এ বলে) তারা দৌড়াদৌড়ি করে তাদের সুরক্ষিত কিল্লায় ঢুকে পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **দু'হাত উপরে উঠিয়ে** বললেন, ''আল্লাহু আকবার'' খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন জাতির, আঙ্গিণায় অবতরণ করি তখন এসব সাবধানকৃত লোকদের প্রভাতটি অত্যন্ত অশুভ হয়। [226]

বুখারীঃ আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন,
دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، **ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ** فَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ". وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ وَلِيْ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِيْ عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِيْ مُوْسَى
নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন এবং 'উযু করলেন। তারপর **তাঁর দু'হাত উপরে তুলে** তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবূ আমিরকে ক্ষমা করো। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। আমি বললামঃ আমার জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি দু'আ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়সের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবূ বুরদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দু'টি দু'আর

[226] বুখারী ৩৬৪৭।

একটি ছিল আবূ আমির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য আর অপরটি ছিল আবূ মূসা (আশআরী) (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য। [227]

আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ সহীহ সনদে সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় তোমাদের রবব চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। **বান্দাহ দু' হাত তুলে** তাঁর নিকট চাইলে তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জবোধ করেন।[228]

মুসলিমঃ আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ " . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তার প্রেরিত রসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও

[227] বুখারী ৪৩২৩, ৬৩৮৩।

[228] আবু দাউদ ১৪৮৮। ইবনু মাজাহ ৩৮৬৫।

হালাল জিনিস আহার কর এবং ভাল কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত।" (সূরা আল মু'মিনূন ২৩/ ৫১)
তিনি (আল্লাহ) আরো বলেছেন, "তোমরা যারা ঈমান এনেছো শুনো আমি তোমাদের যে সব পবিত্র জিনিস রিযক হিসেবে দিয়েছি তা খাও"— (সূরা আল বাকারাহ ২/ ১৭২)। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি কী করে কবুল করতে পারেন?" [229]

আরো বহু হাদিস রয়েছে। আমার আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ, কিতাবুস সালাত দেখতে পারেন।

[229] মুসলিম ১০১৫।

গায়েবানা জানাযা

বুখারীঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম। [230]

বুখারীঃ আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন,

نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নাজাশীর মৃত্যু খবর শোনালেন, পরে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলে তিনি চার তাকবীরে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন। [231]

বুখারীঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে, তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ". قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আজ হাবাশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন পুণ্যবান লোকের মৃত্যু হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা

[230] বুখারী ১৩১৭।
[231] বুখারী ১৩১৮।

তখন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার। আবূ যুবাইর (রহ.) জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম। [232]

বুখারী ও মুসলিমঃ **সাহাবীবর্গকে সঙ্গে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে গেলেনঃ** আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু খবর জানালেন এবং সাহাবীবর্গকে সঙ্গে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে গেলেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন। [233]

ইবনু মাজাহঃ **বাকির কবরস্থানে**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ " إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ " . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ . فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বলেনঃ নাজাশী ইনতিকাল করেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে বাকির কবরস্থানের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[232] বুখারী ১৩২০।

[233] বুখারী ১৩৩৩, ১২৪৫। মুসলিম ৯৫১।

ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাযার সালাত পড়েন। [234] সহীহ

ইবনু হিব্বানঃ মৃতদেহ তাঁদের সামনে

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ :أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

ইমরান ইবন হুসাইন (رضي الله عنه) বলেছেন:
"রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানালেন যে, তোমাদের ভাই 'নাজাশী' (হাবশার বাদশাহ) ইন্তিকাল করেছেন। তাই তোমরা দাঁড়াও এবং তার জন্য নামাজ পড়ো।"
অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, এবং সাহাবিগণ তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর জানাজার নামাজে চারবার তাকবীর দিয়েছিলেন। অথচ তারা (সাহাবিগণ) মনে করেছিলেন, তার মৃতদেহ তাঁদের সামনে রয়েছে। [235]

তাহাবীঃ ইমরান ইবন হুসাইন (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত: নবী করীম ﷺ বলেছেন:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " :إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ قَدْ مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ " قَالَ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ الْجِنَازَةَ قَدْ أَتَتْ قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَاتَ بِالْحَبَشَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ

"তোমাদের ভাই নাজাশী ইন্তিকাল করেছেন, তার জন্য নামাজ পড়ো।"

[234] সুনান ইবনু মাজাহ ১৫৩৪।
[235] সহীহ ইবনে হিব্বান, ৭/৬৭৪, হাদিস ৭২১২। দার ইবনে হাজম।

তিনি (ইমরান) বলেন:
আমরা ধারণা করছিলাম যে তার জানাযা আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। তখন আমরা সারিবদ্ধ হলাম এবং তার জানাযার নামাজ পড়লাম, অথচ তিনি হাবশায় (ইথিওপিয়া) ইন্তিকাল করেছিলেন। এবং রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য সালাত (জানাজা) আদায় করেন যখন তিনি মদিনায় ছিলেন।

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا كَانَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَمْرِ النَّجَاشِيِّ: أَنَّهُ حُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِلَطِيفِ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ عِنْدَهُ بِالْمَدِينَةِ وَدَفَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ، وَكَانَ مَا كَانَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ مِنْ لَطِيفِ قَدْرَتِهِ كَمِثْلِ مَا كَانَ مِنْهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ لَمَّا كَذَّبَتْهُ قُرَيْشٌ حِينَ أَخْبَرَهُمْ :أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ لَيْلَتِهِ

আবু জা'ফার (رحمه الله) বলেনঃ এই হাদীস থেকে, যা নবী ﷺ-এর সাহাবীদের নাজাশী সম্পর্কিত বিষয়ে এসেছে, তা এই যে — নাজাশীকে আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম কুদরতের মাধ্যমে সেই দিনেই মদিনায় নিয়ে আসা হয়েছিল যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন, এবং নবী করীম ﷺ তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন, যেমন তিনি মদিনায় উপস্থিত মৃতদের জন্য জানাযা পড়তেন।
এ কারণে এই হাদীসের মাধ্যমে কেউ গায়েব (অপস্থিত) মৃতদের উপর সালাত করার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করতে পারে না। বরং যা হয়েছিল, তা ছিল আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক বিশেষ নমুনা,
যেমনটি ঘটেছিল নবী ﷺ-এর সাথে যখন কুরাইশ তাঁকে মিথ্যাবাদী

বলেছিল, কারণ তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে, "আমাকে রাতে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আমি সেদিন রাতেই আমার ঘরে ফিরে এসেছি।" [236]

তাহাবি বলেনঃ "যারা গায়েব মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাতকে বৈধ মনে করেন না তাদের মধ্যে অন্যতম: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও তাঁদের সাহচর্যে থাকা আলেমগণ।" [237]

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী বলেন,

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يُصَلَّى عَلَيْهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ غَائِبٌ وَلَكِنَّا نَقُولُ: طُوِيَتْ الْأَرْضُ وَكَانَ هُوَ أَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ

আমাদের আলেমগণ (رحمهم الله تعالى) বলেছেন: " গায়েব মৃত ব্যক্তির ওপর জানাযার সালাত আদায় করা হয় না। "

আর ইমাম শাফি' (رضي الله عنه) বলেছেন: " জানাযার সালাত আদায় করা যায়, কারণ নবী (عليه الصلاة والسلام) নিজে নাজাশী-এর জানাযার সালাত আদায় করেছেন, অথচ তিনি গায়েব ছিলেন। "

তবে আমরা বলি: " পৃথিবী তার জন্য ভাঁজ করে দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ মৃতদেহ অলৌকিকভাবে সামনে এনে দেওয়া হয়েছিল), এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন। এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা আর কারো জন্য প্রমাণিত নয়। "[238]

---

[236] শারহে মুশকিলুল আছার ১২/৩২৯, হাদিস ৪৮৫০। আর-রিসালাহ।

[237] শারহে মুশকিলুল আছার ১২/৩৩১, হাদিস ৪৮৫৩। আর-রিসালাহ।

[238] আল-মাবসূত্ব ২/৬৭।

হাফিজ ইবনু হাজার বলেন,

وَالْمُرَادُ بِالْبَقِيعِ بَقِيعُ بَطْحَانَ، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُصَلَّى مَوْضِعًا مُعَدًّا لِلْجَنَائِزِ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ غَيْرَ مُصَلَّى الْعِيدَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ بِبَطْحَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এখানে "বাকী" বলতে বোঝানো হয়েছে বাকীউ বাতহান—অথবা বোঝানো হতে পারে বাকীউল গারকাদের সেই স্থান যা জানাজার জন্য নির্ধারিত, তবে তা ঈদের নামাজের জন্য নির্ধারিত 'মুসল্লা'র মতো নয়। তবে প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। ঈদের নামাজ সম্পর্কিত আলোচনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'মুসল্লা' ছিল বাতহান এলাকায়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। [239]

وقال:

وَفِي قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، لِأَنَّهُ ﷺ أَعْلَمَهُمْ بِمَوْتِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، مَعَ بُعْدِ مَا بَيْنَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَالْمَدِينَةِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ أُعِدَّ مَسْجِدٌ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَيْهِمْ بَأْسٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِدَ لَا مُجَرَّدُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ دَاخِلُهُ. وَقَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ وَغَيْرُهُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ نَهْيٍ، وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى لِأَمْرٍ غَيْرِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ

[239] شرح حديث 1320

صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ هَذَا الصَّرِيحُ لِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ؟ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُصَلَّى لِقَصْدِ تَكْثِيرِ الْجَمْعِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَلِإِشَاعَةِ كَوْنِهِ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ لَمْ يُدْرِكُونَهُ أَسْلَمَ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ، وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: صَلَّى عَلَى عِلْجٍ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ الْآيَةَ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ وَآخَرُ عِنْدَهُ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَزَادَ فِيهِ أَنَّ الَّذِي طَعَنَ بِذَلِكَ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ، وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْعُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَيْفَ لَا يُدْعَى لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ بِهِ وَهُوَ مُلَفَّفٌ؟

তিনি বলেন:

নজাশির ঘটনা ছিল নবুয়তের নিদর্শনগুলোর একটি, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর মৃত্যুর দিনই সঙ্গীদের জানিয়ে দেন, যদিও হাবশা ও মদীনার মধ্যে দূরত্ব ছিল অনেক। এই ঘটনাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে—মসজিদে মৃতের জানাজা নামাজ পড়া নিষিদ্ধ—এটি হানাফী ও মালিকী মাযহাবের মত। তবে আবু ইউসুফ বলেন: যদি মৃতদের নামাজের জন্য একটি আলাদা মসজিদ নির্ধারিত থাকে, তাহলে সেখানে নামাজ পড়লে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম নববী বলেন: এতে কোনো স্পষ্ট দলিল নেই, কারণ হানাফিরা নিষেধ করেছেন মৃতদেহ মসজিদে প্রবেশ করানোকে, শুধু নামাজ পড়াকে নয়। এমনকি যদি মৃত মসজিদের বাইরে থাকে, তবুও ভিতরের লোকদের পক্ষে নামাজ পড়া বৈধ।

ইবনু বাজিজাহ ও অন্যান্যরা বলেন: কিছু মালিকি আলেম এটিকে দলিল হিসেবে নিয়েছেন, তবে এটা বাতিল, কারণ এতে নিষেধাজ্ঞার কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দ নেই। এবং সম্ভাবনা রয়েছে—তিনি ﷺ সাহাবাদেরকে 'মুসাল্লা'-য় অন্য কোনো কারণে নিয়েছিলেন, যেমন জানাজার প্রচার বা অধিক লোক সমাগম ঘটানো।

এটাও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺসুহাইল ইবনু বাইদা-এর জানাজা নামাজ মসজিদে পড়েছেন, তাহলে স্পষ্ট এ ঘটনার বিপরীতে একটা সম্ভাবনাকে কীভাবে গ্রহণ করা হবে? বরং সবচেয়ে পরিষ্কার হলো—তিনি ﷺ মুসলিমদেরকে মুসাল্লায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেন বেশি লোক জানাজায় শরিক হতে পারে, এবং যেন এটা প্রচারিত হয় যে নজাশি ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেছেন। কারণ তখন কিছু মানুষ জানত না তিনি মুসলিম হয়ে গেছেন।

ইবনু আবি হাতিম, দারকুতনী এবং বাযযার আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নজাশির জানাজা পড়লেন, তখন সাহাবাদের কেউ কেউ বললেন, "তিনি তো হাবশার একজন কাফের ছিলেন"—তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়:

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান রাখে"।

এই হাদীসের আরও সহিহ রেওয়ায়েত আছে, যেমনঃ তাবরানীর আল-কবীরে ওয়াহশী ইবনু হারব এবং আবু সাঈদ রা. থেকে। তাতে

রয়েছে—যিনি এই জানাজার সমালোচনা করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন মুনাফিক।

এই ঘটনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মৃত গায়েব ব্যক্তির (যিনি উপস্থিত নেই বা ভিন্ন দেশে) ওপর জানাজা নামাজ বৈধতার জন্য। এতে ইমাম শাফিয়ী, আহমদ এবং সালাফদের অধিকাংশ একমত হয়েছেন। ইবনু হাযম বলেন: কোনো সাহাবী থেকে এই প্রথার বিরোধিতা পাওয়া যায় না।

ইমাম শাফিয়ী বলেন: জানাজা নামাজ হলো মৃতের জন্য দোআ, আর যখন সে কাফনের মধ্যে থাকে তখন তার জন্য দোআ করা হয়—তাহলে সে যদি অনুপস্থিত থাকে বা কবরে থাকে, তবুও কেন তার জন্য দোআ করা যাবে না সেই একই পদ্ধতিতে?

وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: لَا يُشْرَعُ ذَلِكَ، وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْمَيِّتُ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ؛ لَا مَا إِذَا طَالَتِ الْمُدَّةُ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ،

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ، فَلَوْ كَانَ بَلَدُ الْمَيِّتِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ، قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَحُجَّتُهُ حُجَّةُ الَّذِي قَبْلَهُ: الْجُمُودُ عَلَى قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ، وَسَتَأْتِي حِكَايَةُ مُشَارَكَةِ الْخَطَّابِيِّ لَهُمْ فِي هَذَا الْجُمُودِ.

হানাফি ও মালিকি মাযহাবের মতে, গায়েব মাইয়িতের উপর জানাজা নামাজ পড়া শরিয়তসম্মত নয়।

আর কিছু বিদ্বানদের থেকে বর্ণিত আছে: এটি শুধুমাত্র তখনই বৈধ, যখন মৃত ব্যক্তি ঐদিনই মারা যায় বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে, দীর্ঘ সময় পরে নয়। এই মতটি ইবনু আবদুল বার উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: এটি শুধুমাত্র তার জন্য বৈধ, যিনি কেবলার দিকে অবস্থান করেন। যদি মৃতের দেশ কেবলার বিপরীতে হয়, তাহলে তা বৈধ নয়।

মুহিব্ব তাবারী বলেন: আমি এই মত অন্য কারও কাছে পাইনি। তাঁর দলিল আগের ব্যক্তির মতেরই অনুরূপ—অর্থাৎ নজাশির ঘটনা থেকে সরাসরি অনড় থাকা। আর এই বিষয়ে খাত্তাবী-র অংশগ্রহণের উল্লেখও পরে আসবে, যিনি এ ধরণের অনড় অবস্থানে সম্মত ছিলেন।

وَقَدِ اعْتَذَرَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ بِأُمُورٍ:

مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِهَا أَحَدٌ، فَتَعَيَّنَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ. وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ تَرْجَمَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ: **الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ بِبَلَدٍ آخَرَ**. وَهَذَا مُحْتَمَلٌ إِلَّا أَنَّنِي لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فِي بَلَدِهِ أَحَدٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: كُشِفَ لَهُ ﷺ عَنْهُ حَتَّى رَآهُ، فَتَكُونُ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَيِّتٍ رَآهُ، وَلَمْ يَرَهُ الْمَأْمُومُونَ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ، وَلَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ. وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ كَافٍ فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ جِهَةِ الْمَانِعِ، وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَ قَائِلِ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي أَسْبَابِهِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُشِفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَرِيرِ النَّجَاشِيِّ حَتَّى رَآهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ. وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: فَقَامَ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْهُ، وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى: فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ الْجِنَازَةَ قُدَّامَنَا.

আর যারা গায়েব মৃত ব্যক্তির উপর জানাজার নামাজ পড়ার পক্ষে নন, তারা নজাশির ঘটনা থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের মতকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন।

তাদের মধ্যে অন্যতম দালিল হলো: নজাশি এমন এক দেশে মারা গিয়েছিলেন, যেখানে তার উপর কেউ জানাজা পড়েনি। এজন্য তার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ জানাজা পড়া বাধ্যতামূলক হয়েছিল।

এ কারণে ইমাম খাত্তাবী বলেন: "গায়েব ব্যক্তির উপর জানাজা নামাজ কেবল তখনই পড়া যাবে, যদি সে এমন এলাকায় মারা যায় যেখানে তার উপর নামাজ পড়ার কেউ নেই।"

এই মতকে শাফিঈ মাযহাবের ইমাম রুইয়ানি পছন্দ করেন। আবু দাউদ তাঁর *সুনান* গ্রন্থে এই বক্তব্যকে অধ্যায় হিসেবে গ্রহণ করেন:

"মুসলমানের উপর জানাজা নামাজ, যখন তার আশপাশে কেবল মুশরিকরাই থাকে।"

তবে লেখক বলেন: "আমি কোনো হাদিসে এমন কিছু পাইনি যা নিশ্চিত করে যে, তার (নজাশির) নিজের এলাকায় কেউ তার উপর জানাজা নামাজ পড়েনি।"

অন্য ব্যাখ্যা: কিছু লোক বলেন: নবী ﷺ-কে নজাশির জানাজার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, তিনি সেটা প্রত্যক্ষ করেন, তাই তাঁর জানাজা পড়া ছিল যেন ইমাম মৃত ব্যক্তিকে দেখে জানাজা পড়ছেন, অথচ মুসাল্লিরা দেখছে না। আর এতে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই—এটা বৈধ।

তবে ইবনু দাকীকুল ঈদ বলেন:

"এটা একটি অনুমানমাত্র, অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া প্রমাণযোগ্য নয়।"

কিছু হানাফি আলেম বলেছেন:
"এটা যদিও অনুমান, তবে যখন নামাজ না পড়ার দলিল হিসেবে তা ব্যবহার করা হয়, তখন এই অনুমান যথেষ্ট।"
এ মতের প্রেক্ষাপট সম্ভবত ওয়াকিদীর উল্লেখিত বর্ণনা, যেখানে ইবনু আব্বাস থেকে এসেছে:
"নবী ﷺ-কে নজাশির জানাজার বিছানা দেখানো হয়েছিল এবং তিনি তার উপর জানাজা পড়েন।"
এছাড়া ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় ইমরান ইবন হুসাইন বলেন:
"রাসুল ﷺ দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলাম, আমরা মনে করলাম যে জানাজা আমাদের সামনে রয়েছে।"
এই হাদিসটি এসেছে আওজায়ী, ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর, আবু কিলাবা এবং আবু মুহাল্লাব হয়ে ইমরান ইবন হুসাইন থেকে। আর আবু আউয়ানা আনেছেন আবান ও অন্যান্য সূত্র থেকে—
"আমরা তাঁর পেছনে নামাজ পড়লাম, আর মনে করলাম জানাজা সামনে রয়েছে।"

وَمِنَ الِاعْتِذَارَاتِ أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّجَاشِيِّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ غَيْرِهِ، قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ قِصَّةُ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّ خَبَرَهُ قَوِيٌّ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِ طُرُقِهِ، وَاسْتَنَدَ مَنْ قَالَ بِتَخْصِيصِ النَّجَاشِيِّ لِذَلِكَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِرَادَةِ إِشَاعَةِ أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا أَوِ اسْتِئْلَافِ قُلُوبِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فِي حَيَاتِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ فُتِحَ بَابُ هَذَا الْخُصُوصِ لَانْسَدَّ كَثِيرٌ مِنْ ظَوَاهِرِ الشَّرْعِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرُوهُ لَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ: قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ. قُلْنَا: وَمَا عَمِلَ بِهِ مُحَمَّدٌ تَعْمَلُ بِهِ أُمَّتُهُ، يَعْنِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ

الْخُصُوصِيَّةِ. قَالُوا: طُوِيَتْ لَهُ الْأَرْضُ، وَأُحْضِرَتِ الْجِنَازَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قُلْنَا: إِنَّ رَبَّنَا عَلَيْهِ لَقَادِرٌ، وَإِنَّ نَبِيَّنَا لَأَهْلٌ لِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا تَقُولُوا إِلَّا مَا رُوِّيتُمْ، وَلَا تَخْتَرِعُوا حَدِيثًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تُحَدِّثُوا إِلَّا بِالثَّابِتَاتِ، وَدَعُوا الضِّعَافَ، فَإِنَّهَا سَبِيلُ تَلَافٍ، إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ تَلَافٍ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: قَوْلُهُمْ: رُفِعَ الْحِجَابُ عَنْهُ مَمْنُوعٌ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا فَكَانَ غَائِبًا عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ.

قُلْتُ: وَسَبَقَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ - بِالْجِيمِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ - فِي قِصَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ قَالَ: فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَمَا نَرَى شَيْئًا. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ، لَكِنْ أَجَابَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمَيِّتِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَهُوَ يَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُونَ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ اتِّفَاقًا.

আরো একটি যুক্তি যা দিয়ে কেউ কেউ গায়েব মৃতের জানাজা নামাজ না পড়ার পক্ষে বলেছেন তা হলো— এই ঘটনা (নজাশির ওপর নামাজ) শুধুমাত্র নজাশি-এর সাথে সংযুক্ত, কারণ এটি প্রমাণিত নয় যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো গায়েব মৃতের ওপর নামাজ পড়েছেন নজাশি ছাড়া।

মুহাল্লাব বলেন: সম্ভবত তাঁর কাছে মু'আবিয়া আল-লায়থির কাহিনী প্রমাণিত ছিল না, অথচ এটি বিভিন্ন সূত্র মিলিয়ে শক্তিশালী বিবেচিত হয়।

যারা বলেন এটি নজাশির জন্যই নির্দিষ্ট, তারা বলেন— নবী ﷺ চেয়েছিলেন যেন প্রকাশ হয় যে নজাশি ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেছেন, অথবা এটা ছিল মুসলিম রাজাদের অন্তরে প্রভাব ফেলানোর জন্য, যারা তাঁর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

নববী বলেন: যদি আমরা এই ধরনের নির্দিষ্টতা অনুমোদন করি, তাহলে শরীয়তের অনেক স্পষ্ট বিধান দুর্বল হয়ে যাবে। এবং যদি সত্যিই এমন কিছু থাকত, তাহলে তা অবশ্যই সহিহ সূত্রে বর্ণিত হতো। ইবনুল 'আরাবী আল-মালিকী বলেন: মালিকিয়াগণ বলেন, এটি শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য বৈধ ছিল।

তবে আমরা বলি: নবী মুহাম্মাদ ﷺ যা করেছেন, তাঁর উম্মতও তা অনুসরণ করতে পারে, কারণ মূলনীতি হলো— কোনো বিষয় বিশেষভাবে নবীর জন্য নির্দিষ্ট নয়, যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে নির্দিষ্টকরণ প্রমাণিত হয়।

তারা বলেন: "নবীর জন্য পৃথিবী সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং জানাজা তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল।"

আমরা বলি: নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু এতে সক্ষম, এবং আমাদের নবী এ মর্যাদার উপযুক্ত, কিন্তু এমন কোনো কথা বলো না যা তোমাদের কাছে প্রমাণিত নয়, নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিও না, শুধুমাত্র সহিহ সূত্রে প্রমাণিত হাদিস নিয়েই কথা বলো, দুর্বল সূত্র পরিহার করো— কেননা দুর্বল সূত্র মানুষের ধর্মনাশের পথে নিয়ে যায়।

কারমানী বলেন: যারা বলেন "নবীর সামনে থেকে পর্দা সরানো হয়েছিল"— তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি তা সত্যও হয়, তবুও সাহাবীদের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তি গায়েবই ছিলেন।

আমি বলি: এই ব্যাখ্যা আগেই দিয়েছেন শাইখ আবু হামিদ। এটিকে সমর্থন করে মুজাম্মি' ইবন জারিয়া-এর হাদিস, যিনি বলেন: "আমরা তাঁর (নবীর) পেছনে দুটি কাতারে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।" এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং ইবন মাজাহ-তেও মূল বর্ণনা আছে।

কিন্তু কিছু হানাফি এর জবাব দিয়েছেন এইভাবে: এই ঘটনাটি সেই অবস্থার মতো যেখানে ইমাম মৃতকে দেখে নামাজ পড়েন, কিন্তু মুকতাদিরা তাকে দেখে না। অথচ এতে সকলের মত রয়েছে যে এটি বৈধ।

বাস্‌সাম আত-তামিমি বলেন:

اختلف العلماء في الصلاة على الغائب:

فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى: أنَّها لا تشرع.

وجوابهم على قصة النجاشي والصلاة عليه-: أنَّ هذه من خصوصيات النبي -ﷺ-.

وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى: أنَّها مشروعة؛ لهذين الحديثين الصحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل عليها.

وتوسط شيخ الإسلام، فقال: إن كان الغائب لم يصلَّ عليه -مثل النجاشي- صُلِّي عليه، وإن كان قد صلِي عليه، فقد سقط فرض الكفاية من المسلمين.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وصحَّحه ابن القيم في "الهدي"؛ لأنَّه توفي زمن النبي -ﷺ- أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنَّه صلى على أحد منهم صلاة الغائب، فالصلاة هنا واجبة.

ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنَّه قال: إذا مات رجلٌ صالحٌ، صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.

ورجح هذا التفصيل شيخنا الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله تعالى- وعليه العمل في نجد؛ فإنَّهم يصلون على من له فضل وسابقه ... على المسلمين، ويتركون من عداه، والصلاة هنا مستحبة.

قال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل

গায়েব মৃতের জানাজা নামাজ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে:

- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও তাঁদের অনুসারীরা বলেন: গায়েবের উপর জানাজা নামাজ প্রযোজ্য নয়।
- তাঁরা নজাশীর উপর জানাজা নামাজ পড়ার ঘটনা সম্পর্কে বলেন: এটি ছিল নবী ﷺ-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (খাসিয়্যাহ)।
- পক্ষান্তরে, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ ও তাঁদের অনুসারীরা বলেন: এটি প্রযোজ্য, কারণ এ বিষয়ে দুটি সহীহ হাদীস রয়েছে। আর কোনো বিষয় যদি নবী ﷺ-এর জন্য বিশেষ বলা হয়, তবে তার জন্য প্রমাণ দরকার, অথচ এখানে এমন কোনো প্রমাণ নেই।
- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া মাঝামাঝি মত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন: যদি গায়েব ব্যক্তি (যেমন নজাশি) এর উপর নামাজ পড়া না হয়ে থাকে, তবে তার ওপর জানাজা নামাজ পড়া উচিত। আর যদি তার ওপর আগেই জানাজা নামাজ পড়া হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিমদের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে গেছে।
- এটি ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা, এবং ইবনুল কাইয়্যিম এটি তাঁর গ্রন্থ "আল-হাদী"-তে সহীহ বলেছেন। কেননা নবী ﷺ-এর যুগে অনেক সাহাবি দূরবর্তী স্থানে ইন্তিকাল করেছেন, কিন্তু প্রমাণিত নয় যে তাঁদের ওপর গায়েব নামাজ পড়া হয়েছে। সুতরাং এখানে গায়েবের উপর নামাজ আবশ্যক ছিল।

- শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে: "যদি কোনো নেক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার উপর জানাজা পড়া হবে।" এবং তিনি নজাশীর ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।
- এই বিস্তারিত ব্যাখ্যাকেই আমাদের শাইখ, শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এবং নজদ অঞ্চলে এই মত অনুযায়ী আমল করা হয়— অর্থাৎ, যেসব মৃত ব্যক্তি মুসলিমদের জন্য গুণবান ও অগ্রগামী ছিলেন, তাঁদের জন্য গায়েব নামাজ পড়া হয়। আর যাঁরা এ মর্যাদায় ছিলেন না, তাঁদের জন্য তা ত্যাগ করা হয়। এইক্ষেত্রে নামাজ সুন্নাত বা মুস্তাহাব।
- ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: এই বিস্তৃত ব্যাখ্যাই সবচেয়ে সঠিক মত। [240]

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু সালিহ ইবনু উসাইমিন বলেন:
"গায়েব ব্যক্তির উপর জানাজা নামাজ কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন তার উপর কেউ জানাজা নামাজ আদায় করেনি। এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য (راجح) মত।" [241]

---

[240] أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (ت ١٤٢٣هـ) ، **توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام** ، كتاب الجنائز، ج3 ص193، الناشر: مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة الطبعة: الخامِسَة، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء: ٧

[241] محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : ١٤٢١هـ) ، **مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين** ، تكفين الميت وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما القول الراجح في الصلاة على الغائب؟ ، ج17 ص149، جمع وترتيب : فهد بن ناصر

তারাবীহঃ রাসূল ﷺ সাল্লাম ২০ রাকাত পড়েছেন

রাসূল ﷺ মসজিদে জামাতে তারাবীহ সালাত আদায় করেছেন এমন একাধিক সহীহ হাদিস রয়েছে। যদিও ঐ সব হাদিসে রাকাত সংখ্যা উল্লেখ নেই। আরো দুটি হাদিস রয়েছে দুজন ভিন্ন সাহাবী থেকে (ইবনু আব্বাস ও জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম), যে দুই হাদিসে রাকাত সংখ্যা ২০ উল্লেখ আছে। একটি হাদিসের সনদে কাদ্বী আবূ শাইবাহ ইবরাহীম বিন উসমান আছেন, যার হাদিসকে সহীহ সুনান তিরমিযী ও সহীহ সুনান ইবনে মাজাহতে সহীহ বলেছেন শায়খ আল বানী।

কাদ্বী আবূ শাইবাহ ইবরাহীম বিন উসমান বর্ণিত হাদীসঃ

তাবারানী আল-মুজামুল কাবীরে [242], এবং আল-মুজামুল আওসাত্বে [243], ইবনু আবী শাইবাহ আল-মুসান্নাফে [244], খতীব বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদে [245], ইবনু আব্দিল বার আত-তামহীদে [246], আব্দ বিন হুমাইদ তাঁর মুসনাদে, এবং বাইহাকী তাঁর সুনান কুবরাতে [247] রাবী আবূ শাইবাহ ইবরাহীম বিন উসমান > হাকাম > মিক্বসাম > ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে,

---

بن إبراهيم السليمان الناشر : دار الوطن - دار الثريا الطبعة : الأخيرة - ١٤١٣ هـ عدد الأجزاء : ٢٦

[242] **المعجم الكبير**، حديث 12102

[243] **المعجم الأوسط** ، حديث 5440

[244] **مصنف ابن أبي شيبة** ، كم يصلى في رمضان من ركعة، حديث 7692

[245] **تاريخ بغداد** ، حديث 1976

[246] **التمهيد** ، ج 8 ، ص 115

[247] **السنن الكبرى للبيهقي** ، حديث 4286

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَالْوِتْرَ

যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদ্বানে ২০ রাকাত এবং বিতর আদায় করেছেন।

কাদ্বী আবূ শাইবাহ ইবরাহীম বিন উসমানের হাদিসকে শায়খ আলবানী সহীহ সুনান তিরমিযীতে [248] এবং সহীহ সুনান ইবনু মাজাহতে [249] উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং আলবানী মাযহাবের মুকাল্লিদদের তারাবীহ'র হাদিস নিয়ে আর আপত্তি করা উচিৎ নয়। আবূ শাইবাহ বর্ণিত জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়ার হাদিস যদি সহীহ হয়, তারাবীহ'র ২০ রাকাতের হাদিস সহীহ না হওয়ার কোন কারণ নেই।

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসঃ

আল-মাশীখাতুল বাগদাদিয়্যাতে সাহাবী জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

---

[248] **صحيح سنن الترمذي:** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ**، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (كتاب الجنائز، باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، رقم 1026)

[249] **صحيح سنن ابن ماجه:** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ**، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ .قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .(كتاب الجنائز، باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، رقم 1495)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَصَلّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَةً وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

নবী ﷺ রামাদ্বানে এক রাতে বের হয়ে লোকদের সাথে নিয়ে ২৪ রাকাআত সালাত আদায় করেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়েন।[250] (এশা ৪, তারাবীহ ২০ এবং বিতর ৩ মোট ২৭ রাকাত জামাতে আদায় করেন।)
সনদে উল্লেখিত সব রাবী বিশ্বস্ত অথবা গ্রহণযোগ্য।

একই হাদিস সাহাবী জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে তারীখে জুরজানেও [251] এসেছে।

আর যদি বলা হয়, এ দুটি হাদীস সনদের দিক থেকে দুর্বল — তাহলে আমরা বলি: এ দুটি একে অপরকে শক্তিশালী করে, এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (ঐক্যমত) এই বিশ রাকাআতের উপরই হয়েছে। আর ‘উমর (রা.) এটি আদেশ দেননি কোনো স্বেচ্ছাচারিতা থেকে, বরং তাঁর

[250] صدر الدين، أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني (ت ٥٧٦هـ)، **التاسع من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي** ، رقم 223 ص 29، الناشر: مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية الطبعة: الأولى، ٢٠٠٤

[251] أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (ت ٤٢٧هـ) ، **تاريخ جرجان** ، رقم 556 ، ج 8 ص 317 ، المحقق: تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان الناشر: عالم الكتب – بيروت الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م عدد الصفحات: ٥٦٣،

কাছে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে একটি ভিত্তি অবশ্যই ছিল — যেমনটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন। [252]

সালাফী মুনাজির শহীদুল ইসলাম মিথ্যাচার করেছিল ইমাম আবূ হানিফার নামে। সে বলেছিল ইমাম আবূ হানীফা এই কথা নাকি ২০ রাকাতের পক্ষে বলেছেন। এত ফাউল হলে কি চলে?

আরো সবিস্তারে জানতে হলে আমার কিতাব মুনাজারাতুত তারাবীহ বা কিতাবুস সালাত দেখতে পারেন।

[252] عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (ت ٦٨٣هـ) ، **الاختيار لتعليل المختار** ، ج1 ص 68-69، الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها) تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م عدد الأجزاء: ٥

রাসূল ﷺ তারাবীহ্ পড়েন মসজিদে এবং ঘরে

মসজিদেঃ

বুখারীঃ আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিক সংখ্যক সাহাবা একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেনঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট

গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়। [253]

হাকিমঃ নু'মান বিন বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন,
قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، وَكُنَّا نُسَمِّيهَا الْفَلَاحَ، وَأَنْتُمْ تُسَمُّونَ السَّحُورَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ : صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، وَقَدْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَحُثُّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى إِقَامَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ إِلَى أَنْ أَقَامَهَا

আমরা রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ২৩তম রাতে নামাজে দাঁড়ালাম, এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত। তারপর ২৫তম রাতে তাঁর সাথে দাঁড়ালাম মধ্যরাত পর্যন্ত। এরপর ২৭তম রাতে তাঁর সাথে আবার দাঁড়ালাম মধ্যরাত পর্যন্ত। তারপর (পুনরায়) ২৭তম রাতে এমনভাবে দাঁড়ালাম যে আমরা মনে করেছিলাম সফলতা (ফলাহ্) পেয়ে যাব না, আর আমরা একে বলতাম "ফলাহ্" আর তোমরা একে "সাহ্রী" বলো।

এটি সহীহ হাদীস, যা ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ হলেও বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি।
এ হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে: মুসলমানদের মসজিদে তারাওয়ীহ নামাজ পড়া একটি সুন্নাত ও নির্ধারিত আমল, আর আলী ইবনে আবী

[253] বুখারী ৯২৪।

ত্বালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিতেন, অবশেষে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা প্রতিষ্ঠা করেন। [254]

ঘরেঃ

মারওয়াজিঃ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ , فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ , حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ؟ فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَصَلِّهَا عِنْدَنَا , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا , قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ فَطِنْتَ لَنَا الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ , وَذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদ্বানে নামায পড়ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর আরেকজন এল, তারপর আরেকজন এল এভাবে আমরা কয়েকজন হলাম।

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝলেন যে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেছি, তখন তিনি নামায সংক্ষেপ করলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে এমন নামায পড়লেন যা আমাদের সামনে তিনি পড়েননি। সকালে আমরা বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি গতরাতে আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আর সেটাই ছিল এমন কাজ করার কারণ।"[255]

---

[254] আল-মুস্তাদরাক ১৬০৮। নাসাঈ ১৩৬৪, ১৬০৫। আবূ দাউদ ১৩৭৫। ইবনু মাজাহ ১৩২৭।

[255] মুখতাসার কিয়ামুল্লাইল পৃ ২১৬।

মারওয়াজিঃ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে (পরিবার নিয়ে)
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ , ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ لَيْلَةَ ثِنْتَيْ وَعِشْرِينَ , فَيُصَلِّي بِهِمْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , فَيُصَلِّي بِهِمْ إِلَى ثُلُثَيِ اللَّيْلِ , ثُمَّ يَأْمُرُهُمْ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا , فَيُصَلِّي بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ لَا يَجْمَعُهُمْ

নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে একুশতম রজনীতে একত্র করতেন এবং তাঁদের নিয়ে এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। এরপর তাঁদের বাইশতম রজনীতেও একত্র করতেন এবং তাঁদের নিয়ে রাতের অর্ধেক পর্যন্ত নামায পড়তেন। তারপর তাঁদের তেইশতম রজনীতে একত্র করতেন এবং তাঁদের নিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত নামায পড়তেন। এরপর চব্বিশতম রজনীতে তাঁদের গোসল করার আদেশ দিতেন, এবং তাঁদের নিয়ে ফজরের সময় পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি আর তাঁদের একত্র করতেন না। [256]

সাহাবী জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ৮ রাকাতের হাদিস দূর্বলঃ

عَنْ **عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ**، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْنَا لَهُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْنَا فَتُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ.

ইসা ইবন জারিয়া, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানে আমাদের সঙ্গে আট রাকাআত

[256] মুখতাসার কিয়ামুল্লাইল পৃ ২১৬।

এবং বিতর নামাজ পড়ান। পরদিন আমরা মসজিদে একত্র হলাম এবং আশা করলাম যে তিনি আমাদের কাছে বের হবেন। কিন্তু আমরা মসজিদেই রাত কাটিয়ে সকাল পর্যন্ত থাকলাম। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেলাম এবং বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আশা করেছিলাম আপনি আমাদের কাছে বের হবেন এবং আমাদের ইমামতি করবেন। তিনি বললেন: "আমি অপছন্দ করলাম যে, বিতর তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হবে।"

এই হাদিসটি দূর্বল ঈসা ইবনে জারিয়া'র কারণে। সালাফী মুনাজির শহীদুল ইসলাম মিথ্যাচার করে এই হাদিসটিকে সহীহ প্রমাণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে পাকড়াও হয়েছিল ফেইস দ্যা পিপল ডিবেইটে। ইমাম নিমাভির নামে সে মিথ্যাচার করে বলেছিল, ইমাম নিমাভি নাকি এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন। আরো একাধিক কারণে এই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আম্মা আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদিস

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ .رضى الله عنها .كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ. فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

আবূ সালামাহ্ ইবনু আবদুর রাহমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাদ্বান

মাসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, (একদা) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেনঃ আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[257]

এই হাদিস দিয়ে সালাফী মুনাজির তারাবীহ ৮ রাকাত সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। আম্মা আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকেই হাদিস আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মাঝে মধ্যে কোন কারণ কারণবশতঃ কিয়ামুল্লাইল পড়তেন না, তখন দিনে ১২ রাকাত পড়ে নিতেন। [258] তাইলে ৮ রাকাত গেল কোথায়। ওরা আসলে আম্মা আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার তাহাজ্জুদের হাদিসকে তারাবীহতে ব্যবহার করে পুরা তারাবীহটাই গ্রাস করতে চায়।

[257] বুখারী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯।
[258] দেখুন মুসলিম ৪৫৯। তিরমিযী ৪৪৫। নাসাঈ ১৬০১। আবু দাউদ ১৩৪২।

আম্মা আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদিস যে তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত এবং তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ যে ভিন্ন দুটি সালাত এ বিষয়ে আমার মুনাজারাতুত তারাবীহ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নের টেবিলে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ'র কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হল

তাহাজ্জুদ / কিয়ামুল্লাইল	**তারাবীহ**
মক্কায়	মদীনায়
সারা বছর	মাত্র কয়েক রাত জামাতে
ফরজ / ওয়াজিব (রাসূলের জন)	নফল / সুন্নাহ
আল্লাহ'র হুকুম	রাসূল শুরু করেছেন
জামাত নেই	জামাতে সুন্নাত
কুরআনের আয়াতে	রাসূলের হাদিসে
মিস হলে দিনে ১২ রাকাত	এমন কিছু নেই

পেশাব পায়খানা করার সময় সালাম দেয়া

জনৈক কাজ্জাব শায়খের মতেঃ পেশাব পায়খানা করার সময় সালাম দেয়া বাধ্যতামূলক। দিতেই হবে।

ইসলামী শরীয়তেঃ পেশাব পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেয়া নিষেধ।

আবূ দাউদঃ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী এক ব্যক্তি তাকে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন না।[259] হাসান

ইবনু মাজাহঃ জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . " إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَىَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ "

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে আমাকে সালাম দিবে না। কারণ তুমি তা করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দেবনা। [260]

---

[259] আবূ দাউদ ১৬।

[260] ইবনু মাজাহ ৩৫২।